চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

ড: কৃষ্ণপদ গোস্বামী

টি.কে.ব্যানার্জি এণ্ড সন্স

চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম. এ., পি. আর. এস্; ডি. ফিল.
গ্রিফিথ পুরস্কার-প্রাপ্ত, আশুতোষ ও মোয়াট স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত,
রীডার বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

টি. কে. ব্যানার্জী এণ্ড সন্স
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
তমস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—দশ টাকা।

মুদ্রাকর—
শ্রীহরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিণ্টার্স
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বৈষ্ণবকুলতিলক পরমভাগবত নিত্যধামগত
জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়রত্ন
পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

ভূমিকা

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আদি-মধ্যযুগের বাংলার অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভাষার প্রাচীনত্ব ও বানানের দুরূহতার জন্য বইখানি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীগণের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। "চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থে চণ্ডীদাস সমস্যা, নাট্য-গীতিকাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে চৈতন্য-পরবর্তী চণ্ডীদাস পদাবলীর তুলনামূলক বিচার, প্রাচীন বাংলার ভাষা, ভাব ও ছন্দের সঙ্গে আদি-মধ্য যুগের বাংলার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা এবং গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়েরই একটা ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের শেষাংশে দুরূহ শব্দগুলির ভাষাতাত্ত্বিক টীকা, টিপ্পনী এবং বিশেষ বিশেষ পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে শব্দ-কোষের একটা অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

পুস্তকখানির প্রকাশনা ব্যাপারে টি. কে. ব্যানার্জি এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীতমসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রশংসনীয়। কে. বি. প্রিণ্টার্সের সুযোগ্য কর্মসচিব শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে সাধুবাদ জানাই। সাহিত্য সেবার মনোভাব নিয়া নিষ্ঠাসহকারে গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উহা পাঠ করিয়া ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার চিত্তে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগ্রত হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

বিনীত—
গ্রন্থকার

১১ই ফাল্গুন, সন ১৩৭৩,
মাঘী পূর্ণিমা।
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও চণ্ডীদাস সমস্যা ॥

চণ্ডীদাস-পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের মাধুর্যে ও ছন্দের ঝঙ্কারে চণ্ডীদাসের পদগুলি অতুলনীয়। তাই বাংলার প্রত্যেক নরনারী তাঁহার কবিতার রসাস্বাদনে মুগ্ধ।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বড়ু চণ্ডীদাস লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিত অবস্থায় পুঁথিখানিকে বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত এক গৃহস্থ বাড়ীর গোয়াল ঘরের মাচা হইতে উদ্ধার করা হয়। ইহাতে কবির পরিচয়, রচনাকাল ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নাই। ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ও বাসলী সেবক চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাব্যের উপজীব্য। প্রত্যেকটি পদের উপরে সুর ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল। সেজন্য বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত এই সুপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থকেই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে অভিহিত করেন। একমাত্র চর্যাগীতি ছাড়া এত পুরানো বাংলা পুঁথি ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় নাই। অল্পসংখ্যক আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দের ব্যবহার, সর্বনামের প্রথমার বহুবচনে "রা" বিভক্তির প্রয়োগ ও যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রচলন প্রাচীনত্বের চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মপদের বিভক্তিগুলি ও সংস্কৃতের মত প্রাণবন্ত।

এই পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় পর হইতেই চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে, যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সব পদগুলিই একজন কবির রচনা কিনা। কারণ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির ভাষা, ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে এক বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সেই প্রাণোন্মাদনা ও ভাবৈশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। তদুপরি একটা গ্রাম্যভাব ও অশ্লীল শব্দ দ্বারা উহা ভারাক্রান্ত। পুঁথির লিপিতে তিন ছাঁদের হাতের লেখা সুস্পষ্ট হইলেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিপি বিচার করিয়া উহাকে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে রচিত বলিয়া মনে করেন। ভাষাতত্ত্বগত খুঁটি-নাটি বিচার করিয়া আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থখানি ১৪০০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় ভাষা বিচার

করিয়া পুঁথিখানি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে রচিত বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে পুঁথিখানির লিপিকাল ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

এখন বিচার্য, চণ্ডীদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু সপার্ষদ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রমুখ কবিগণের পদাবলীর রসাস্বাদন করিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইতেন :

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে :

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥"

নরহরি সরকার তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে চণ্ডীদাসের গানের যশ ভুবনব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছিল। খেতুরীর উৎসবে (১৫৮৩ খ্রীঃ) চণ্ডীদাসের পদ গীত হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদাস নামে একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের অনুপম পদাবলীর মাধুর্যরসে ভাববিমোহিত হইতেন তিনিই যে পদাবলীর চণ্ডীদাস, শিক্ষিত মহলে এই ধারণা এতাবৎকাল প্রবল ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিষয়ে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। এখন বিচার করা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত হইয়াছিল কিনা। অনেকে মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখা। প্রাচীন কবিদের লেখা অনেক সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। গায়ক ও লিপিকারদের হাতে পড়িয়া উহা যুগোপযোগী পরিবর্তন লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি গোয়াল ঘরের মাচায় অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল বলিয়া উহার ভাষার পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই ; সেজন্য চণ্ডীদাসের ভাষার খাঁটি নমুনা উহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর ভাষা গায়ক ও লোকের

মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিকরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখনী নিঃসৃত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের :

"দেখিলো প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।"

পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আরও কয়েকটি পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের মিল রহিয়াছে। একই কবি অপ্রাপ্ত বয়সে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রামী ধোবানীর সংস্পর্শে আসিয়া এক স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদ পাইলেন।

নূতন প্রেমের অনুভূতিতে কবির লিখিত পদগুলি এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের উক্তিই পরস্পরবিরোধী। তিনি বলিয়াছেন, "চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিলাম কীর্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে। এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যূথিকা-শুভ্র নির্মলতা বুঝি এখানে তাহা নাই।"

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের রচনা বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উহা বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত একটা সুসংবদ্ধ কাব্য। উহাতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয়-সাধন হইয়াছে। এই কাব্যে কবির স্ব-চরিত বহু সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে আখ্যায়িকার যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাকা হাতের লেখা। কেন না, উহাতে বাস্তব জীবনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় মিলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। পুঁথিখানিতে যে সমস্ত উপমা ও রূপক প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত। এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্মারক।

সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপেই বলা চলে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস এক কবি নহেন। তদুপরি ভাষা, ভাব ও গঠননৈপুণ্যের দিক হইতে বিচার করিলেও উভয় কবির মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় কবির ভণিতা করার রীতি ও সম্পূর্ণ পৃথক। প্রচলিত পদাবলীতে দ্বিজ, দীন ও কবি চণ্ডীদাস এইরূপ ভণিতা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই বড়ু, অনন্ত অথবা চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় আদি-মধ্য যুগের (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক) বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। চর্যাগীতির রচনার প্রায় দেড়শ বছর পরে বাংলা ভাষার স্বাভাবিকরূপটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু পদাবলীর ভাষা আরও পরবর্তীকালের।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা সাধারণ গোপবালা। সখীদিগের সঙ্গে তিনি হাটে বাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যান। দানী শ্রীকৃষ্ণের সহিত পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথম হইতেই কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির সাহায্যে শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নানাপ্রকার কলাকৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অতঃপর বাণখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে মদন-বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। এই বাণের আঘাতে প্রবুদ্ধা রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন।

পদাবলীর রাধা বৃষভানুনন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। তাঁহার মাতার নাম পদুমা। পদাবলীতে শ্রীমতীর ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র বড়ায়ি ব্যতীত রাধার অন্য কোন সখী নাই। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে কৃষ্ণের সখাদের কোন উল্লেখ নাই; অথচ পদাবলীতে কৃষ্ণের সুবল, সুদাম প্রভৃতি সখার নাম পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্বযুগের ভাগবতাদি পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থেও রাধার সখীদের নাম পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পূর্বরাগের বর্ণনা নাই; আছে শুধু কৃষ্ণের পূর্বরাগ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সাধারণ নরনারীর কামজপ্রেমেরই নামান্তর মাত্র। স্থূলদেহের আকর্ষণই এখানে প্রবল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেম অর্থে "পিরিতী" শব্দের পরিবর্তে "নেহ", "নেহা" ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পদাবলীতে প্রেম অর্থে "পিরীতি" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৈষ্ণব কবিতার অনুপম সৌন্দর্য ও শুচিশুভ্র পবিত্রতা

দৃষ্ট হয় না। যদিও চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদসমূহে গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক কোন পদ নাই, তথাপি অনেকগুলি পদে মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ পরিস্ফুট। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁহার সখীদের কল্পনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের রসশাস্ত্র উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শ পদাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মানুমোদিত রাগানুগা প্রেমের উৎকর্ষতার সন্ধানও এই কবিতাগুলিতে মিলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি, মধুস্বাদী বৈষ্ণব পদাবলীর সেখান হইতেই আরম্ভ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীয় তুলনামূলক বিচার করিলে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা অন্যূন শতাধিক বৎসরের। এই সময়ের ব্যবধানে একই চণ্ডীদাসের কল্পনা করা বাস্তব-বুদ্ধিসম্মত নয়। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগে এবং চণ্ডীদাস পদাবলী চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত হইয়াছিল। পদাবলীতে চণ্ডীদাস সম্পর্কে তিনটি উপনাম দেখা যায়। যথা—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতীত অন্য কোন চণ্ডীদাসের উল্লেখ নাই।

বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী (<বাসরী <বাগীশ্বরী) দেবীর উপাসক ছিলেন। "বাসলী" বীণাপাণি বা সরস্বতীরই নামান্তর। কবির আর এক নাম অনন্ত। অনেকের ধারণা, দ্বিজ চণ্ডীদাসই বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে নিজেকে "দীন"রূপে অভিহিত করিতে পারেন। তবে ইহাও স্বীকার্য যে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদের সন্ধান মিলে। আবার অনেকগুলি পদকে সপ্তদশ শতকের রচনা বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর কিংবা তাহারও কিছু পরবর্তী সময়ের "দীন" উপাধিক কোন অখ্যাতনামা কবি স্ব-রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের নামে পরিচালিত করিয়াছিলেন। সে যুগে নিজের রচিত কবিতাদি অন্য শ্রেষ্ঠ কবির নামের অন্তরালে চালাইবার একটা প্রবল স্পৃহা ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন? আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে এই বড়ু চণ্ডীদাসই চৈতন্যদেবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য কোন চণ্ডীদাস নহে। দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পরে এবং দীন

চণ্ডীদাস আরও অনেক পরের যুগের কবি ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পদ শুনিয়া ভাবাপ্লুত হইতেন। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে ও চণ্ডীদাসের পদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অনেক বৈষ্ণব ভক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশী ও বিরহখণ্ডের কয়েকটি পদ ছাড়া অন্যান্য পদগুলির বর্ণনায় একটা কুৎসিৎ নগ্নতা দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব কবিতার অনির্বচনীয় মাধুর্য ইহাতে নাই বলিয়া মহাপ্রভুর পক্ষে এই জাতীয় সীমিত স্থূল কাব্যের পদসমূহের রসাস্বাদন করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ধর্তব্য যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় স্থানে স্থানে বিকৃতি রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাহা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দে এমন অনেক অংশ আছে যাহা কৃষ্ণভক্তগণের নিকট উন্মাদনার সঞ্চার করে। সেজন্য অদ্যাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোক জগন্নাথদেবের মন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা স্বর-তাল-লয়-যোগে গীত হইয়া থাকে। বিলুপ্তপ্রায় হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ জনসাধারণের নিকট একেবারে অপরিচিত ছিল না। কারণ মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাল শিক্ষার যে দুইখানি পুঁথির সন্ধান দেন, তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ১৬টি পদ পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতো প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগতের "বৈষ্ণব তোষণী" টীকায় "চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি"র উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন হিসাবে চণ্ডীদাসের রচিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সুপরিচিত ছিল। অবশ্য উক্ত টীকায় তাঁহার রচিত কোন আখ্যান কাব্যের উল্লেখ নাই। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহে এমন অনেকগুলি পদ রহিয়াছে যেগুলি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক-ভাব মণ্ডিত। সুতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠ পদগুলি পাঠ বা কীর্তন করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, গ্রন্থখানি যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য মহাপ্রভু কর্তৃক বড়ুর পদ আস্বাদিত হইলে ও বিখ্যাত পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাসের পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয় না। মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীন চণ্ডীদাসের

পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদসমূহের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় না। আবার অনেকগুলি পদ বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন ভজন সম্বন্ধীয় ; আর ভাষাও অর্বাচীন।

বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম হইতে চণ্ডীদাস পদাবলীর একখানি নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদিত পুঁথির সব পদগুলিই পাওয়া যায়। অধিকন্তু আরও ৩৭৭টি নূতন পদ সংযোজিত হইয়াছে। আবার চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি অপরের ভণিতায় পাওয়া যায়। এই পুঁথির সুদীর্ঘ অংশে দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস এবং শুধু চণ্ডীদাসের নামের উল্লেখ রহিয়াছে—কোথাও বড়ু চণ্ডীদাসের নাম নাই। এই কারণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। আর একজন হইলেন চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীকার দীন চণ্ডীদাস। কিন্তু কেবলমাত্র দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই "চণ্ডীদাস সমস্যার" সমাধান হয় না। এ সম্বন্ধে আরও নূতন উপাদান সংগৃহীত না হইলে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বর্তমানে সম্ভবপর নহে।

॥ নাট্য-গীতিকাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবি জয়দেবের অনুসরণে রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক নাট্য-গীতিকাব্য। ইহা ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত, যথা :—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, ও রাধাবিরহ [খণ্ড]।

জন্মখণ্ডে পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাম্বুলখণ্ডে কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া কামার্ত কৃষ্ণ বড়াইকে দিয়া রাধার নিকট তাম্বূলাদি উপহার প্রেরণ করেন। দানখণ্ডে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার নিমিত্ত দানীর ভূমিকা গ্রহণ এবং রাধাকৃষ্ণের মিলনজনিত সম্ভোগের চিত্র আছে। নৌকাখণ্ডে কাণ্ডারীবেশী কৃষ্ণকর্তৃক ব্রজগোপীগণকে যমুনা পারাপার এবং রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহারের বর্ণনা আছে। ভারখণ্ডে রাধার প্রীত্যর্থে কৃষ্ণকর্তৃক ভারবহন

এবং ছত্রখণ্ডে রাধার মস্তকের উপর ছত্রধারণের বর্ণনা আছে। বৃন্দাবনখণ্ডে ব্রজগোপীগণসহ কৃষ্ণের বনবিহার ও যমুনাখণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জল-কেলি এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের বৃত্তান্ত রহিয়াছে। হারখণ্ডে হারচুরির ব্যাপারে যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ এবং বাণখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের মদন বাণ নিক্ষেপ, রাধার মোহ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধার পূর্বরাগের সঞ্চার, রাধাকর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ, পরে রাধার বংশী প্রত্যর্পণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার চিত্তে বিরহের সঞ্চার, রাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস এবং পরে কৃষ্ণের মথুরা প্রস্থানের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আধুনিক নাটকের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য না থাকিলেও সংস্কৃত নাটক এবং পরবর্তী যুগের যাত্রা ও পাঁচালীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খানিকটা মিল আছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী বহু প্রাচীনকাল হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

নাটকে কাহিনীর ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করিতে হয়। কাহিনীর মধ্যে একদিকে থাকিবে পাত্র-পাত্রীর কর্ম-চঞ্চলতা, আর অন্যদিকে থাকিবে ঘটনার আকস্মিক উত্থান পতন। নাটককে কয়েকটি অঙ্কে বা দৃশ্যে ভাগ করা হয় এবং নায়ক নায়িকার চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কয়েকটি পার্শ্ব বা অপ্রধান চরিত্রের অবতারণা করিতে হয়। বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়া নাট্যকার কখনও উত্তেজনা, কখনও কৌতূহল, কখনও বা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাট্যকার নিরপেক্ষভাবে পর্দার অন্তরাল হইতেই নাট্যরস পরিবেশন করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঠিক বর্ণনা-মূলক (narrative) কাব্য নহে। এই গ্রন্থখানিতে নাট্যরসের আধিক্য বেশি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জন্মখণ্ডকে প্রস্তাবনা এবং অন্যান্য খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে একটি অঙ্ক বা দৃশ্য হিসাবে গণ্য করা যায়। নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। কাব্যখানিতে তাহা যথেষ্টই রহিয়াছে। বিভিন্নখণ্ডে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ির উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীর ক্ষিপ্রগতিশীলতা ও সার্থক পরিণতি লক্ষণীয়। রাধাচরিত্রের ক্রমপরিণতিতে নাট্যকারের প্রতিভা সুপরিস্ফুট। নারদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত

হইলেও সুচিত্রিত। ঘটনা বিন্যাসও মোটামুটি সুসংবদ্ধ। সংস্কৃত শ্লোকগুলির মাধ্যমে সমস্ত ঘটনার একটা পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের তাম্বূল প্রেরণ, দানীর ভূমিকা গ্রহণ, নৌকা-বিলাস, ভৃঙ্গারের জলে রাধার চৈতন্য সঞ্চার, বংশী চুরি প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে নাটকোচিত আকস্মিকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণচরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখা না গেলেও কৃষ্ণবিমুখা বালিকা রাধা প্রেমের বিভিন্নস্তর অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী রাধায় পরিণত হইয়াছেন। সেইজন্য রাধাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কবি সুনিপুণভাবে তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বাণখণ্ড প্রভৃতি অংশের মধ্যে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রত্যাখ্যান, মান প্রভৃতি ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় বেগ সঞ্চার করিবার জন্য কবি প্রথমে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। কংস নিধনার্থ তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহার মূল প্রকৃতি, স্বয়ং লক্ষ্মী ঃ

“তোহ্মে নারী মোর,
নহ আইহনের রাণী।”

কিন্তু রাধা কৃষ্ণের দেবত্বে সন্দিহান। পরকীয়া প্রেমে তাঁহার বিশ্বাস নাই। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বহির্দ্বন্দ্বের। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করিয়াছেন ঃ

“বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাতে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান।”

সম্মোহন বাণে আহত হওয়ার পর রাধার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্বের। তখন তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণাভিমুখী ঃ

“আন্তর পোড়এ এবে, বিরহে আনলে।”

রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যেও নাট্যধর্ম অনুসৃত হইয়াছে। যেমন, দানখণ্ডে ঃ

রাধা— “ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী।”

কৃষ্ণ— “তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্ন সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী।”

সুতরাং নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটকীয় উৎকর্ষে সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। বাণখণ্ড পর্যন্ত নাটকীয় ধর্মের

প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা দেওয়া যায় না; কারণ চরিত্র মাত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি। বড়ায়ি দূতীর কাজ করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর নির্বাচনেও নূতনত্ব কিছু নাই। ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল বিন্যাস এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের দরুণ ইহা সার্থক নাট্যগুণ সমন্বিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সংলাপের পুনরুক্তি ও লেখকের স্বগত উক্তি নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সময়, স্থান ও ঘটনার ঐক্যও যথাযথভাবে রক্ষিত হয় নাই। পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যকার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই নীতি অনুসৃত হইলেও, বড়ু চণ্ডীদাস সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজস্ব উক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

"দৈব নিবন্ধন খণ্ডন বা জাএ
বাঁশি হারায়িল ভোলে।"

অথবা

"আগর চন্দন আঙ্গে মাথী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে
চলি গেলি রাধিকা হরিষে।"

অথবা "আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর॥"

এইখানে নাটকীয় ধর্ম খানিকটা লঙ্ঘিত হইয়াছে। যমুনাখণ্ড পর্যন্তই নাটকোচিত ঘটনার গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধার অন্তরের তীব্র বেদনাই পরিস্ফুট। বিশেষতঃ বিরহখণ্ড একমাত্র রাধার আর্তি ও হাহাকারেই পরিপূর্ণ; এখানে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কোন ভূমিকা নাই।

সুতরাং নাটকের উপাদান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্থানে স্থানে গীতি-কবিতার সুর অনুরণিত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর মত বংশী ও বিরহখণ্ডের অনেকগুলি পদই গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া গ্রন্থটি রচিত হইলেও কবির ব্যক্তিমনের উচ্ছ্বাস অনেক স্থলেই কাব্যটিকে "লিরিক-ধর্মী" করিয়াছে। রাধার করুণ মর্মস্পর্শী হাহাকারের মধ্যে কবি বড়ু চণ্ডীদাসের মনোভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

"যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥"

অথবা,

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥"

অথবা,

"দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥"

কিন্তু কবির নিজস্ব অনুভূতি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও ইহাকে খাঁটি গীতিকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেন না, কবির ব্যক্তিমানস রাধাকৃষ্ণের সত্তার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কাব্যের শেষাংশের গীতধর্মী সুরটি সর্বাংশে আত্মভাবগত নয়। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃতি বা বর্ণনা রহিয়াছে। গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে উহাতে যেমন নাটকের উপাদান পাওয়া যায়, তেমনি ভাবগত দিক হইতে বিচার করিলে উহার মধ্যে গীতিকাব্যের লক্ষণও মিলে। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ নাট্যধর্মিতা ও গীতিধর্মিতার মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। তবে কাব্যের প্রথমাংশে ঝুমুর জাতীয় লোক সঙ্গীতের প্রভাব রহিয়াছে। কাব্যখানির বাঁধুনি অনেকটা জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত। জয়দেবের গীতগোবিন্দে নাটকের কিছু লক্ষণ থাকিলেও গীতেরই প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উভয়বিধ গুণই বিদ্যমান। তবে গীতিকাব্যের লক্ষণ অপেক্ষা নাটকের উপাদানই বেশী। শঙ্করদেবের নাটযাত্রার সঙ্গেও এই গ্রন্থের খানিকটা মিল আছে। কাব্যটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় প্রাধান্য দেখা যায়; আর গীতকাব্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে বংশীখণ্ড হইতে। অবশ্য গীতি-কবিতার অনুরণন কাব্যের গোড়ার দিকেও শোনা যায়। যেমন, দান-খণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখি—

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভএ চম্পক মালা।
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুরা।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুরা॥

গীতিরসের এই ধারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি এই তিনটি প্রধান চরিত্র। তন্মধ্যে একমাত্র আকর্ষণীয় চরিত্র হইল রাধার। অন্য চরিত্রগুলি রাধা চরিত্রকে যথাযথ রূপ দিবার জন্য অঙ্কিত। রাধা চরিত্রের পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব কৃতিত্ব। কাব্যের গঠন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও রচনাশৈলীতে নানাপ্রকার দৈন্য থাকিলেও এই চরিত্র চিত্রনে কবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেজন্য রাধা চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা রক্তমাংসে গঠিতা সাধারণ নারী। তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি নহেন। তাহার মধ্যে মানবীয় গুণের বিকাশ হইয়াছে। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আখ্যানবস্তুর বিবর্তন হইয়াছে।

রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। তাঁহার মাতার নাম পদুমা। কবি প্রথমেই জন্মখণ্ডে তাহার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

"তীন ভুবন জন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী।
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভূত কনক পুতুলী ॥"

এই সর্বসুলক্ষণযুক্তা নারী নপুংসক আইনের পত্নী। বৃদ্ধা বড়ায়ি ছিল রাধার একমাত্র সহচরী। "এগার বৎসরের বালী"কে কবি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তাহার অসাধারণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাম্বূলখণ্ডে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ বড়ায়ির নিকট রাধার অপূর্ব রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছেন ঃ

"তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥"

প্রেম নিবেদনচ্ছলে তিনি বড়ায়িকে দিয়া রাধার নিকট ফুল ও কর্পূরবাসিত তাম্বূল পাঠাইলেন। কিন্তু রাধা ঘৃণাভরে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন ঃ

"যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাত্র ॥"

কৃষ্ণের কামুতাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করিয়াছেন। তিনি যে হিন্দুঘরের মেয়ে। সামাজিক বন্ধন ও চিরাচরিত সংস্কার বিসর্জন দিবেন কেমন করিয়া ঃ

"নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন
তার পতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥"

ক্রুদ্ধ সর্পের মত কখনও গর্জন করিয়া উঠেন—"কোপে গরজিলী রাধা যেন কাল সাপ।" অন্যত্র, "আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥"

রাধার এই আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। স্বামীর প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ঃ

"ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥"

"ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে [হ এ] স্থিতী ॥"

নিজের বংশ মর্যাদা সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত দম্ভ ছিল—

"বড়ার বহুয়ারী আহ্মে বড়ুয়ার ঝি।"

দানখণ্ডে প্রথমেই দেখি বড়ায়ি কৃষ্ণের দৌত্য করিতে গিয়া রাধাকর্তৃক প্রহৃত হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষের দিকে রাধার অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মধ্যে মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। মিলনের পরে তাহার মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নৌকাখণ্ডে দ্বিতীয় বারের আত্মসমর্পণের মধ্যেও রাধার চিত্তের কোন সংযোগ ছিল না। পূর্বের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব এই খণ্ডে খানিকটা প্রশমিত। রাধা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের ইঙ্গিত এখানেই মিলে। জলমগ্ন হইয়া রাধার মৃত্যু ঘটিবার উপক্রম হইলে কৃষ্ণ তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। তবে

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নৌকাখণ্ড হইতেই কৃষ্ণের প্রতি তাহার আসঙ্গ লিপ্সা ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। তাম্বূলখণ্ডে রাধার সেই তীব্র ব্যক্তিত্ব বা তেজস্বিতা অনেকটা স্তিমিত। নৌকাখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি যে আনুগত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সতর্ক পদক্ষেপে ক্রমে ক্রমে পূর্বরাগ ও অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়াছে। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত ভারখণ্ডেও লক্ষণীয়।

ছত্র ও বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিতে কৃষ্ণ রাধার জন্য ভারবহন ও ছত্রধারণ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে রাধার প্রতিকূল মনোভাব ও সঙ্কোচ দূরীভূত হইয়াছে। রাধার এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করিতে কবি যেভাবে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন এবং বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার নধ্য দিয়া "এগার বৎসরের বালী"কে প্রেমপরিপূর্ণা কৃষ্ণগতপ্রাণা নারীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। বৃন্দাবনখণ্ডেই সর্বপ্রথম রাধার সক্রিয় মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য গোপীগণের নিকট হইতে পৃথক হইয়া নানাপ্রকার ফল-ফুলশোভিত সৌন্দর্য-নিকেতন বৃন্দাবনে রাধার কৃষ্ণসঙ্গলাভের আকাজ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালীয়দমন খণ্ডে রাধার কৃষ্ণের প্রতি উৎকণ্ঠা স্বতঃস্ফূর্ত। যে রাধা পূর্বে কৃষ্ণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, সেই রাধাই এখন কৃষ্ণের জন্য উদ্বিগ্না। এখানেই দেখি কৃষ্ণের জন্য রাধার কাতরোক্তি ঃ

"ধিকছুক কাহ্নাঞি সে কালী নাগে !
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে ॥"

যমুনা ও হারখণ্ডে তাঁহার মনে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করা যায়। হারখণ্ডে রাধা যশোদার নিকট হারচুরির অভিযোগ করিয়াছেন। এই মানসবিপ্লবের মূলে রহিয়াছে হিন্দুঘরের মেয়ের আজন্ম সামাজিক সংস্কার ও ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কুলধর্ম, সমাজ ও ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া এই অবৈধ প্রেমের প্রতি যে স্বীকৃতি তাহা মোহগ্রস্ত চিত্তেরই বিকার মাত্র। অতঃপর বাণখণ্ডে কবি সুকৌশলে কৃষ্ণের হাত দিয়া রাধাকে পুষ্পশরে বিদ্ধ করিলেন। পুষ্পশরে মূর্ছিতা রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইলেন। পরে উভয়ের মিলন হইল।

বংশীখণ্ডেই রাধার পূর্বরাগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে সামাজিক

সংস্কার, অন্যদিকে কৃষ্ণের দুর্নিবার বংশীধ্বনি—এ দুইয়ের সংঘাতে তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। পদাবলীর রাধার মত তিনি বংশীধ্বনি শ্রবণে আত্মহারা, পাগলপারা। বাঁশীর মধুরস্বরে রাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম গাঢ় হইয়াছে। যে রাধা পূর্বে বলিয়াছিলেন "কাল কাহ্নাঞি তোক বড় ডরাওঁ", শেষপর্যন্ত সেই রাধাই কৃষ্ণের সহিত মিলনলোলুপা। বংশীবর তাঁহার চিত্তে বিরহ জাগাইয়া তোলে ঃ

"বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে ॥"

ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের চিত্ত যেভাবে উদ্বেলিত হইয়াছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই ভাবধারাই অনুসৃত হইয়াছে।

বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় চিরযুগের বিরহীর আকুল আর্তনাদ। জাগতিক কোন ব্যাপারেই তাঁহার আর আকর্ষণ নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া রাধা তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। "আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী"। কৃষ্ণবিহনে তাঁহার নিকট সংসার শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ঃ

"কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিশ লাগে মোর শূন।"

অহরহ যে বাঁশী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে সেই বাঁশীই রাধা একদিন চুরি করিলেন। এই চুরির কৌতুক রহস্যের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্বের আভাস দেখা যায়।

বিরহখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী রাধার হৃদয়ভেদী করুণ আর্তনাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রেমানুভূতি অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া সমগ্র বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে এখন তাঁহার চিত্ত ভরপুর। রাধার নিকট এখন পৃথিবী শূন্য, যৌবন ও জীবন অসার ঃ

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার ॥"

কখনও আত্মগ্লানি আবার কখনও পূর্ব দুষ্কৃতির জন্য তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ ঃ

"বিরহ বিকল গোসাঞি তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥"

"পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদন মুরুতী ॥"

অথবা,

"আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ স্থরতী।
তে কারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥"

দুঃখের আতিশয্যে বললেন ঃ

"সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারি
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারি।"

আবার কখনও কাতর কণ্ঠে আবেদন জানান ঃ

"আল হের [বড়ায়ি]
কাহ্নাঞি মোরে আনি আঁ দে।"

তাঁহার মর্মভেদী জালা স্থদীর্ঘ বিরহ অংশের মধ্যে নানা স্থরে ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

"দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর স্থখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী ॥

পদাবলীর রাধার মত সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী হইয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন ঃ

"মাথা মুড়িআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়াইবোঁ নানা দেশে।"

যে কৃষ্ণের জন্য রাধা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণই এখন তাঁহার প্রতি বাম। কৃষ্ণের অদর্শনে পদাবলী রাধার মতই তিনি বড় আক্ষেপে বলিতেছেন ঃ

"যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥"

কৃষ্ণবিরহে তাঁহার ব্যাকুল আর্তি প্রতি ছত্রে ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥"

বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর সমাগমে এদটা মহাশূন্যতা রাধার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে :

"চারিদিকে তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্ব ডালে বসি কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥"

অন্যত্র,

"বাঁশী বাজায়িল যবে কাহ্ন।
কোকিল কৈল পালি গানে।
আগুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে ॥"

বর্ষা ঋতু রাধার চিত্তকে বিহ্বলা করিয়াছে :

"কেমনে বঞ্চিবো রে বরিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাশ ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে!
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥"

"ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফাটি জায়িবে বুক ॥

এই সকল পদে সর্বদেশের প্রেমিক প্রেমিকার বাহির ও অন্তর্জগতের সৌন্দর্য অপরূপ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিরহখণ্ডের শেষঅংশে রাধা-কৃষ্ণের ক্ষণস্থায়ী মিলনান্তে আবার বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদ-জনিত মর্মান্তিক হাহাকারের মধ্যেই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

একদিন যে বালিকা রাধা নীতিবহির্ভূত অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই রাধাই আবার কৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের অনুপম কবি-প্রতিভা

রাধা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যে মানব ধর্মেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পুরাণের পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইলেও ইহাতে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাব ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাস তেমন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন তাই। জন্মখণ্ডে আছে কংসাসুরের অত্যাচার হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাস।"

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মীরূপিণী রাধা পৃথিবীতে জন্ম নিলেন।

"কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে
আল রাধা পৃথিবীতে কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥"

জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে কবির বর্ণনা—

"নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলি ॥"

কৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ। তিনি বিমূঢ়া গোপবালা রাধাকে বারংবার তাঁহার ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনিই দেবাদিদেব, তিনিই সৃষ্টির আদিকারণ, রাধার মনে এই সমস্ত ভাব জাগাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে কৃষ্ণ সচেষ্ট হইয়াছেন—

"আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥"

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ॥"

তাম্বূলখণ্ডে বড়ায়ির মুখে রাধার অসামান্য সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া কৃষ্ণের রূপজ কামনা উদ্রিক্ত হয়—

"তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহো নিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥"

গোড়া হইতেই কবি কৃষ্ণকে কামুক লম্পটরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রাধার দেহ সম্ভোগই তাঁহার একমাত্র কামনা। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি বড়ায়ির দ্বারস্থ হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কৃষ্ণ নানাপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

দানখণ্ডে দেখি, কৃষ্ণ দানী সাজিয়া অন্যায়ভাবে রাধাকে উৎপীড়ন করিতেছেন। নৌকাখণ্ডে রাধার মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া তিনি তাঁহার উদগ্র ইন্দ্রিয়-লিপ্সার চরিতার্থ করেন।

ভারখণ্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার দধি দুগ্ধের ভার গ্রহণ ও ছত্রখণ্ডে রাধার মস্তকে ছত্রধারণের মূলে ও কোন নৈতিক আদর্শ ছিল না। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধার সঙ্গে মিলনের মধ্যে ও কোন আন্তরিকতা ছিল না।

রাধা যশোদার নিকট তাহার হার অপহরণের ব্যাপারে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করিলে কৃষ্ণ প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য রাধার বক্ষে নির্দয়ভাবে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করেন। ইহা অতীব নৃশংসতার পরিচায়ক। অবশ্য রাধা মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে তাঁহার অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। তাঁহার খেদোক্তির মধ্যে লক্ষ্য করি—

"কাহ্নেরেঁ তিরীবধ দিআঁ রাধা ল।
কোন পুরী জাইবেঁ পালাইআঁ ॥"

কিন্তু ইহা ও অনুরাগাধিক্যবশতঃ নহে। বাঁশীর শোকে "মুহ্যমান" কৃষ্ণের শিশুর মত ক্রন্দন একান্তই বিসদৃশ ঠেকে—

"চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ।"

রাধা বাঁশী লুকাইলে কৃষ্ণের কটূক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়—

"নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহি তোরে ॥"

রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণের ভূমিকা একেবারেই নাই। এখানে তিনি নিস্পৃহ ও নির্মম। রাধাকে তাহার পূর্বের আচরণের কথা স্মরণ করাইয়া বলেন—

"যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিল।
স্থন মুগধী পামরী ॥
তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ।
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে ॥"

প্রত্যুত্তরে রাধা বলেন—

"আছিলোঁ মো শিশুমতী না জানিলোঁ রঙ্গরতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনুশেষ।
অহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবে কৃষ্ণ করহ আদেশ ॥"

যে রাধা কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ মাতুলানীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমজনিত সম্পর্কের পরিনামের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই রাধাই এখন কৃষ্ণসঙ্গ কামনায় ব্যাকুল। কিন্তু কৃষ্ণ পূর্বের অপমান বিস্মৃত হইতে না পারিয়া বিদ্রূপের সহিত রাধাকে বলিতেছেন ঃ

"এবেসি জানিল ভৈল কলি অবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।"

বড়ায়ির নিকট রাধার মর্মস্পর্শী হৃদয়-বেদনার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহার সঙ্গে মিলিত হন শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। এই মিলনের মধ্যে কোন মানবিক প্রেম বা উচ্চাদর্শ ছিল না। বিরহক্লিষ্টা রাধার প্রতি কৃষ্ণের হৃদয়হীন উক্তি লক্ষণীয়—

"পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন ॥"

রাধার যৌবনের উন্মেষ ঘটিলে কৃষ্ণ নির্মমভাবে তাহার অনুরোধ উপরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া মথুরায় পলায়ন করিয়াছেন। এখানেই কৃষ্ণচরিত্রের দুর্বলতা।

দাম্ভিকতা, স্বীয় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সদর্প ঘোষণা, রাধার প্রতি অসামাজিক আচরণ, সহানুভূতিহীন নির্মমতা, এইগুলি হইতেছে কৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বড়ু চণ্ডীদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, চরিত্র চিত্রণ, অলঙ্কারবিন্যাস ও বর্ণনাকৌশলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন অনন্যসাধারণ কাব্য হইলে ও কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কনে একটা অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। ফলে তাহার কাব্যের শিল্পমূল্য খানিকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বড়ায়ি—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র হইতেছে বড়ায়ির।

এই চরিত্র সৃষ্টিতে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত পদাবলীতে রাধার যে সমস্ত সখীর উল্লেখ রহিয়াছে, বড়ায়ি তাহাদের সমপর্যায়ভুক্তা নহে। রাধার তত্ত্বাবধানের জন্য আয়ানের মাতা পতুমার নিকট হইতে বৃদ্ধা বড়াইকে আনিয়াছে। বার্ধক্যের ছাপ তাহার চেহারার মধ্যে সুস্পষ্ট। তাহার পাকা চুল দেখিতে শ্বেত চামরের মত। কপাল দুই পাশে বসিয়া গিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন দুইটি চুনের রেখা, আঁখি কোটরাগত। দাঁতগুলি দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়। ঠোঁট দুইটি বেশি পরিমাণে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চলিতে গেলে ঘন ঘন কাশি হয়।

"শ্বেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি॥"

"বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

বড়াই রাধার মাতার পিসী। সুতরাং সম্পর্কে রাধার মাতামহীস্থানীয়া। বড়ায়ির চরিত্র কামশাস্ত্রোক্ত দূতীর আদর্শে অঙ্কিত হইলেও তাহার প্রখর বুদ্ধি ও চাতুর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে। রাধা ও অন্যান্য গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে বড়াই দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে প্রত্যহ মথুরায় যাইত। দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলে ও স্নেহবশতঃ সে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইতে তৎপর হইয়াছে। তাম্বূলখণ্ড হইতে বাণখণ্ড পর্যন্ত বড়াই কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাধাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বড়ায়ি যখন বলে—

"যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥"

প্রত্যুত্তরে রাধা বলেন—

"নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা।"

রাধার সঙ্গ লাভার্থে কৃষ্ণ বড়াইকে দিয়া তাহার নিকট ফুল-তাম্বুল পাঠাইলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত কৃষ্ণের সেই হীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তৎকর্তৃক প্রেরিত উপহার রাধা পদদলিত করিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিবার জন্য বড়াই কৃষ্ণকে প্ররোচিত করিয়াছে। বাণখণ্ডে বড়ায়ির পরামর্শেই কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পবাণে আঘাত করিয়াছেন :

"স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥"

অবশ্য বড়াই পরে এই নিষ্ঠুর কার্যের জন্য কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছে।

"শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল ॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥

এখান হইতেই বড়ায়ির চরিত্রের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। বংশীখণ্ডের রাধাবিরহ অংশে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বড়ায়ির শরণাপন্ন হইয়াছেন। বিরহ-বিধুরা রাধার মানসিক বিবর্তন বড়ায়ির চিত্তে রেখাপাত করে। তাহার পরামর্শেই রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করেন। বাঁশী অপহৃত হওয়ায় কৃষ্ণ ক্রন্দন শুরু করিলে বড়াই রাধাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছে :

"বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী ॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্ন।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে ॥"

রাধার প্রতি অনাসক্ত কৃষ্ণকে বড়াই মৃদু তিরস্কার করিয়া বলে :

"ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুনি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥"

অবশ্য মধ্যে মধ্যে বড়াই নাতিনী রাধাকে মৃদু ভৎর্সনাও করিয়াছে :

"নিলজী নিকুপে থাক কথা গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।"

বার্ধক্যের ভারে জর্জরিতা বড়াই বলে :

"শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।"

বড়ায়ির আচরণে ও সময় সময় রাধার মনে সন্দেহ হয় :

"বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥"

কৃষ্ণ ও রাধার অবৈধ মিলনের জন্য মাতামহস্থানীয়া বৃদ্ধা বড়ায়ির দৌত্যকার্য্য সামাজিক পট-ভূমিকায় স্বীকৃত না হইলেও ইহা বলিতেই হইবে যে বড়ু এই চরিত্র চিত্রণে প্রশংসনীয় চাতুর্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যেটুকু নাট্যরস জমিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বড়ায়ির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বড়ায়ির সহযোগিতা না থাকিলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না।

নারদ—নারদের চরিত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও সুচিত্রিত। জন্মখণ্ডে ও রাধাবিরহ অংশে মাত্র দুইবার নারদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জন্মখণ্ডে নারদকে যে ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা ঠিক পুরাণের আদর্শ অনুযায়ী নহে। তাহার চেহারার বর্ণনার মধ্যে হাস্যরসের উপাদান লক্ষণীয়। বামনের মত খর্বদেহ বিশিষ্ট নারদের মাথার চুল ও দাড়ি পাকা। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ মর্কটের মত। বিকৃত মুখবিশিষ্ট নারদ উন্মত্ত হইয়া ভেকের মত নৃত্য করেন। কখনো বা বিনা কারণে হাসেন, কখনো খোড়ার অভিনয় করেন, কখনো বা কানার মত আচরণ করিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী দেখান। এই দৃশ্য দেখিয়া লোকে কৌতুক বোধ করে। লাফ দিয়া কখনো আকাশ স্পর্শ করিতে যান, মাটিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়েন, আবার কখনো প্রলাপ বকেন। অকারণে ঘন ঘন মাথা নাড়েন। জিভ বাহির করিয়া বোকা ছাগলের মত শব্দ করেন।

"পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥

খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গ ভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥
লাম্প দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ”
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥”

দেবতাগণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়া নারদ কংশের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাহার নিধনের কারণ হইবে।

“যে হৈবেক দৈবকীর গৰ্ত্ত অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥”

রাধাবিরহ অধ্যায়ে বড়ায়ি ও রাধা বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে না পাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল ঃ

“দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে ॥”

সেই অবস্থায় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহারা কৃষ্ণ কোথায় আছেন জানিতে চাহিলে নারদ ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং বলিলেন যে মাঝ-বৃন্দাবনে কদমতলায় কৃষ্ণ বসিয়া আছেন। নারদের ভূমিকা এই পর্যন্ত।

এই অংশে বড়ু চণ্ডীদাস অতি কৌশলে নারদের আগমন ঘটাইয়া কাহিনীর সংযোগ রক্ষা করিরাছেন।

অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র—আইহন, বলভদ্র, নন্দ, যশোদা ও আইহনের মাতা। ঘটনার আবর্তে এই চরিত্র কয়টির আগমন ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে আইহনের নাম গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার নিজস্ব কোন ভূমিকা নাই।

কালিয় দমন খণ্ডে কৃষ্ণ কালিয় নাগের বিষে জর্জরিত হইয়া চেতনা হারাইলে বলভদ্র কৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপ ও জন্মগ্রহণের রহস্য সম্বন্ধে বিবৃত করেন ঃ

"তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বনগিরী।
স্বগ্‌গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল॥"

এই খণ্ডে চকিতের মত নন্দ-যশোদাকেও দেখা যায়।

"দেখিল কালীদহে পসিলা নারায়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন॥"

হারখণ্ডে রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের হার চুরির কথা বলেন।

ভারখণ্ডে রাধার শ্বাশুড়ীর নাম উল্লেখ আছে মাত্র। কাহিনীর সঙ্গে চরিত্র কয়টির এই মাত্র সংযোগ।

॥ সমাজ-জীবন ॥

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণের ধর্মাশ্রয়ী রচনায় তৎকালীন সমাজ-জীবনের খানিকটা আভাস মিলে। চর্যাগীতিকায় ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজ চিত্র অনেকটা স্পষ্ট। চর্যাগীতিগুলিতে সাধারণ বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত নাট্য-গীতি কাব্য। এইগ্রন্থে একদিকে যেমন বিবিধ পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব আছে, আবার অন্যদিকে কবির নিজস্ব অনুভূতিও রহিয়াছে। বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে লোক-জীবনে কৃষ্ণলীলার যে অপৌরাণিক আদর্শ প্রচলিত ছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ও তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মূলতঃ লীলাকাব্য হইলেও গ্রন্থখানিতে সমকালীন জীবন-ধারা ও পল্লীজীবনের ছবি একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তৎকালীন সমাজের শিথিল যৌন জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলা এবং মাতুলানী-ভাগিনেয়ের অসামাজিক সম্পর্ক নিন্দনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

রাধার শৈশবকালেই বিবাহ হইয়াছিল, জন্মখণ্ডে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য বাল্যবিবাহের প্রথা বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত

ছিল। প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বালিকার বিবাহের কি বিষময় ফল হইতে পারে তাহার খানিকটা আভাস রাধার উক্তির মধ্যে মিলে। দানখণ্ডে কৃষ্ণ যখন রাধার নিকট তাহার দম্ভ ও শক্তির কথা প্রকাশ করিলেন তখন রাধার ব্যঙ্গোক্তি লক্ষণীয়—

"বুঝিল কাহাঞি তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥

কাব্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতির উল্লেখ রহিয়াছে। সেই যুগেও তেলী কাঁধে করণ্ডক নিয়া তৈল বিক্রয় করিত—

"কান্ধে করুআ লআঁ তেলী আগে জাএ ॥"

গোপবংশের মেয়েরা দধি দুধের পশরা লইয়া হাটে যাইত। খেয়াঘাটে নদী পারাপারের জন্য "কড়ির" প্রয়োজন লইত। নানাপ্রকার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। গলায় গজমতী হার, কর্ণে কুণ্ডল, হাতে আংটি, পায়ে ঘুঙুর, বাহুতে চুড়ী, কঙ্কন প্রভৃতি মূল্যবান অলঙ্কার শোভা পাইত। কানড়ী খোঁপার প্রচলন ছিল। কোন মাঙ্গলিক কার্যে সুবাসিত তাম্বুল পাঠাইবার রীতি ছিল।

"ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।
তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে।
আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥
কর্পূর বাসিত তাম্বুলে ॥"

আজকালকার মত সে যুগে ও দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র বিচার করা হইত। তাম্বুলখণ্ডে পাই—

"শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল
অতিশয় উল্লসিত মণে ॥ ল বড়ায়ি
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল
বড়ায়ি শ্রীরাম চরণে ॥"

রাধা বিরহ অংশে আছে—

"শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল ॥"

"তিরী বধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো ॥
মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞি বারাণসি যা।
আঘোরে পার্পে তোর বেআপিল গা ॥"

ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগ-সাধনের রীতিও প্রচলিত ছিল। রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণের উক্তিতে লক্ষ্য করা যায়—

"ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্মল কাএ
তোক দেখি আরবার মন না জাএ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥"

পিতামাতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সে যুগে ও প্রবল ছিল—

"মাতা বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ।"

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য জীবনে যে ধারা প্রচলিত ছিল এখনও প্রায় তাহাই বলবৎ আছে। শুধু যান্ত্রিক-সভ্যতার আলোকে অল্পস্বল্প পাল্‌টাইয়াছে মাত্র।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপমা ও রূপক ॥

বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতির মত তিনি উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকাংশ উপমা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতিতে গঠিত হইলেও কিছু সংখ্যক উপমা লৌকিক জীবন হইতে গৃহীত হইয়াছে। উপমা ও শব্দ-বিন্যাস চাতুর্যে নায়ক নায়িকার চিত্র যেন উজ্জ্বল ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

হরিণের চঞ্চল দৃষ্টি রাধার কটাক্ষের নিকট নিষ্প্রভ। বান্ধুলী-পুষ্পের মত তাহার অঙ্গের লাবণ্য, গণ্ডস্থল মহুয়া পুষ্পের মত রক্তিমাভাবিশিষ্ট। দশন পংক্তির ঔজ্জ্বল্য মাণিক্যকেও হার মানায়। দেহের কান্তি স্বর্ণের মত উজ্জ্বল—

"কুরঙ্গ নয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে।
আধর বান্ধুলী গণ্ড মাধুক সমানে ॥

মাণিক জিনিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনআ নিকষ তোর দেহের কাঁতী॥"

রাধার চরণ-যুগলের সৌন্দর্য স্থলপদ্ম ও রক্তপদ্মের আভাকেও পরাভূত করিয়াছে। চলার ভঙ্গী রাজহংস অপেক্ষাও সুন্দর—

"রাতা উৎপল তোর দুই চরণে।
রাজহংস জিনী তোর গমনে॥"

অথবা, "থল কমল জিনী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিনী তোহ্মার গমনে॥

রাধার চক্ষুদ্বয় নীলপদ্মের মত শোভাবিশিষ্ট। তাহার বদন-কমল শারদচন্দ্রের মত উজ্জ্বল—

"নয়ন তোর নীল উৎপলে।

অথবা, "শরত উদিত চান্দ বদন কমল
খঞ্জন জিনিয়া তোর নয়ন যুগল।"

নীল মেঘপুঞ্জের মত রাধার কুন্তল। চম্পক পুষ্পদ্বারা শোভিত কুন্তলদাম দেখিয়া মনে হয় যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের খেলা—

"নীল জলদসম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুণ শশধরে॥"

অথত্র,

"নীল জলদসম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলী শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥"

উপমার সার্থক প্রয়োগে নিম্নে উদ্ধৃত পদটিও অতি সুন্দর। এখানে কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় মিলিবে। রাধার কেশপাশে সুরঙ্গ সিন্দূর শোভা পাইতেছে। দেখিয়া মনে হয় যেন কৃষ্ণ-মেঘের আড়ালে নবসূর্য উদিত হইয়াছে। স্বর্ণপদ্মের মত তাহার বদনমণ্ডলের দ্যুতি। অদ্ভুত শ্রীমণ্ডিত মুখাবয়ব দেখিয়া চন্দ্র লজ্জায় বহুদূরে প্রস্থান করিল—

"কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূর ;
সজল জলদে যেন উইল নব সূর॥

কনক কমল রুচি বিমলবদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥"

সুন্দরী রাধার কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খ লজ্জিত হইল। তাহার মনোমুগ্ধকর কুচযুগলদর্শনে পক্ক দাড়িম্ব অভিমানে খিন্ন হইল। শ্রীমতীর কটিদেশ ক্ষীণ, গুরুভার বিশিষ্ট বিপুল নিতম্ব। মত্ত রাজহংস অপেক্ষা ও রাধার গতি চটুল ও নয়নাভিরামদায়ক—

"কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে॥

রাধার কর্ণে শোভিত মণি কুণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে যেন পূর্ণচন্দ্রের দুই পাশে সূর্য উদিত হইয়াছে—

"কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপুন্ন চান্দের দুই পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজ মণ্ডলে॥"

রাধার খোপার উপর সজ্জিত চম্পক-মালা যেন শিবের শিরোদেশে শোভিত স্বর্ণ-মেখলা—

"ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হর শিরে শোভে যেহ্ন কনক মেখলা॥"

তাহার অঙ্গেতে গজ-মুকতার হারের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন যেন যেন সুমেরু পর্বত গঙ্গার ধারে শোভা পাইতেছে—

"কনক কুম্ভ আকারে দুই পয়োভারে
তাহাত উপর গজ মুকুতার হার।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে॥"

বৃন্দাবন খণ্ডে নানাবিধ ফুলের সঙ্গে রাধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনা করা হইয়াছে। ফুলের সুষমা যেন রাধার প্রতি অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার কেশগুচ্ছে তমাল পুষ্প, নয়ন যুগলে নীল কুরুবক। নাসিকায় তিলফুল ও গণ্ডদ্বয়ে মহুয়ার

ফুল। রক্তিম অধরে বান্ধুলী এবং কর্ণদ্বয়ে বকফুলের সৌন্দর্য। দশনরাজিতে কুন্দফুল মুকুলিত, বসনে কস্তুরী পুষ্পের সৌরভ।

"তমাল কুসুম চিকুর গণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কন্ন যুগ তোর এ বনফুলে॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
কস্তুরী কুসুম তোর বসনে॥

রাধার দেহে স্বর্ণ চম্পকের সৌন্দর্য। তাহার স্মিত হাস্যে নবমল্লিকা, শেফালিকা ও মল্লিকা পুষ্পের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইতেছে—

"কনক কুসুম কুসুম পান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে॥"

বিরহ-বিধুরা রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী!"

উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগে পদটি সুন্দর :—

"নন্দের নন্দন কাহ্ন আঢ় বাঁশী বাএ।
যেন রএ পাঞ্জরের শুয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি অনেক স্থলেই উপমার আশ্রয় নিয়াছেন—

"চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট।
যেহ্ন চাঁদ ষোল কলা॥"

জলভারাক্রান্ত মেঘের মত শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল রূপ—

"সজল জলদরুচি জিনী দেহ কান্তী।"

নীল-দেহের মধ্যে চন্দনের ফোটা যেন গগণে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত উজ্জ্বলতা বিকীরণ করে—

"দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা।

উদ্ধৃত পদগুলিতে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগে নায়ক-নায়িকার ছবি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলী ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর কিয়ৎ পরিমাণে মিল থাকিলেও ভাব, ভাষা ও রসের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর ব্যবধান রহিয়াছে। এই কাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীর চিরাগত রূপ-কল্পনার ও কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভোগের কবি। তাঁহার রচিত কাব্যের উপস্থাপনারীতি ও গঠনশৈলী স্থূল। কবির উদ্দেশ্য ছিল আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করা। কৃষ্ণের দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কাব্যের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক আদি-রসাত্মিক লৌকিক কাব্য। বাৎসায়নের কামসূত্র ও সংস্কৃত-প্রাকৃতের উদ্ভট শ্লোকাবলী অবলম্বনে ইহা রচিত। জন্মখণ্ড হইতে বিরহখণ্ড পর্যন্ত একটা অখণ্ড কাহিনী ইহাতে বিধৃত হইয়াছে। এই কাহিনীর মধ্যে কখনও কখনও গীতি-কবিতার স্থর প্রতিধ্বনিত হয়। বৈষ্ণব-পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত স্বয়ং সম্পূর্ণ কাব্য নহে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদের সঙ্গে প্রচলিত পদাবলীর সাদৃশ্যও রহিয়াছে। কিন্তু পদাবলীর পদগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ। পদাবলীকারগণ স্বল্পায়তন গীতি-কবিতার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত প্রেমলীলা কোন পুরাণে নাই। এখানে দেখিতে পাই নিম্নস্তরের লৌকিক প্রেমকাহিনী। কাব্যখানিতে ঐশ্বর্য্যভাব ও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য রহিয়াছে। কৃষ্ণকে কামুক ও ইন্দ্রিয়াসক্তরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। স্বীয় বিভূতি ও ঐশ্বর্যের কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে প্রলুব্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের বর্ণনা কাব্যের নানাস্থানে রহিয়াছে :—

"আহ্মে দেব সংসারের উপর।"

"বেদ উদ্ধারিলেঁ৷ ক্রীড়া সাগর জলে
নীলাএ আহ্মে মুরারী ॥
দৈত্য দানিলেঁ৷ আসুর সংহারিলেঁ৷
শঙ্খচক্র গদাধারী ॥"

কিন্তু চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাস-পদাবলীতে মাধুর্য-ভাবই সুপরিস্ফুট।

পদাবলীতে কৃষ্ণ সর্বগুণনিধি প্রেমিক-নায়ক। তিনি আত্মার আত্মীয় বলিয়া তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, নিকুঞ্জবিহারী। তাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ রাধার প্রেমে বিভোর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বৃষভানু নন্দিনী নহেন। তাঁহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে সাগর গোয়ালা ও পদুমা। একমাত্র বড়ায়ি ব্যতীত রাধার আর কোন সখীর নাম পাওয়া যায় না। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। এখানে কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেম দেহাশ্রয়ী ; কিন্তু পদাবলীতে আদিরস অনেকটা সংযত। মধুরভাবই এখানে প্রধান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইন্দ্রিয় লালসার নগ্নরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর পদাবলীতে রহিয়াছে কাম-গন্ধহীন অনাবিল প্রেমের আস্বাদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্-চৈতন্য যুগে রচিত বলিয়া মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের স্বীকৃতি সেখানে নাই। পক্ষান্তরে পদাবলীর চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও প্রেমধর্মের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পদাবলী রচনা করেন। তজ্জন্য রাধাকে ভক্তিভাবের প্রতিমূর্তি করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা আছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। সখীদের মুখে রাধার বয়ঃসন্ধির অসামান্য রূপের কথা শ্রবণে কৃষ্ণের অন্তরে পূর্বরাগ মুকুলিত হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক পরিচয় পূর্বরাগের মধ্য দিয়া হয় নাই। বড়ায়ির মুখে রাধিকার অসামান্য রূপবর্ণনা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের কামনা উদ্দীপিত হইয়াছে :

"তোর মুখে স্থনী   রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে   সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে॥"

কিন্তু কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনার মধ্যে পদাবলীর সেই স্বর্গীয় সুষমা নাই। তাহা দৈহিক কামনা-বাসনার উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবপদালীতে কৃষ্ণের পূর্বরাগের অপরূপ বর্ণনা নানা সুর ও ছন্দে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে।

পদাবলীর রাধা প্রথম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা। কৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই তাহার অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। কৃষ্ণ অনুরাগে তিনি কুল, মান ও সামাজিক অনুশাসন সবই পরিত্যাগ করিয়া শ্যামসিন্ধুর প্রতি ধাবমানা হইয়াছেন। ঘর অপেক্ষা পরই তাঁহার কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তিনি আত্মবিস্মৃতা হন :

"সদাই ধেআনে   চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।"

কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে তাঁহার দেহ-মন অবশ হইয়া যায় :

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া   মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

রাধার প্রেম প্রেমাস্পদের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার অতলস্পর্শী-প্রেম রূপ হইতে রূপাতীতের পথে যাত্রা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেম জৈবিক ক্ষুধারই নামান্তর মাত্র। এখানে নায়ক নায়িকা মিলনের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে; আর পদাবলীতে নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ও ব্যাকুলতা বাজিয়া উঠিয়াছে :

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

এ প্রেম কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। একান্ত নিবেদনেই এই প্রেমের চরম সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কৃষ্ণ ধ্যানরতা স্বর্ণপ্রতিমা নহেন। তিনি সাধারণ মানবী। তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ লক্ষণীয়। স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা :

"ঘরের স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গ স্থন্দর
আছে স্থলক্ষণ দেহা।"

নন্দ-গৃহে যে গো-বৎসের রক্ষক তাহার সহিত রাধার কিসের প্রেম ?

"নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥"

পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করিয়া যাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় সে নারীর জীবনে ধিক্ঃ

"ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পস্থ তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপরে স্থিতী॥"

পদাবলীর রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি"র জন্য তাঁহার আবির্ভাব। দয়িতকে পাওয়ার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন ঃ

"বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে,
যেমতি যোগিনী পারা।"

কৃষ্ণকীর্তনে রাধা যদিও আক্ষেপের সহিত বলেন ঃ

"আলো মরিবোঁ জালী আগুণী।"

কিন্তু তাঁহার মূলে রহিয়াছে দৈহিক ক্ষুধানিবৃত্তির উদগ্র বাসনা। কৃষ্ণকে পাইলে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে ঃ

"কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ
কাহ্ন আলিঙ্গিয়া সকল দেহ জুড়াইব।"

বংশী ও বিরহখণ্ডে কৃষ্ণপ্রেম-বিমুখা রাধার চরিত্রেও ধ্যানধারণার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। অজ্ঞাত যৌবনা রূঢ়ভাষিণী বালিকার প্রেমমুগ্ধ রূপটি আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা উন্মনা হইয়া উঠেন ঃ

"আকুল শরীর মোর বেআকুল মন
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন।"

কিন্তু কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে তেমন স্বরের মূর্ছনা নাই যেমন পদাবলীতে দৃষ্ট হয় ঃ

"শ্যামের বাঁশিটি দুপুরে ডাকাতি
সব বল হরি নিল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার আক্ষেপবাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে ঃ

"এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয় মো করিবোঁ শঙ্খচুর।"

কিন্তু এই আক্ষেপ পদাবলীতে আরও মর্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব ও স্থূলতা দেখা যায়। রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিয়া অস্বীকার করেন ঃ

"চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাথী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী।
যবোঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কাল সাপখাই এ আজিকার রাতী।"

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণের উক্তিও অতি নীচস্তরের ঃ

"নাটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।"

কিন্তু পদাবলীতে এইরূপ অমার্জিত অশ্লীল ভাব দেখা দেখা যায় না। রাধার প্রেম শত দুঃখে ম্লান হয় নাই। তাঁহার মধ্যে একটা আত্মসমর্পণ-মূলক ধ্যানগম্ভীর মূর্তি লক্ষ্য করি ঃ

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোহোরি চরণ খানি।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রেমের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি নাই ; উহা একান্তই বহির্মুখী। এ প্রেম আপন মহিমায় অপার্থিব লোকে পৌছিতে পারে নাই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে সমাপ্তি, বৈষ্ণবপদাবলীর সূচনা হইয়াছে সেখান হইতেই। পদাবলীর রাধার "মহাভাবময়ী" রূপটি বংশী ও বিরহখণ্ডের স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে। এই দুইখণ্ডে রাধার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার ও বিরহ প্রভৃতি ভাবগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। এই হিসাবে অনেকগুলি পদ স্বতন্ত্র গীতি কবিতার মর্যাদা লাভ করিবার অধিকারী। সেজন্য প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন অংশের আকারগত ও ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে রাধা উতলা হইয়া বলিতেছেন ঃ

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

পদাবলীতে এই পদের প্রতিধ্বনি পাই ঃ

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বংশীধ্বনি রাধার অন্তরে বিরহ জাগাইয়া তোলে ঃ

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নু গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে।"

পদাবলীতে অনুরূপ পদ পাওয়া যায় ঃ

"কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও,
বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও"

বিরহখণ্ডের একটি পদের সঙ্গে পদাবলীর একটি পদের অবিকল মিল রহিয়াছে। যেমন ঃ

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিয়া কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে"

পদাবলীতে দেখি ঃ

"প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদমতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।"

বিরহখণ্ডের একটি পদে পদাবলীর রাধার ব্যথাতুর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ঃ

"হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ
কাহ্ন রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥"

পদাবলীতে দেখি :

আমার প্রিয়া যে আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া ”

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যখন গরল ভক্ষণ করিতে চান, তখন সঙ্গে সঙ্গে পদাবলীর রাধার কথাও মানস-পথে উদিত হয়। যেমন :

"নিজ হাতে তুলিয়া মো খাইবো গরলে।"

পদাবলীতে রহিয়াছে :

"নিচয় জানিও মুঞি ভখিব গরলে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই :

"সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞি'র সঙ্গে আছে।"

এই পদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পদে :

"লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোক
কানু সনে রাধা আছে।"

" মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে"

এই পদের সঙ্গে পদাবলীর নিম্নলিখিত পদের মিল আছে :

"আমি যোগিনী হৈয়া যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই :

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ তুখ চান্দে।"

পদাবলীতে আছে :

"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।"

আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে :

"দাসী হঞা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা"

ইহার সঙ্গে পদাবলীর নিম্নলিখিত পদের সাদৃশ্য আছে :

"সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।"

এতদ্ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চণ্ডীদাস পদাবলীর কিছু আঙ্গিকগত মিলও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী দুই-ই গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রত্যেক পদের শীর্ষে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। পদাবলীতে যদিও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই, তথাপি এইগুলি গেয় কবিতা। পদাবলীতে যেমন পদশেষে ভণিতা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রত্যেক পদের শেষে "গাইল চণ্ডীদাস", "গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে" প্রভৃতি ভণিতা আছে।

বাঙ্গালীর চিত্ত গীতি-প্রবণ। গীতি-কবিতার বাঙ্ময় রূপটি প্রথমে বিধৃত হয় চর্যাপদে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানে। পদাবলীতে গীতি-কবিতার সুরটি আরও সুন্দরভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক গীতি-কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। সাধারণ গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতির সূক্ষ্মরূপটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পদাবলীতে ভক্তিরসেরই পরিক্রমা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীতে গীতি-ধর্মের স্বচ্ছন্দময়তা চোখে পড়ে। যেমন,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই :

"শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।"

পদাবলীতে আছে :

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে :

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥"

পদাবলীতে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে রাধার অঙ্গ অবশ হইয়া যায় :

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বর্ণনারীতিতে ও কল্পনাভঙ্গীতে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, যাহা পদাবলীতে নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাসের পাণ্ডিত্য

ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গীতগোবিন্দ, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অসীম প্রভাব রহিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী এখানে অলঙ্কারাদি গৃহীত হইয়াছে। উপমার প্রয়োগ বাহুল্যেও উহা ভারাক্রান্ত।

পদাবলীতে চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। রূপক ও উপমার বাহুল্যে পদাবলীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত উপমাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থূল; কিন্তু পদাবলীতে উপমার প্রয়োগে যে নৈপুণ্য ও অনন্য ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার একান্তই অভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ পাওয়া যায়; তবে পয়ারই হইল প্রধান ছন্দ। কিন্তু তখন স্বরধ্বনির উচ্চারণ সর্বক্ষেত্রে একমাত্রাবিশিষ্ট ছিল না বলিয়া সময় সময় প্রতিছত্রে চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। আবার কখনও চৌদ্দ অক্ষরের বেশীও চোখে পড়ে। যেমন ঃ

> "শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে
> সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।"

অনেক সময় অন্ত্যঅক্ষরে মিল পাওয়া যায় না; এইদিক হইতে পদাবলীর তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ দুর্বল। পদাবলীতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরধ্বনির উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। পদান্তস্থিত অ-কারধ্বনি উচ্চারিত হইত না। শ্বাসাঘাতের দরুণ স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ কিংবা লুপ্ত হওয়ার ফলে পয়ার ছত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের বেশী গ্রহণ করার কোন বাধা ছিল না। অবহট্‌ঠ হইতে আগত ব্রজবুলির শব্দ, বাগ্‌ধারা ও ছন্দ বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর ভাষাগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে আদি-মধ্যযুগের (১৩৫০-১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বাংলার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। আর পদাবলীতে অন্ত্য-মধ্যযুগের (১৪৫০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার (চর্যাগীতির) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত হইলেও পদাবলীতে সেইগুলি পাওয়া যায় না। তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

বেশী। চণ্ডীদাসের ভাষায় যে অননুকরণীয় প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ দেখা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) আদিস্বরে শ্বাসাঘাত বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা অ>আ হইয়াছে। যেমন—অতিশয় ; আম্বল ; আনেক ; আসুর ইত্যাদি।

(২) পদান্তস্থিত "অকার" উচ্চারিত হইত।

(৩) নাসিক্য ধ্বনির প্রয়োগ বাহুল্য।

(৪) দ্রব্যবাচকশব্দে বহুত্ববোধক "গণ" শব্দের ব্যবহার। যথা—আভরণগণ ; বাদ্যগণ ইত্যাদি।

(৫) পঞ্চমীর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ। যথা—
জলেতে = জল হইতে ; সেজাত = শয্যা হইতে।

(৬) অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালে অতীতকালের "লি" প্রত্যয়ের ব্যবহার।
যথা—চলিহলি = চলিও ; করিহলি = করিও ইত্যাদি।

(৭) সামান্য অতীতের অর্থে নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োগ। যথা—পূর্ণঘট পাতি বড়ায়ি চাহিত (= চাহিল) মঙ্গলে।

(৮) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার। যথা—উত্তরলী হয়িলী রাহী ; আইলী বড়ায়ি।

(৯) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" বিভক্তির প্রয়োগ। যথা—শোভের = শোভে ; বাজের = বাজে।

(১০) কর্ম-ভাববাচ্যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার। যথা—
"মেদিনী বিদার দেউ পশিআঁ লুকাওঁ।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে দৃষ্ট হয় না ঃ

"-রা" বিভক্তির সাহায্যে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ আহ্মারা তোহ্মারা পদাবলীতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আহ্মে, আহ্মি, তুহ্মে, তুহ্মি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও পদাবলীতে নাই। এইগুলি প্রাচীনত্বের লক্ষণ।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও পদাবলীতে দেখা যায়।

(১) "-ইল" অন্তক অতীতের এবং "-ইব" অন্তক ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ।

(২) অসমাপিকার সহিত "আছ" ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন।

নিম্নলিখিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি পদাবলীতে লক্ষণীয় ঃ

(১) ই-কার ও উ-কার ধ্বনির অপিনিহিতি। যথা—রাতি>রাইত; কালি>কাইল; আশু>আউশ ইত্যাদি।

(২) দুই স্বরযুক্ত ধ্বনির এক স্বরধ্বনিতে পরিণতি।

(৩) মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতার লোপ। যথা—আহ্মি=আমি; তোহ্মারা=তোমরা; কাহ্ন=কানু; বুঢ়=বুড় ইত্যাদি।

(৪) অন্ত্য অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ।

(৫) -ইআ>এ্যা, -এ; -উআ>-ও। যথা—জালিয়া>জাল্যা, জেলে; সাথুয়া>সেথো ইত্যাদি।

(৬) কর্তার বহুবচনে "রা" বিভক্তি, নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি এবং তির্যক কারকের বহুবচনে "দি" "দিগ" প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে লক্ষণীয়।

(৭) তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার।

(৮) বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার প্রচলন।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব ॥

কবি জয়দেব যদিও সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, তথাপি বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে আদি কবির সম্মান দেওয়া হয়। যমুনাতটে রাধামাধবের কেলি-বিলাসকে কবি সুমধুর ভাবে ও ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। গীত-প্রবণ বাঙ্গালী কবিমানস জয়দেবের "মধুর-কোমল কান্তপদাবলী"র ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা বিভিন্ন পুরাণ ও জয়দেবের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই। জন্মখণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে: কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে"—কংসের অত্যাচারে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে মনে করিয়া দেবতাগণ ব্রহ্মার সঙ্গে ক্ষীরোদসাগর তীরে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে প্রীত হইয়া শ্রীহরি বলিলেন যে বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে "শুক্লকেশরূপে" বলরাম এবং "কৃষ্ণকেশরূপে" শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। ["ধলকাল দুই কেশ দিল নারায়ণে"]

ভাগবতে রহিয়াছে :

"ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দীতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।"

বিষ্ণুপুরাণে পাই ঃ

"এবং সংস্তূয়মানস্ত ভগবান্ পরমেশ্বরঃ
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।"

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশ নিহত হইবে, ইহাই বিধির বিধান। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলদেব ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিত কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শুভ বিজয় লগ্নে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতা বসুদেব সেই রাত্রেই নবজাত শিশুকে অত্যাচারী কংশের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে নন্দরাজ গৃহে রাখিয়া আসেন এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে নিয়া আসেন। দুরাত্মা কংশ এই কন্যাকেই দেবকীর সন্তান ভাবিয়া শিলাপটে নিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্তে আকাশবাণী হইল, নন্দের গৃহে যে শিশু বাড়িতেছে সে-ই কংশকে নিধন করিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া কংশ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করিল এবং গোকুলে পূতনা, কেশি, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি রাক্ষসগণকে পাঠাইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের এই অংশের সহিত ভাগবতাদি পুরাণের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চণ্ডীতে দেবী বলিয়াছেন যে তিনি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবেন। ["নন্দগোপ গৃহে যশোদা গর্ভ সম্ভবা"] ইনিই হইলেন যোগমায়া।

কিন্তু শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত কোন পুরাণ হইতে গৃহীত হয় নাই। রাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগোপাল-তাপনীতে পাওয়া যায় না; কিন্তু পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত হালের "গাহাসত্তসই"-এ (গাথা সপ্তশতী) রাধার নাম পাওয়া যায়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থেও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রহিয়াছে। আবার রাধাতন্ত্রে রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলাপ্রসঙ্গ অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার পিতার নাম রাজা বৃষভানু এবং মাতার নাম কলাবতী। পদ্মপুরাণে রাধার মাতার নাম কীর্তিদা বা কীর্তিকা। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত "ললিত মাধব" নাটকে রাধাকে বিন্ধ্যপর্বতের কন্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার জন্মবৃত্তান্ত অন্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবতাবৃন্দ শ্রীমতী রাধাকে ধরাধামে

অবতীর্ণ হইতে অনুনয় করেন। সেই কারণে রাধা পদুমার উদরে সাগর গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন ঃ

"কাহ্নাঞি'র সম্ভোগ কারণে।
লক্ষীক বুলিল দেবগণে
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার।"

আবার ঃ

"দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিব যেহেন চন্দ্রকলা।"

পদটির সঙ্গে কুমারসম্ভবে ধৃত নিম্নলিখিত পদটি তুলনীয় ঃ

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী। জন্মখণ্ডে নারদের চরিত্র ও পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার নৃত্য-কৌতুক ও হাস্যরসের বর্ণনা পুরাণেও কিছু কিছু মিলে।

বৃন্দাবনখণ্ডে রাসের বর্ণনার সঙ্গে ভাগবতের সাদৃশ্য আছে। তবে ভাগবতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে রাসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় যে সৌন্দর্যনিকেতন বৃন্দাবনে রাসলীলা দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাসলীলার সময় প্রত্যেক গোপীই নিজেকে কৃষ্ণের বেশী প্রিয়তমা মনে করিল ঃ

"সব্ধে জানিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে"

কিন্তু ষোড়শ সহস্র গোপীর সান্নিধ্যলাভ করিয়াও একমাত্র রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণ। তিনি তাঁহার বহুমূর্তি সংহত করিয়া রাধার নিকট চলিয়া গেলেন ঃ

"সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে।"

এই বর্ণনার মধ্যেও ভাগবতের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কালীয়দমনখণ্ডে কালীয়নাগ

বিনাশের ঘটনা অনুরূপভাবে পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তবে পুরাণে বর্ণিত কালীয়দমন বৃত্তান্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত ঘটনার সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগ বধের নিমিত্ত এক বৃক্ষ হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত জল হইতে না উঠায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁর দশাবতার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম রাম, বুদ্ধ ও কল্কীর পরে সংযোজিত করিয়াছেন ঃ

"শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বাঁধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।
কলকীরূপে তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ।"

এখানেও পুরাণের সঙ্গে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বরাহপুরাণে রহিয়াছে ঃ

"মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥"

যমুনাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণের বিষয়েও ভাগবতের সঙ্গে মিল দেখা যায়। তবে ভাগবতে প্রথমে কালীয় নাগ দমন, পরে বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গ আছে। রাসলীলার বর্ণনা পরে পাওয়া যায়।

বিরহখণ্ডে দেখি কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য বড়ায়ি রাধিকাকে চণ্ডীপূজার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন ঃ

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবে তার পাইবেঁ দরশনে।"

ভাগবতেও শারদরাস বর্ণনায় দেখা যায় ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাত্যায়ণী পূজা করিয়াছিলেন। শারদরাসে কাত্যায়ণী ব্রতপরায়ণা কুমারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করাই ব্রজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রজগোপীগণ সকলেই কৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সকলের তৃপ্তি বিধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাম্বুলখণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যায় ঃ

"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥

তিল ফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
কনক যূঁথিকামালা বাহু যুগলে”

ইহার সঙ্গে জয়দেবের নিম্নলিখিত পদ তুলনীয় ঃ

“বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।”
[গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

দানখণ্ডে পাই ঃ

“নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ””

তুলনীয় ঃ

“নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদ রূপম্” [গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

“ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে।”

তুলনীয় ঃ

“ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণ পালিরিতি স্মরেণ।” [গীতগোবিন্দ-তৃতীয় সর্গ]

“ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মণে।”

তুলনীয় ঃ

“সত্যমেবাসি যদি সুদতিময়ি কোপিনী-
দেহি খরনয়নশরঘাতম্
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয়রদখণ্ডনম্।
যেন বা ভবতি সুখ জাতম্।” [গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

নৌকাখণ্ডে পাই ঃ

“মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতী হার।”

তুলনীয় ঃ

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগনয়নে মৃগমদরুচিরূষতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥” [গীতগোবিন্দ-সপ্তম সর্গ]

বৃন্দাবনখণ্ডে পাই ঃ

"এথা আন সঙ্গে আহ্মে দেবী।
অমৃতেঁ সিঞ্চউ তুই আখী।"

তুলনীয় ঃ

"অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।"

[গীতগোবিন্দ-পঞ্চম সর্গ]

"তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।"

তুলনীয় ঃ

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"।

[গীতগোবিন্দ-পঞ্চম সর্গ]

"যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।

তুলনীয় ঃ

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।"

[গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

"তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে।"

তুলনীয় ঃ

"নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্।
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি।
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥"

[গীতগোবিন্দ-দশম সর্গ]

বিরহখণ্ডে যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদে রাধার বিরহজনিত মনোবেদনা বড়ায়ি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলিও গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গের কয়েকটি পদের ভাবানুবাদ ঃ

"তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলতেঁ না পারে।"

তুলনীয় ঃ

"স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥"

[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

"সরস চন্দন পঙ্কে
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।"

তুলনীয় ঃ

"সরসমস্থণমপিমলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিববপুষিসশঙ্কম্॥"

[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ)

"তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।"

তুলনীয় ঃ

"জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া"

[গীতগোবিন্দ-ষষ্ঠ সর্গ]

"কুসুম শর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে।
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে।"

তুলনীয় ঃ

"শ্বসিত-পবন মনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।

নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পম্ ॥” [গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

“নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে।”

তুলনীয় ঃ

“নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরম্।”
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

এই পদে শ্রীরাধার মর্মস্পর্শী ব্যাকুলতার আভাস মিলে।

“করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে।”

তুলনীয় ঃ

“কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্।”
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

“আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।”

তুলনীয় ঃ

“অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবমায় বিশালম্।
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।”
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

“নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্নু মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলেঁ সরূপ ॥”

তুলনীয় ঃ

“বহতি চ বলিত-বিলোচন জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃত ধারম্।

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥"
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

"তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥"

তুলনীয় ঃ

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্॥
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্।"
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যে সমস্ত উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে গ্রাম্য স্থূলতা ও অশ্লীতা থাকা সত্ত্বেও কবির শক্তি ও মৌলিকতাকে আমাদের স্বীকৃতি দিতেই হইবে।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কাব্য। গ্রন্থখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে আদিরসের অশ্রান্ত প্লাবন। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় উদগ্র যৌনতৃষ্ণার লেলিহান জিহ্বা যেন কাব্যের রসটুকু প্রায় নিঃশেষে পান করিয়াছে। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্যই রাধার জন্মগ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কাব্যের কাঠামো রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ চরিত্রহীন কামার্ত যুবক। মাতুলানী সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া তিনি দেহভোগ লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে উৎসুক। রাধা যখন প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

"এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ॥"

প্রত্যুত্তরে কামান্ধ কৃষ্ণ বলেন ঃ

"হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী॥"

কৃষ্ণ স্বীয় ঐশীশক্তি সগর্বে প্রচার করিয়া এবং নানাবিধ কলাকৌশল অবলম্বন করিয়া নায়িকা রাধিকাকে আপনার ইচ্ছায় বশীভূত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পদাবলীর রাধার মত তিনি প্রথম হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা নহেন, তিনি গর্বিতা যুবতী। স্বামী আইহনের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা। কৃষ্ণের অশোভন প্রস্তাবে তিনি বড়ায়িকে অপমানিত করিয়াছেন। প্রাকৃত রমণীর মতই তিনি বলেন :

"কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ।
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর নাহিং খাওঁ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ।
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ।"

কৃষ্ণের দেবত্বের প্রতি তাঁহার বিদ্রূপোক্তিও লক্ষণীয় :

"আছুক তোহোর কথা হেন করিতে
নারে তোর বাপে।"

বংশী চুরির অপবাদ অস্বীকার করিয়া বলেন :

"চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী।"

স্থানে স্থানে কৃষ্ণের উক্তিও পরিচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচায়ক নহে :

"পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী মানবিকরসে সিঞ্চিত। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-কল্পনা উন্নত ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহাদের পারস্পরিক অনুরাগ পূর্বরাগের মধ্য দিয়া সঞ্চার হয় নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক সম্ভোগ জনিত অবস্থা হইতেই রাধার চিত্তে প্রেমোদ্গম হইয়াছে। যে পূর্ণবিকশিত লাবণ্যযুক্ত নারীদেহ পুরুষের কামনায় ইন্ধন যোগায়, কবি সুনিপুণভাবে রাধার সেই রূপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :

"নয়ন যুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈষৎ কটাক্ষে মোহে মুনি মনে।
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।

মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা।"
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোক যুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা।"

রাধা-কৃষ্ণের মিলনের দৃশ্যেও প্রাকৃত লালসার নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে:

"ভুজযুগে ধরী কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক আতি জতনে।"

কিন্তু বাহ্যতঃ স্থূলতা ও অশ্লীতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদে কবির গভীর সৌন্দর্যবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাক্-চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভক্তিমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে রুচি-বহির্ভূত লৌকিক উপাদানেরও সন্ধান মিলে। বড়ু চণ্ডীদাস সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি জয়দেবের মত তিনি উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ দ্বারা কাব্যের আভিজাত্য বর্ধন করিয়াছেন। বংশী ও বিরহখণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, তাহার পূর্বাভাস অন্যান্য খণ্ডগুলিতেও দেখা যায়। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন:

"নীল কুটিল ঘন মৃদুদীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ।
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥"

অথবা, "দেহ নীল মেঘছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা।
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা।"

রাধার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় মিলে:

"নীল জলদ সম কুন্তল ভারা
বেকল বিজুলি শোভে চম্পকমালা।
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা॥"

অথবা,

"কনক নিকস সম তনু কান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা।"

নৌকাখণ্ডের মাঝ যমুনায় তরঙ্গমালার মধ্যে বিহ্বলা রাধার মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

"মাঝ যমুনাতে বহে খর বড় বাএ।
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ॥"

নানা ফল-ফুলে শোভিত বৃন্দাবনের উদ্যানের বর্ণনাও মনোমুগ্ধকর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাম্বুলখণ্ড হইতে বাণখণ্ড পর্যন্ত একটা অমার্জিত রুচি ও গ্রাম্যভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বংশীখণ্ডের সূচনাতেই দেখি কাব্যের স্থূলভাব অনেকটা অপসারিত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই একটা অভাবনীয় পরিবর্তন আসিয়াছে। কৃষ্ণের রাধার দেহের উপরে আর কোন আকর্ষণ নাই।

সুরত বাঞ্ছা চরিতার্থ হইতে না হইতেই তিনি নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের চিত্ত সংহত করতঃ যোগসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। উদ্ভিন্না যৌবনা রাধার ব্যাকুল প্রেম ও আত্মনিবেদন তিনি নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রেমের গাঢ় অনুভূতিতে ও বিরহের অন্তর্দাহে প্রেমাভিনয়ে অনভিজ্ঞা রাধার প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মাদিনী রাধার মনোভাবকে বড়ু চণ্ডীদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া রূপ দিয়াছেন। রাধার কৃষ্ণার্তি বংশীও বিরহখণ্ডের প্রতি ছত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে কয়েকটি পদে রাধার জৈবিক ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষাই রসরূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার আক্ষেপবাণীর মধ্যে যেন কোন অতৃপ্তা প্রাকৃত রমণীর ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিয়াছে :

"নিশি আন্ধিআরি তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাশত পুরুষ নাহী॥"

অথবা,

"তার শুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী
যে নারীক লঞাঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী॥"

কিন্তু কতকগুলি পদ আমরা যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করি, তাহা হইলে সেখানে বিশুদ্ধ উচ্চভাব ও কবির মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পদগুলি ইঙ্গিতধর্মী ও আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত। পদাবলীর রাধার মতই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রাধা প্রেমাভিসারে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন ঃ

"বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে।"

তাঁহার আক্ষেপ বাণীর মধ্যে ধ্বনিত হয় চিরযুগের বিরহীর আকুল আর্তনাদ ঃ

"দহ বুলী ঝাপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥

অথবা,

"দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥"

বিরহজনিত অবস্থায় রাধার উক্তির মধ্যে কবির গভীর জীবনবোধ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥"

যোগিনীর মতই রাধার প্রেম দুশ্চর তপস্যায় রত ঃ

"যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে।
কাহ্নাঞি ছাড়ী না জানো মো আনে ""

কৃষ্ণপ্রাণগতা রাধার এই ভাব দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধাকে মনে করাইয়া দেয় ঃ

"বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।"

রাধার মনোবেদনা রূপায়ণে নিম্নলিখিত পদগুলিও সুর-মূর্ছনাময় সঙ্গীতধর্মী হইয়া উঠিয়াছে ঃ

"মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরেঁা মো কদমতলে বসী।
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥"

অথবা,

"ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।

কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয় হৃদয়ে কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥

অথবা,

"আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥"

অথবা,

খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে।"

এই পদগুলি ব্যঞ্জনাময় এবং কবিত্বে উছল।

এই জাতীয় রসোত্তীর্ণ পদগুলির মধ্যে আমরা পদাবলীর রাধার "মহাভাবময়ী" রূপটি প্রত্যক্ষ করি। এখানে ভক্তিতত্ত্বের বীজও নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তির ভিতর দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ব্যঞ্জনাহীন স্থূল কাব্য মনে হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কতকগুলি পদ মাধুর্য ভাবমণ্ডিত। অফুরন্ত সৌন্দর্য-সুধা এই পদগুলি হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। যে কোন ভক্ত রসিকের পক্ষেই এই পদগুলি আস্বাদ্য। বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবিগণের মত প্রেমকে অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এই হিসাবে বৃন্দাবনখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহের শ্রেষ্ঠ পদসমষ্টিকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের "প্রাক্-রূপ" বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য:

"বিশ বৎসর হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী ভক্ত, তাঁহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নহে। তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের, কিন্তু ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্যকুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।"

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু মধ্যযুগের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একখানা মূল্যবান সম্পদ। স্থূল বর্ণনার অন্তরালে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা সাধারণ পাঠককে যুগ যুগ ধরিয়া আনন্দদান করিবে।

॥ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

সকল দেশেই ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছে। বৌদ্ধসহজিয়া সাধকগণের সাধনতত্ত্ব-দ্যোতক চর্যাপদগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এই পদগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২৫০ এর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সহজধর্মের দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশ করাই রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল। অদীক্ষিত লোকের নিকট চর্যাপদের আভ্যন্তরীণ অর্থ যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য কবিগোষ্ঠী এই পদগুলি হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় রচিত করিয়াছিলেন। পদগুলি ধর্মসঙ্গীত। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পদসমূহ রচিত না হইলেও এমন কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যেগুলি চিত্রধর্মী এবং গূঢ়ব্যঞ্জনাময়। চর্যাগীতির বহুস্থানে বিস্ময়কর কবিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। তবু তাহাদের কাব্যিক আবেদন কম নয়। গীতিপ্রবণতা বাঙ্গালীর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। বাস্তব জীবনের পটভূমিকা হইতে গৃহীত উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের অন্তরালে গুরুমুখী সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্বকে কবিগণ যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন। বৈষ্ণবপদাবলীর মত চর্যাগীতিকাগুলি গেয়। চর্যাপদের জন্ম লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতিকবিতার ধারাটির অনুবর্তন পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও দেখিতে পাই। শবরপাদের রচিত নিম্নলিখিত পদটিকে যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রধর্মী কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ঃ

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী-বালী ॥
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।
তিআ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।

সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই॥"

এই জাতীয়পদে কবির ব্যক্তিগতঅনুভূতি, গীতিধর্মিতা, সমাজ ও জীবনের আলেখ্য সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

চর্যাপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাগবত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। বিষয়ের স্থূলতা ও রুচির গ্রাম্যতা থাকা সত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য। চর্যার মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি গাওয়া হইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রত্যেক পদের উপরে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

চর্যাপদের যেমন কয়েকটি পদ গীতধর্মী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশী ও বিরহখণ্ডের অনেকগুলি পদ গীতিকবিতার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আগাগোড়াই প্রেমকাব্য। চর্যায় দুই একটি পদে প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক জীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; চর্যায় অন্ত্যজ সমাজের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ধর্মের দিক দিয়াও চর্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খানিকটা মিল আছে। বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা তান্ত্রিক ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী চর্যায় যথাক্রমে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নাড়ীরূপে কল্পিত হইয়াছে। চর্যার ধর্মমত পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অফুরন্ত রূপের উৎস। তিনি প্রেমময় এবং আনন্দময়। সহজিয়া সাধনতত্ত্বেরও মূলে রহিয়াছে করুণা বা প্রেম এবং মহাসুখানুভূতি। চর্যায় শবর পাদের উল্লিখিত পদটিতে পরকীয়া তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চর্যার মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পদে যোগসাধনার কথা রহিয়াছে। চর্যাপদে পাই:

"কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে:

"আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই।
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্ম গেআন॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।

মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞিঁ ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলো কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥"

চর্যাপদে যেরূপ সার্থক উপমা ও রূপকের অন্তরালে ধর্মমত অভিব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বড়ুচণ্ডীদাস উপমা ও রূপকের প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সাধারণ কাব্যের লক্ষণসমূহ অর্থাৎ ছন্দ, অলঙ্কার, রস, প্রবাদ ইত্যাদি উভয় কাব্যগ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা-জাত সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। যেমন—

(১) আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী—হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য জগতের শত্রু।

(২) হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ—হাতে কাঁকণ থাকিতে দর্পণ নিওনা।

(৩) নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক—মানুষের অন্তরেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়; লঙ্কায় অর্থাৎ দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(৪) বর শূন্য গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে—দুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য গোয়ালও ভাল।

(৫) বলদ বিআঅল গবিয়া বাঁঝে—বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা। এইভাবে আপাত বিরোধী উক্তির মধ্য দিয়া আধ্যাত্ম সত্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

বাংলার প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত প্রবচন ও বাগ্‌ধারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও আহৃত হইয়াছে।

(১) আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।
(২) মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকেল।
(৩) মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।
(৪) পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
(৫) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।
(৬) মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ।
(৭) দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।
(৮) ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ।

চর্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ বা পংক্তি অনুরূপ অর্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—

(ক) চড়ায় :

"আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

"বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী।"

(খ) চর্যায় :

"আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

"তা স্থণি কে বা পাতিআএ"

(গ) চর্যায় :

"কাঅ বাক চিয় জস্থ ণ সমায়।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

"তাত না সম্বাএ চুরী"।

(ঘ) চর্যায় :

"কাঅ নাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

"বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোয়ালে।"

চর্যার মত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গহন ও গম্ভীর শব্দ দুইটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

চর্যায়— "ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি।

চর্যায় ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে। চর্যাপদে শৌরসেনী অপভ্রংশজাত কয়েকটি শব্দ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে দৃষ্ট হয়। অপভ্রংশ যুগের লৌকিক প্রভাব অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক হইতেই বাংলার গণচিত্তে পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ বদ্ধমূল হইতে থাকে। সেজন্য চর্যাপদের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও সংস্কৃতানুসারী। চর্যায় বাংলার সমস্ত লক্ষণগুলি যথাযথভাবে পরিস্ফুট না হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহা উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।

নিম্নলিখিত ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলিই উভয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় :—

(১) প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে জাল, লোক, গণ, সব প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের পদ গঠন।

চর্যায়—জোইণি জালে ; বিদুজন লোঅ = বিদ্বজ্জন লোক ;

শ্রীকৃষ্ণকীর্তৃনে—সখিসবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "গণ" দ্রব্যবাচক শব্দেও প্রযুক্ত হইয়াছে—যেমন, বাদ্যগণ, আভরণগণ ইত্যাদি।

(২) সম যুগ্মব্যঞ্জনধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি। যেমন—চর্যায়—ধাম<ধর্ম ; জাম<জন্ম ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—হাথে<হস্তে ; লাগ<লগ্ন ; চৌঠ<চতুর্থ।

(৩) স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—হাড়েরি মালী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—উত্তরলী হয়িলী রাহী ; অনাথী নারীক।

(৪) করণে -"এ" বা-এঁ বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—কুঠারেঁ আলিএঁ কালিএঁ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—নেহাএঁ ; মাথাএ।

(৫) গৌণকর্ম ও সম্প্রদান-ক,-কে,-রে বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—ঠাকুরক ; নাশক ; তোহোরে ; রসানেরে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—মথুরাক ; কাহ্নাঞিঁকে, কংশেরে।

(৬) সম্বন্ধপদে—আর,-এর,-র বিতক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—ডোম্বীএর ; রুখের ; মুসার ; হরিণীর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—তিরীর যৌবন ; কাখের কুম্ভত।

সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তির কিছু চিহ্ন চর্যায় পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। যেমন— চর্যায়—খনহ<ক্ষণস্য ; গঅনহ<গগনস্য ইত্যাদি।

(৭) অপভ্রংশের পঞ্চমীর "হু", "হুঁ" বিভক্তি চর্যায় দুই একটি শব্দে রক্ষিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার প্রয়োগ নাই। যেমন—

চর্যায়—রঅণহু<রত্নাৎ ; খেঁপহু<ক্ষেপাৎ ইত্যাদি।

(৮) অন্তর, সম, সঙ্গ, দিয়া প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—তোহোর অন্তরে ; তোএ সম ; ডোম্বীএর সঙ্গে ; দিআঁ চঞ্চালী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—দানের আন্তরে ; তা সমে কি মোর নেহা ; বড়ায়ির সঙ্গে হাথ দিআঁ।

(৯) ক্রিয়াপদে বর্তমানকালে সংস্কৃতের মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—

চর্যায়—পুচ্ছসি ; অইসসি ; যাসি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—করসি ; দেসি ; বাসসি।

(১০) অনুজ্ঞাভাবে বর্তমানকালে উ<তু বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন—চর্যায়-করউ ; দেউ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—করউ ; করিউ ; দেউ।

(১১) ক্রিয়াপদে অতীতকালে-"ইল" এবং ভবিষ্যৎকালে-"ইব" বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—দেখিল ; আইলা ; গেলা ; করিব ; জাইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—শুনিলোঁ ; বহিল ; পোহাইবোঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতকালে "লি" বিভক্তির প্রয়োগ অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালেও পাওয়া যায়। যথা—করিহলি (=করিও) ; চলিহলি (=চলিও)। কিন্তু চর্যায় এইরূপ প্রয়োগ নাই।

(১২) অকর্মক ক্রিয়ায় কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ।

চর্যায়—রাতি পোহাইলী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী ; মুরুছা গেলী রাধিকা।

(১৩) -ইলে,-ইতে অন্তক অসমাপিকার ব্যবহার। যেমন—

চর্যায়—জীবন্তে মইলেঁ ; মূঢ়া আচ্ছন্তে ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—নঠ হৈলেঁ ; ভার লআঁ জাইতেঁ পসার।

(১৪) চর্যাপদগুলির অধিকাংশই "চতুষ্পদী" ছন্দে রচিত। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের উৎস চর্যাপদে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

চর্যায় নিম্নলিখিত পদটিতে পয়ার ছন্দের সুর ধ্বনিত হইয়াছে :

"অহনিশি সুরঅ। পসঙ্গেঁ জাঅ।
জোইণি জালে। রঅণি পোহাঅ॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ারই মুখ্য ছন্দ :

"নিন্দএ চান্দ চন্দন। রাধা সবখনে।
গরল সমান মানে। মলয় পবনে॥"

॥ বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের ভাষাগত ও ভাবগত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতির জীবনীকাল ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রায় সমসাময়িক। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ মৈথিলী ভাষায় লিখিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙ্গালা ও মিথিলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় যাইতেন তাঁহারা বিদ্যাপতি ঠাকুর রচিত পদাবলী সাহিত্য নিজ দেশে নিয়া আসেন। এইভাবেই বিদ্যাপতির প্রভাব বাংলা দেশে বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিগণ বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। সেইজন্য বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই কবি জয়দেবের নিকট ঋণী। কিন্তু উভয় কবির রচনাদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রধানতঃ আখ্যায়িকা কাব্য। দৈহিক ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দ্বারা বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলাকে মানবিক রসে সিঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি দৈবীলীলাকে নানাস্তরে ভাগ করিয়া প্রেমের বৈচিত্র্য ও ইহার রহস্যময় স্বরূপটি অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিয় নামে প্রচলিত যে পদগুলির মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :

( ) "শিরীষ কুসুম কোঁঅলী
অদভূত কনক পুতলী ॥" [জন্মখণ্ড]

এ রাধা যেন বিদ্যাপতির অঙ্কিত রাধা—"শিরিষ কুসুম তনি অতি সুকুমার ধনি।"

(২) "লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় :

"লুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়।" [বিদ্যাপতি]

(৩) "ললাট তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

অলকে তিলকে সসধর তুল।" [বিদ্যাপতি]

(৪) "মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"ধরণী পসিএ যদি পাউ পরকাশ।" [বিদ্যাপতি]

(৫) "কে বোলে গদাধর কেও বোল কাহ্ন।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ন।" [বিদ্যাপতি]

(৬) "প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"মোহরে মুদল অছ মদন ভঁড়ার" [বিদ্যাপতি]

(৭) "ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি তুঈ হাথে না খাইএ।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"বড়ও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ।" [বিদ্যাপতি]

(৮) "মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল।" [বিদ্যাপতি]

(৯) "বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে " [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।" [বিদ্যাপতি]

(১০) "কনক কুম্ভ আকারে তুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভকরে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে।" [দানখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার।" [বিদ্যাপতি]

(১১) "অপরুব কুচ চক্রবাক যুগল" [ছত্রখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"কুচ জুগ চারু চকেবা।" [বিদ্যাপতি]

(১২) "দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী।" [বাণখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"সরদ চান্দ সোহাঞোনা।
উগিতহি অথ গেলা।" [বিদ্যাপতি]

(১৩) "আছুক লাভ মোর মূলত আফার।" [বাণখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"লাভ নাই গেলাহু মূলহু ভেল হানি।" [বিদ্যাপতি]

(১৪) "কাহ্নাঞি বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন!" [বংশীখণ্ড]

তুলনীয় ঃ

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥" [বিদ্যাপতি]

বিরহ-ক্লিষ্টা রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন ঃ

(১৫) "এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ [মো] য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয় মো করিবোঁ শঙ্খচুর।" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় ঃ

"শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
প্রিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পুছি কত দূর।
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে॥" [বিদ্যাপতি]

(১৬) "কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
"চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥" [বিদ্যাপতি]

(১৭) "সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

তাহি দেস বসন্ত ন ভেলা।" [বিদ্যাপতি]

বসন্তের সমাগমে যখন তরুলতা, বনভূমি, কুঞ্জকানন ফলেফুলে শোভিত হইয়াছে, তখন রাধা বিরহে আকুল :

(১৮) "মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"সাহর মজর ভমর গুজর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব ॥" [বিদ্যাপতি]

(১৯) "নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"যামিনী ঘন আধিঁয়ার।
নিসি আন্ধিয়ারি ডরাসী।" [বিদ্যাপতি]

(২০) "গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিমহার।

জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥" [বিদ্যাপতি]

(২১) "আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"মাস আষাঢ় উন্নত নব মেঘ ।
পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ ॥" [বিদ্যাপতি]

(২২) "পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী যাওঁ তথা ।" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাঙ
সব দুঃখ কহোঁ তছুপাশে ॥" [বিদ্যাপতি]

(২৩) "ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে ।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর ।
সভ দিস কহকয় দাদুল মোর ॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥" [বিদ্যাপতি]

(২৪) "ভাঁগিল সোণার ঘট যুড়ীবাক পারি ।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥" [রাধাবিরহ]

তুলনীয় :

"সুজনক প্রেম হেম সমতুল ।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল ॥" [বিদ্যাপতি]

(২৫) বিরহ-বিশীর্ণা রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"এ মোর বাহুর বলএ ।
সবখন খসিয়া পড়ল ॥

অনুরূপ পদ বিদ্যাপতিতেও পাই—

"কঙ্কণ বলয় গলিত দুহুঁ হাত ।"

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও লোকসাহিত্য ॥

লোকসাহিত্যে প্রচলিত কতকগুলি বাক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে এক লৌকিক গ্রাম্য প্রণয়কাহিনী রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং অপভ্রংশে-অবহট্‌ঠে রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা-কাহিনীতে লৌকিক সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে প্রাচীন ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ডাক ও খনার বচনের উল্লেখ রহিয়াছে।

নিম্নলিখিত পদগুলি বিচার্য :

(১) "গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ।"

তুলনীয় :

"কোথায় পাইবাম কলসী কইন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।" [মৈমনসিংহ-গীতিকা]

(২) "মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকেল"

তুলনীয় :

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল [মৈমনসিংহ-গীতিকা]

(৩) "তপত দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ ॥"

(৪) "মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।"

(৫) "এবেঁ মোর মণের পোড়ণী।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥"

(৬) "পাখি জাত নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।"

তুলনীয় :

"পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার" [বঙ্গসাহিত্য পরিচয়]

(৭) "ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।"

তুলনীয় :

"দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা।" [ভবানন্দের হরিবংশ]

(৮) "সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।"

তুলনীয় :

শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও।" [মৈমনসিংহ-গীতিকা]

(৯) "দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল।"

তুলনীয় :

"দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়" [পূর্ববঙ্গ গীতিকা]

(১০) "একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।"

(১১) "পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।"

(১২) "সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ
জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে।"

(১৩) "যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।"

তুলনীয় :

"যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়।" [মৈমনসিংহ-গীতিকা]

(১৪) "কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।"

(১৫) "বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে।"

প্রচলিত প্রবাদে আছে :

"চোরকে বলে চুরি করিতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকিতে।"

প্রাচীনকাল হইতেই সমাজে কতকগুলি সংস্কার প্রচলিত ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত পদগুলি বিচার্য :

(১৬) "ভাদর মাসে তিথি চতুথীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।"

[শাস্ত্রে ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ]

(১৭) "গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তে কারণে কাহ্নাঞি বাঁশী চুরী দোষাএ॥"

নিম্নলিখিত পদগুলির খনার বচনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ঃ

(১৮) "কোন আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞেঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥

* * *

কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।

তুলনীয় ঃ

"শূন্য কলসী শুক্‌না না।"
শুক্‌না ডালে ডাকে কা॥" [খনার বচন]

(১৯) "আজি জখনে মোঁ বাঢ়াইলেঁ পাএঁ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনী মাএ॥"

তুলনীয় ঃ

"আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।" [খনার বচন]

বড়ু চণ্ডীদাস লৌকিক সাহিত্য হইতে এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবচন আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছেন।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ॥

চর্যাপদের পরই ভাষাগত পরিণতির সার্থকরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রন্থখানিই আদি-মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার খাঁটিরূপ ইহাতে রক্ষিত আছে। নবজাত বাংলা ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের মত শক্তিশালী কবির হাতে পড়িয়া অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি এবং রচনাশৈলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আপন স্বভাবে ভাস্বর। চর্যাপদের রচনাকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যের আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত

হয় নাই। মনে হয়, তুর্কী অভিযানের ফলে বৌদ্ধবিহার, হিন্দুমন্দির এবং অন্যান্যস্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কতিপয় আরবী ও ফরাসী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। বইখানি পঞ্চদশ শতকের পরে লিখিত হইলে আরও বেশী পরিমাণে আরবী-ফরাসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশী। অন্-আর্য ভাষা হইতে আগত কতকগুলি শব্দও পাওয়া যায়।

আরবী-ফারসী শব্দ – মজুরিয়া, মজুরী, কামান, খরমূজা, পসরা, বাকী।

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ—অগুরু, অনল, কাল, চন্দন, চুড়া, পণ, নীর, ময়ূর ; মাল (=মাল্য), মুক্তা, বলয়া, তণ্ডী, পিক, মীন ইত্যাদি।

কোল গোষ্ঠীর শব্দ—কদলী, তাম্বুল, ডমরু, লগুড় ইত্যাদি।

দেশী শব্দ—ছোলঙ্গ, টলে, টাভা, টেটন, টেণ্টন, ঠেঁটা, পোটলী, হোচাল, ডাকর, ডাল, ডালী, ডুবিআঁ, ডুসাআঁ, টলবল, ঢেউ, ডৌহাকু (তুলনীয় ডহুআ, টীকাসর্বস্ব) ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়

১। শব্দের অন্ত্য অকারের উচ্চারণ স্পষ্ট।

২। মহাপ্রাণ এবং আনুনাসিক ধ্বনির অজস্র প্রয়োগ। যেমন—আহ্মি, তোহ্মা, কাহ্নাঞি, কথাহোঁ, আপণেঞি, এথোহি, কভোঁহি, কথাহোঁ, গঢ়ায়িবোঁ ইত্যাদি।

৩। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ "অ-কার" "আ-কারে" (অ>আ) পরিণত হইয়াছে। যেমন—আতিশয়, আভিসার, আনল, আস্থ, আভাগী, আমৃত, আঝর, আধিক ইত্যাদি।

৪। চর্যায় অনাদ্য শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত কখনো কখনো পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি প্রায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যেমন—আন্ধারী<অন্ধকার ; আইহন<অভিমন্যু ; আথান্তর<অবস্থান্তর ; আয়র<অপর ; আমান<অমান্য ইত্যাদি।

৫। ই-কার উ-কারে পরিণত (ই>উ)। যেমন—দুগুণ = দ্বিগুণ ; দুচারিণী = দ্বিচারিণী।

৬। উচ্চারণে ই-কার এবং ঈ-কারের পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই।

ই>ঈ—যেমন—তীন, চুরী, কুমতী, অনুমতী, অসম্মতী ইত্যাদি।

ঈ>ই—যেমন সিতল (=শীতল) ; সিতা (=সীতা) ; সিশের (=শীর্ষের) ইত্যাদি।

৭। ক্ষ>খ অথবা ছ—যেমন, খেমা<ক্ষমা ; খঅ<ক্ষয় ; ঝুরত্র<ক্ষরতি ; ছুইআঁ<ক্ষুভিত।

ধ্বনি পরিবর্তনের নিম্নলিখিত সূত্রগুলিও লক্ষণীয়

(ক) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : পরসন=প্রসন্ন ; সিনান=স্নান ; পরতয়=প্রত্যয় ; বারিষা=বর্ষা ; বেআকুল=ব্যাকুল ; গেআন=জ্ঞান ; পতুমা=পদ্মা ; পরতেখ=প্রত্যক্ষ ; আশোআশ=আশ্বাস ; আচরিজ=আশ্চর্য।

(খ) বর্ণবিপর্যয় : দহ<হ্রদ ; পহ্রাইল=পড়াইলো ; আহ্রো=আর+হো ; গিহ্রীক=গৃহীক।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির একটির লোপ এবং পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘিকরণ : নাতী<নপ্তৃক ; আহুঠ<অর্ধ-তৃতীয় ; চউথ<চতুর্থ ; জীহের<জিহ্বার ; পালঙ্কি<পর্যঙ্কিকা ; আঠ<অষ্ট ; মাঝ<মধ্য ; ঘাটোআল<ঘট্টপাল।

(ঘ) স্বতোমূর্ধণ্যীভবন : কাণ্ডারী<কর্ণধারিকা ; ডাহিন<দক্ষিণ।

(ঙ) সাদৃশ্য : জরম<জন্ম (করম শব্দের সাদৃশ্যে)।

(চ) মিশ্রণ : খরল=খর+গরল ; গহীণ=গহন+গভীর।

৮। ষোড়শমাত্রাবিশিষ্ট পাদাকুলক বা চতুষ্পদী হইতে চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

বচন

প্রাকৃতে এবং বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতের দ্বি-বচনের অনুরূপ পতী, মুনী, গুরূ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

ই-কার এবং উ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন এবং রা,-এরা যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—দেবগণ, গোপীজন, তরুগণ, সখীসবে, আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি। অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেও "গণ" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন করা হয়। যেমন—আভরণগণ, দুখগণ, প্রণামগণ, বাদ্যগণ ইত্যাদি।

লিঙ্গ

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ। যেমন=উত্তরলী হয়িলী রাহী ; অনাথী নারীক ; বেআকুলী গোআলিনী।

কারক-বিভক্তি

কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি। যেমন—ভ্রমর না পাএ রসে ; চলি গেলি রাধিকা হরিষে।

কর্তৃকারকে-এ, -এঁ <এন বিভক্তি। যেমন—মাঅক বুয়িল আইহনে ; গাইল চণ্ডীদাসে ; কংশে পূতনাকে নিয়োজিল।

কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি। যেমন—ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ; চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।

কর্মকারকে -এ বিভক্তি। যেমন—আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে ; আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে -ক <কৃতঃ বিভক্তি—লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ; রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী ; গিহ্রীক সত্বর করে , যমুনাক আইলোঁ ; বচনেক দেহ।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে-কে <কৃতঃ বিভক্তি। যেমন—কংসকে বুলিল কন্যা ; কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপনে ; এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।

গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে -রে <কর+এ (সপ্তমী বিভক্তি)। যেমন—দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মপদের বিভক্তিগুলি সংস্কৃতের মত জীবন্ত।

করণ কারকে -এ -এঁ <এন বিভক্তি : স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ; মিছাই মাথাএ' পাড়এ সান ; নিজ মাসেঁ জগতের বৈরী।

করণ কারকে -ত <অন্তঃ বিভক্তি : হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।

অপাদান কারকে -ত,-তে বিভক্তি : আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে ; মাঅ বাপত' বড় গুরুজন নাহী ; জলতে' উঠিলী রাহী।

সম্বন্ধে -র <কর, -এর <কের বিভক্তি : তিরীর যৌবন রাতির সপন ; কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে ; সাগরের ঘরে ; আলিসের পরসাদেঁ।

সম্বন্ধে -কের বিভক্তি : নদীকের ; লক্ষকের।

সম্বন্ধে-ক বিভক্তি : কাজক লাগি ; যমুনাক তীরে ; জরমক তরে।

সম্বন্ধে-ত < অন্তঃ বিভক্তি : (লজ্জার্থক বা নিমিত্তার্থক "লাগিয়া" শব্দের সঙ্গে) নেহাত' লাগী ; বাঘত' হএ লাজ।

অধিকরণে শূন্য বিভক্তি : তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।

অধিকরণে -এ,-ত,-তে বিভক্তি : হাটে ; বাটে ; ঘরে ; সেজাত স্থতিআঁ ; বাটত স্থজিআঁ দান ; সিসতে সিন্দুর।

অনুসর্গ

তির্যক কারকের অর্থে নিম্নলিখিত অনুসর্গগুলির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) অন্তর—স্থরতি আন্তরে ; তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।

(খ) কারণ—কংশের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।

(গ) ঠাই < স্থানিক—কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই।

(ঘ) দিশা—কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে।

(ঙ) দিয়া < √দা—বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী।

(চ) পাএ < পাদ—বড়ায়ির পাএ ; বুইল তা' সহ্মার পাএ

(ছ) পানে < পণ—মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ হাটে।

(জ) পাশে < পার্শ্ব—মোকে নেহ কাহ্নাঞি'র পাশে।

(ঝ) প্রতি—একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে।

(ঞ) বিনা < *বিধুন – বিণী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন।

(ট) ভীত < ভিত্তি—চারী ভিত চাহি রাধা বুইল বচনে।

(ঠ) মাঝেঁ < মধ্যে—বনমাঝেঁ পাইল তরাসে।

(ড) লইয়া < √লহ্—যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।

(ঢ) লাগিয়া < √লগ্—নেহাত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।

(ণ) সঙ্গ—তভোঁ তোর সঙ্গ রাধা নাহীঁ ছাড়ে কাহ্ন।

(ত) সনে < সন্ন – আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।

(থ) সমে < সম—তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।

(দ) সহিত—ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিথবাণী।

(ধ) হইতে < ভবন্ত্—"এবে হতেঁ দৈবকীঞ যত গর্ব ধরিবে।

সর্বনাম

উত্তম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
কর্তা—	আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে, মো, মোঁ, মোঁই, মোঁএ, মোঞঁ, মোঞিঁ মোঞেঁ।	আহ্মারা।
কর্ম—	আহ্মা।	×
গৌণকর্ম—	আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মারে, মোক, মোকে, মোরে।	×
করণ—	আহ্মে, আহ্মা।	×
অপাদান—	আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মাতে।	×
সম্বন্ধ—	আহ্মার, মোর, মোহোর, মোক।	×
অধিকরণ—	আহ্মাত, আহ্মাতে মোতে।	×

সং অস্মাভিঃ>অম্হাহি (প্রা)>অম্হহি (অপ)>অম্হে (প্রা-বা)>আহ্মে, আহ্মি।

অথবা. বৈদিক অস্মে>অম্হে (প্রা)>অম্হে (প্রা-বা)>আহ্মি, আহ্মে।

সং * ময়েন (=ময়া)>মএঁ (অপ)>মই (প্রা-বা)>মুঞি, মোঞি।

সং মম>মঞো (অপ)>মো (প্রা-বা)। প্রাতিপদিক "মো" এর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করিয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছিল। যেমন—মোক, মোকে, মোর, মোরে ইত্যাদি।

সং * মভ্যম্ (=মহ্যম্)>মোহ। মোহ শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর-"র" বিভক্তি যুক্ত হইয়া মোহোর হইয়াছে।

সং অস্মাকম্>অম্হাকং (প্রা)>আহ্মা। আহ্মা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেমন—আহ্মাক, আহ্মার, আহ্মারা, আহ্মারে, আহ্মাতে ইতাদি।

মধ্যম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
কর্তা—	তুহ্মি, তোহ্মে, তো, তোঁ, তোএ, তোঞে, তোঞি, তুঞি।	তোহ্মারা।
কর্মা—	তোমা।	×

	একবচন	বহুবচন
গৌণকর্ম—	তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহাঁক, তোক, তোরে।	তোহ্মারা
অপাদান—	তোহ্মাতে।	×
সম্বন্ধ—	তোহ্মা, তোহ্মার, তোহ্মাক, তোর, তোহোর।	×
অধিকরণ—	তোহ্মাতে, তোত, তোতে ঃ	×

সং *তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্হাহি (প্রা)>তুম্হহি (অপ)>তুম্হে (প্রা-বা)>তুহ্মে, তুহ্মি ; অথবা * তুষ্মে (=যুষ্মে)>তুম্হে (প্রা)>তুম্হে (প্রা-বা)>তুহ্মে, তুহ্মি ; সং * ত্বয়েন (=ত্বয়া)>তএঁ, তুএ (প্রা)>তঁই (প্রা-বা)>তুঞি, তোঞি তোএ, তোঁএ।

সং তব>তো (প্রা)>তো (প্রা-বা)>তো (ম-বা)।

প্রাতিপদিক "তো" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন—তোক, তোকে, তোর, তোরে, তোতে ইত্যাদি।

সং * তুষ্মাকম্ (=যুষ্মাকম্)>তুম্হাকং (প্রা)>তুম্হং (অপ)>তোম্হা (প্রা-বা)>তোহ্মা, তোমা, তোঁহা।

প্রাতিপদিক "তোহ্মা" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছে। যেমন—তোহ্মাক, তোহ্মারে, তোহ্মাতে ইত্যাদি। সং তুভ্যম্> >তুব্‌ভং (প্রা)>তোহ। "তোহ" শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তোহোর, তোহাঁক ইত্যাদি পদ হইয়াছে।

নির্দেশক সর্বনাম

প্রথম পুরুষ

	একবচন	বহুবচন
কর্তা—	সে, তা, তাহা, তিনি (সম্ভ্রমার্থে)।	সেগুলা, সেগুলি।
গৌণকর্ম—	তাক, তাকে, তাহাক।	×
করণ--	তেএঁ।	×
সম্বন্ধ—	তাহার, তাহারে, তার, তারে।	×
অধিকরণ—	তাএ, তাত, তাতে তাহাতে।	×

সং সঃ, সকঃ>সো, সে (প্রা)>সু, সউ (অপ)>সে।

সং * তাস (=তস্য)>তাহ (প্রা)>তাহ (>অপ)>তা, তাহা।

প্রাতিপদিক "তা", "তাহা" এর সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছে। যথা—তাক, তাকে, তার, তাতে, তাএ, তাহার, তাহাকে ইত্যাদি।

সং তেষাম্>তেণ্হং, তিণ্হং,>তিনি।

অন্যান্য সর্বনাম শব্দঃ [নিকট-নির্দেশক, দূর-নির্দেশক, সম্বন্ধ-নির্দেশক, অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নবোধক] তহি, তহিঁ<তহিঁ (অপ)<তহিং (প্রা)<*তভিম্ (=তত্র) ; এহি<এহি (প্রা)<এভিঃ।

এহা<এতস্য ; ই<ইঅ (অপ)<ইদং (প্রা)<ইদম্।

এ<এঅ (অপ)<এদং (প্রা)<এতৎ।

এনা<এন (অপ)<এণ্হং (প্রা)<এষাম্।

ওহা<ওহ (অপ)<*অবস্য।

জে<জু, জি (অপ)<জো, জএ (প্রা)<যঃ, যকঃ।

জাহা<জাহ (অপ)<* যাস (=যস্য)।

জে<জে<জেঁণ (অপ)<জেণং (প্রা)<যেন।

কে<কে,<কো (প্রা-বা)<কে, কএ (অপ)<কে (প্রা)<কঃ ; কি<কিং (অপ, প্রা)<কিম। "কি" শব্দের সঙ্গে "কে" বিভক্তি যুক্ত হইয়া কিকে শব্দ গঠিত হইয়াছে ; কা<কাহ (প্রা, অপ)<*কাস=কস্য।

প্রাতিপদিক "কা" এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া তির্যক কারকের পদ কার, কারে, কাএ ইত্যাদি হইয়াছে। "কিস" শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হইয়া কিসক, কিসের, কিসে ইত্যাদি পদ হইয়াছে।

কেহ, কেহো<কেহ (অপ)<*কয়স্য [বৈদিক]। কমন, কোন<কবণ (অপ) <*কমনঃ। কিছু<কিচ্ছ (অপ)<কিঞ্চ।

সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ

জেব, জিম<জেম, জিম (অপ)<*যেমন্ত। কেহেন, কেহ্ন<কইসণ (প্রা-বা) <*কাদৃশ্ন। যেহেণ, যেহ্ন<*যাদৃশ্ন ; তেহ্ন<*তাদৃশ্ন।

এত<এওঅ (অপ)<এতৎ+তক।

জত<জওঅ (অপ)<যৎ+তক।

এথা<এথ (অপ)<*এত্র (=অত্র)।

কোথা<কুথ (অপ)<কুত্র।

জবে<জব্ব (অপ)<যদ্বৎ ; তবে<তব্ব (অপ)<তদ্বৎ।

তথা<তথ (অপ)<তত্র ; জখন<জক্খণ<যৎ+ক্ষণ।

কখন<*কৎ+ক্ষণ ; এখন<এতৎ+ক্ষণ।

কথা<*কত্র ; ইথে<ইথ (অপ)<*ইত্র ;

সর্বনাম শব্দে নিশ্চয়ার্থক 'হো', 'হোঁ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, কভোঁহো=কভু+হোঁ ; তভোহোঁ=তবু+হোঁ ; কথাহো ; কোনহো ; একোহি ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ (Finite verb)

মৌলিক বর্তমান কাল (নির্দেশক)

একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ এক।

প্রথম পুরুষ :—(ক) সং-তি>-ই,-এ ; খাএ<খাদতি ; দেহ<দেয়তি ; চরে<চরতি ; কহিএ<কথয়তি।

(খ) বিভক্তি রহিত—কর<করই<করোতি ; গুণ<গণয়তি।

(গ) সং-য়+তি (ভাব-কর্ম্মবাচ্য)>-অএ,-ইএ। থাকিএ, করাএ, খণ্ডএ, গুণীএ।

(ঘ) সং-অন্তি>-অন্ত,-এন্ত,-ন্তি,-তি। করন্তি ; কহন্তি, খোজন্তি, বোলেন্ত।

মধ্যম পুরুষ :—(ক) সং-সি>সি ; যেমন—দেসি, খোজসি, জাণসি বান্ধসি, বোলসী।

(খ) সং-ত>-অ—চল, বোল। (গ) সং-থ>হ—জাণহ, জুড়িহ, ধরিহ, দেখিহ।

উত্তম পুরুষ :—(ক) সং-ত>ই, ঈ :—আহ্মে করি<অস্মাভিঃ কৃতম্ ; দেখী, তুলী।

(খ) সং-মঃ>-ওঁ :—হওঁ, করওঁ, পইসওঁ, পাওঁ, বাজাওঁ।

বর্তমান কাল (অনুজ্ঞাভাবে)

প্রথম পুরুষ :—সং-তু>উ :—করোতু>করউ ; *যায়তু (=গম্যতাম্) >জাইউ ; নেউ, পালাউ, দেউ<*দয়তু (=দদাতু)।

মধ্যম পুরুষ :—(ক) শূন্য বিভক্তি :—পুছ<পৃচ্ছ ; বহ, ভুঞ্জ।

(খ) সং-থ>-হ :—জাহ<যাথ ; করহ<*করথ।

ভবিষ্যৎ কাল (অনুজ্ঞাভাবে)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতকালের "লি" বিভক্তি অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকালেও দৃষ্ট হয়। যেমন—দিহলি=দিও ; চলিহলি=চলিও ; করিহলি=করিও।

কৃদন্ত অতীত কাল

-ল, -ইল বিভক্তি যোগে বাংলায় অতীতকালের পদ গঠিত হয়। যেমন—চিরিল, গুণিল, করিল, জানিল, নোআঁইল ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অকর্মক ক্রিয়াপদের কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীত কালে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন—রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ; জলত উঠিলী রাহী।

প্রথম পুরুষে :— -ল, -ইল বিভক্তির সঙ্গে-ই,-এ, -আন্ত,-এন্ত,-আন্তি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—চলিলী, করিলে, গেলান্ত, গেলান্তি, চাহেন্ত, দিলান্ত, কহিলান্ত, করিলান্ত, কাঢ়িলান্ত ইত্যাদি। -আন্ত,-আন্তি প্রত্যয়গুলি সম্বোধন-সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মধ্যম পুরুষে :— -ল, -ইল বিভক্তির সঙ্গে-আ, -এ, প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—আইলা, খাইলে ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষে :— -ওঁ,-আহোঁ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—আনিলোঁ, আয়িলাহোঁ, চিন্তিলোঁ।

-ইল অন্তক বিশেষণপদ—আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে।"

"খিঙ্কিল মাণিকে হিরামণী।" "আথায়িল ঘাঅত।" "পাকিল বেল।"

কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

বাংলায়-ইব<-তব্য প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎকালের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন—জাণিব ; জাইব ; নিন্দাইব ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম পুরুষে-এ,-এঁ বিভক্তি, এবং উত্তম পুরুষ-ওঁ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—প্রথম পুরুষ :—জাইবেঁ, থুইবেঁ ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষ :—করিবোঁ, চিরিবোঁ, তেআগিবোঁ, দিবোঁ।

নিত্যবৃত্ত কাল

সংস্কৃত শত্রন্ত পদ হইতে নিত্যবৃত্ত কালের পদ গঠিত হইয়াছে। যেমন—মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবে তোল, তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতের অর্থেও নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন "পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত (= চাহিল) মঙ্গলে"। এইরূপ প্রয়োগ উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় দৃষ্ট হয়।

ক্রিয়ায় স্বার্থিক প্রত্যয়

ক্রিয়াপদে স্বার্থিক-"ক",-"র",-"হা",-"হো" প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। -"ক" প্রত্যয়—জাউক, আছুক, করিবেক, দিলেক, করিলেক।

-"র" প্রত্যয়—আছের = আছে ; শোভের = শোভে ; বাজের = বাজে ; গেলির = গেল ; দিআর = দাও ; দিবোঁর = দিব ; চিন্তির = চিন্তিল।

-হা,-হেঁ, হোঁ-প্রত্যয়— গেলাহা, আইলাহা, এড়িলেহেঁ, আইলাহোঁ।

স্বার্থিক-"র" প্রত্যয়ের প্রয়োগ দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় পাওয়া যায়।

যৌগিক কাল

-ইয়া,-ইতে অসমাপিকার সহিত "আছ্" ধাতুর যোগে গঠিত যৌগিক-কালের ক্রিয়াপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যেমন—রহিলছে = রহিল + আছে ; ফুটিলছে = ফুটিল + আছে ; আলিছিল = আসিয়াছিল ; চিন্তিতেঁ আছে ইত্যাদি।

কর্ম-ভাব বাচ্য (Passive voice)

কর্ম-ভাব বাচ্যে প্রযুক্ত অনুজ্ঞার পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লক্ষণীয় ; যেমন—লড়িউ, জাইউ, দেউ, করউ ইত্যাদি। যেমন—সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ; মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ; বাশী চোরায়িতে করিউ যতনে।

যৌগিক ভাব-কর্মবাচ্যের (Periphrastic Passive) প্রয়োগ চর্যাগীতির সময় হইতেই দেখা যায়। যেমন, চর্যায়—"ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়।" (<উচ্যতে) ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ"। (<যায়তাম্) ; উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—ইহা স'অন (=সহন) যায় না।

ণিজন্ত ক্রিয়া

বাংলায় "-পয়" বিকরণযুক্ত ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই পাতিয়ায়<প্রত্যাপয়তি ; বোলায়, করাএ<কারয়তি ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া

একাধিক পদের দ্বারা একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করার রীতি চর্যাগীতির সময় হইতেই বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। যেমন চর্যায়—চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী ; রাধা চলি জাএল চিত্তের হরিষে ; চলি গেলী রাধিকা হরিষে।

অস্ত্যর্থক (Substantive) ও নাস্ত্যর্থক (Negative) ক্রিয়া

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "আছ" ধাতুর পূর্ণরূপ পাওয়া যায়। আবার আদিস্বর লুপ্ত হওয়ার ফলে "ছ" ধাতুর রূপও দৃষ্ট হয়। যেমন—

প্রথম পুরুষ—আছে, আছএ, আছেন্ত, আছিলাহা, ছিল।

মধ্যম পুরুষ—আছহ, আছিলা, ছিলা।

উত্তম পুরুষ—আছি, আছোঁ, আছিলাহোঁ, আছিলো, আছিলোঁ।

অনুজ্ঞা—আছুক, ছুক। অসমাপিকা—ছিতে।

অস্ত্যর্থক "বৃৎ" ধাতুর প্রয়োগও কচিৎ পাওয়া যায়। যথা—বাটে হাটে ঘাটে কাহাক্রির দান বটে। বটে<বট্টই (প্রা)<বর্ততে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি নাস্ত্যর্থক ক্রিয়ার প্রয়োগেও দেখা যায়। যেমন—নাসিতোঁ = না + আসিতোঁ ; নাসিবোঁ = না + আসিবোঁ ; নারোঁ = না + পার + ওঁ ; নারিবোঁ = না + পারিবোঁ ; নান্দে = নাহি + দেয় ; নাইল = না + আসিল ; নাটেঁ = = না + আটেঁ ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verb)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে -ই,-ইয়া,-ইলে,-ইতে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। -ই অন্তক অসমাপিকা :—জাণী = জানিয়া ; জালী = জ্বালিয়া ; উড়ী = উড়িয়া ; পাতী = পাতিয়া ইত্যাদি। -ইয়া অন্তক অসমাপিকা :—গান্থিআঁ = গাঁথিয়া ; এইরূপ গুণিআঁ ; খুচাআঁ ; চিআইআঁ ; আলোচিআঁ ইত্যাদি।

-ইলে অন্তক অসমাপিকা :—চিহ্নিলেঁ = চিনিলে। এইরূপ ছাড়াইলেঁ, চোরায়িলেঁ, জাণিলেঁ ইত্যাদি। -ইতে-অন্তক অসমাপিকা :—গাইতেঁ, গুণিতেঁ, জাইতেঁ, চড়িতেঁ, জিআইতে। -ইতে অন্তক অসমাপিকার দ্বিত্ব প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। যেমন—চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী ; চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক।

নামধাতু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নামধাতুর পদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন—কিসকে বাখানে (<ব্যাখ্যান) কাহ্ন মোর তুঈ তনে। পাছে জণি লোক উপহাসে (<উপহাস)। হেন মনে পড়িহাসে (<প্রতিহাস)। বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুল সমাজে। এবেঁ তাক উপেখহ (<উপেক্ষা) কেহ্নে।

ভগ্নাংশিক ও পূরণবাচক শব্দ

আহুঠ<অদ্ধউথ (অর্ধ-মাগধী)<অর্ধচতুর্থ। চউথ<চউত্থ (প্রা)<চতুর্থ। তুঅজ<তুইজ্জ (প্রা)<* দ্বিত্য। তিঅজ<তিঅজ্জ (প্রা)<* ত্রিত্য। দশমি<দশমিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

[অথ জন্মখণ্ডঃ]

"[৩।১] ... ... বস শঙ্ক ॥ ৬ ॥
সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥
... ...
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সহ্মেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥

---

১ প্রথম দুইখানি পাতা না পাওয়ায় গোড়ার দিকে খানিকটার অভাব রহিয়া গেল।

এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেবের ঘরে ।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে ।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ ।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি গুণী ।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী ।
বিকৃত ব[৩।২]দন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে ।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ ।
তাক দেকি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে ।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান ।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস ।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥

যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লঁআ চিন্তিল[১] হীত ॥
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।
সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে।
এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ব্ভ হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

[৪।১] কহ্লগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
ছুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মায়িল কংশাসুরে।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ ॥ ৫ ॥

---

১ পুথিতে 'চিন্তির'।

যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ত্ত জাণী দৈবকীর।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ত্ত ধরল আনুরূপ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ত্ত হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে ;
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরি।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।
জনম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক [৪ ।২] ভৈল ॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাঞঁ তাক না জাণিল ॥ ১ ॥
বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥
কাহ্ন দেখি বাটত থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥
তার রাএ কংসের পহরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥

কংসে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে ॥ ৫ ॥
প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল ॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল ॥ ৬ ॥
কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে ॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৭ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

নীদ কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১ ॥
[৫।১] সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কণ্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।

সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
তেকারণে পত্নুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ ধ্রু ॥
তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরস কামদোহনী ॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বা [৫।২] ঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈলা কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদ্মার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি ॥ ২ ॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মথুরাং ব্রজ ॥ ১ ॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২ ॥ ৯ ॥

ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।

অথ তাম্বুলখণ্ডঃ

গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ ॥ ল রাধা ।
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গস্থন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
একদিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে ॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥
বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে।
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ী অরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে ॥
নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে ॥ ১ ॥
পথ হারাইল বাড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে ॥ ধ্রু ॥

মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে ।
কথা গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে ॥
একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে ।
রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে ॥ ২ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি ।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শত সংখ্যা গাই ॥
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে ।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে ॥
হেন মনে গুণী বড়ায়ি গেলান্তি তথাঞিঁ ।
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞিঁ ॥
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

— —

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে ।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে ।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী ।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি ।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল না নাতিনি খানী ।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী ।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥

নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী স্থন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবোঁ মথুরার পথ
যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন তুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১
সতেঁ সতেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর ॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥

মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে ॥ ৩ ॥
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতি।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতী ॥

তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।
আয়র মানায়িবোঁ করী অশেষ যুগতী ॥ ১ ॥
বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।
তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥ ধ্রু ॥
এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥
পরাণ দিবাক পারেঁা তোহ্মার বচনে।
এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে ॥ ২ ॥
আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।
আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে ॥
ঝাঁট করী জাই আহ্মে রাধার উদ্দেশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥

কথা খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
কহির কপুর তাম্বূল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহ্লী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥

এ বোল স্থণিআঁ নাগরী রাধা
হালএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥
ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে স্থন্দর
আছে স্থলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥
যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥
ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পস্থ তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৮ ॥
নাগর শেখর নান্দের স্থন্দর
উপেখিল মতিমোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

———

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল বুলিবে তোরে গুণী কোন জন ॥
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।
মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল ॥ ১ ॥

দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর ॥
মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী ॥ ২ ॥
তোঁ মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী।
এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী ॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ ॥ ৩
এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা ॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ ॥
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ ॥ ১ ॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে ॥ ধ্রু ॥
আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।
বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে ॥
আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।
তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী ॥ ২ ॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছু বোল বুলিতে না পারে ॥

গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।
তার মাঝে রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
হেমমতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকার প্রতী ॥
তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

———

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা, বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিণী ॥
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২ ॥
তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
কনকযুথিকামালা বাহু যুগলে ॥
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ ৩ ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমল আকারে ॥
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪

———

অথ দানখণ্ডঃ

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে বা চিহ্নসি তোহ্মি।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধা ল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুই কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিকে রুচে ॥ ৩ ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।
রতি পতিআশে ভৈল পথে মহাদাণী ॥
ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥
পরাণে বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥

তোর গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর ছূঈ তনে॥
চিরকাল জীউ মোর সামী আইহন
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন॥ ২॥
সব খন পরদারে উদগত মতী।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী॥
তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল।
মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল॥ ৩॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁটা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান॥
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

———

আহেররাগঃ॥ একতালী॥

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজ ঘরে
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে॥
নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে॥ ১॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী॥ ল॥ ধ্রু॥
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল॥ ২॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে॥ ৩॥

লেখা করে কাহ্ণাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঁজী পরমান॥ ১॥
নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্ণাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে॥ ২॥
আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট॥ ৩॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ॥ ৪॥
বারহ বরিষের দাণ স্থনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী॥ ৫॥
রাখোআল কাহ্ণাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী॥ ৬॥
রাখোআল হআঁ তোর কংসের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ॥ ৭॥
কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে॥ ৮॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে॥ ৯॥
না বোল না বোল কাহ্ণাঞিঁ হেন পাপবাণী।
তোহ্মে ভালে জাণোঁ আহ্মে আইহনের রাণী॥ ১০॥
বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১১॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে।
সকল বএসে মোর এগার বরিসে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক স্থণিলে তোকে হেব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞি বিরোধ না কর।
তোর পুণেঁ্য জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগরশেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞি আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্য স্থান ॥ ৩ ॥

এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ ॥ ৪ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

——

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে ॥
দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহি তোরে।
লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ধ্রু ॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী ॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু সাপে বেঢ়িলের আলপ কালে ॥ ২ ॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ ॥
কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ লাগি তোরেঁ দিবোঁর বিথর ॥ ৩ ॥

পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার॥
যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

——

গুঞ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী॥
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর॥ ১॥
নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥ ধ্রু॥
মাউলানী মাউলানী বোলসী তুণ্ডে।
মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে॥
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল॥ ২॥
কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেখসি সুখ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ॥
উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ॥ ৩॥
কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।
দুই আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ॥
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

——

কোড়ারাগঃ॥ দণ্ডকঃ॥

হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥ ১॥

আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মাথাত কুসুমমাল রচনে।
এহাত আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুঈ লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥ ৬ ॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥
বিম্বফল তুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে ॥ ১২ ॥[১]
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
নখ পাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥
শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥

১। ইহার পর "শ্রীফলযুগল তোহোর তলে"। লেখা ও কাটা।

ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৬ ॥
উরু তোর রামকদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥
পদযুগ থলকমল আকারে।
ষোল লক্ষ দান তাহাত আহ্মারে ॥ ১৮ ॥
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।
চৌষাঠ লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥
বিনি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ ॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ ॥
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাত্র ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কিসের দান কাহ্নাঞি কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞি আগোলসি বাট ॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে।
কংশে শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে ॥ ১ ॥
কি মোর ঝগড়া ভৈল মথুরার পথে।
পাজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে ॥ ধ্রু ॥
রাখোআল কাহ্নাঞি তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে ॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি তুঈ লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ২ ॥
মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞি করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান ॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ ॥ ৩ ॥

অইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী ॥
কি না লোভে কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর ॥ ২ ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ ॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপমা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমল দল সমা ॥ ৪ ॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনি মনে ॥ ৫ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬ ॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর তারা উতপলা ॥ ৭ ॥
কনকচম্পক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বত কুহরা ॥ ৮ ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলী তরু সমা ॥ ৯ ॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥
অমর পুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনক প্রতিমা ॥ ১১ ॥

দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে ।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে ।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরবপতনে ।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে ।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্য গঙ্গাজলে ॥ ২ ॥
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী ।
পাপের খণ্ডন বুধী আহ্মে ভালে জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞিঁ ধরম বেবথা ।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন ।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর ॥
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান ।
বিণি রাত পাইলেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥
এআ জানী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে ।
নহেত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদানী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপণে স্থণ ল বোল রাধা ল গোআলী ॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদানী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মে ত মাউলানী ॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥
সবেঁ ষোল পোণ দেহ দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে ॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥
সকল পুরুব কথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥
তোহ্মেত না জান রাধা আহ্মার মায়া।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া॥ ৮ ॥
রাখোআল হআঁ বোল জগত নিবাস।
স্থণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥
বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

— —

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ॥
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥

দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী॥ ২ ॥
শিশু হেন দেখি কাহ্নু বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে॥
তার বোল বুলিতেঁ সব গাত্র বিষ জলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে॥ ৩ ॥
আতি বড় দুরুজন বাটত কাহ্নু।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান॥
দাণ ঘাটের কাহ্নু এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

—

ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন॥ ১ ॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ ধ্রু॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল॥ ২ ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার॥ ৩ ॥

হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী ।
পরার পুরুষ সমে ধামালী না করী ॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার ।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে ।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে ।
কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমল বন শোহে ।
কাল কাজনে নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল নাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে ।
কাল আলক পাঁতী শোভএ কপোলে ॥
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী ।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥
কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন ।
বৈরি হঞাঁ লাগিল এ রূপ যৌবন ॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী ।
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥

হরি হরি স্থন বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ ।
বৈরি হআঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়িয়ালোঁ পা ।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ স্থরতী ।
দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী ॥ ২ ॥
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী ।
নেত আঞ্চল সে দিআঁ ত ওহাড়ী ॥
নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী ।
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী ॥ ৩ ॥
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে ।
পাছে কাহ্নাঞি মোকে না দিহে দোষে ॥
বোলহ কাহ্নাঞি এভোঁ তেজ্জ মোর আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ স্থখান গাছের ডালে ।
আগেঁ স্থনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞি [বাটে] ।
এড় কাহ্নাঞি যাইবোঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
হের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে বাটে
সন্ধাক এড়িআঁ আহ্মার লহ পরাণে ।
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে
আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥
ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোর মাউলানী
বল করিতেঁ মেদিনী উলটি জাএ ।

তোহ্মোত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মে আতিশয় বালী লবনীদল কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞি আহ্মার পাশে।
মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

— — —

রামগিরীরাগ ঃ ॥ আঠতালা ॥

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন ॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।
এখোহি না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার ॥ ১ ॥
আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ ॥ ধ্রু ॥
তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন ॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত ॥ ২ ॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে আপণে।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে ॥
সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।
এখো জন নাহিঁ জাণে তার কাজ গতী ॥ ৩ ॥
হেন পড়িহাসে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কিমনে।
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে ॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

— —

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।
এত খন কথাঁ ছিলা এড়িআঁ আহ্মারে ॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥
মিছা না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ধ্রু ॥
কে না কাঢ়ি নিলে তোর সব আভরণ।
আসুখিনী হেন দেখি কমণ কারণ ॥
আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্ন পাইল লাগ ॥ ২ ॥
আয়াসিনী ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে।
বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

অথ নৌকাখণ্ডঃ

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী চিত্রকং ॥

রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে ॥ ২ ॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।
সেহি মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার ॥ ৪ ॥

আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥
এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ ॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে।
নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে ॥ ৯ ॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

কাঠ কাটিল গিয়া বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণে বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোথ মাপে।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌল ঝাঁপে ॥ ২ ॥
ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ ॥ ৩ ॥
নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গুণিআঁ হৃদয়ে।
দুই ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে ॥ ৫ ॥
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ ॥ ৬ ॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ৭ ॥

পাহাড়ীআরাগ ॥ ক্রীড়া ॥

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥
ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দড়ির চুপড়ী মোর পার করি দে ॥ ধ্রু ॥
নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্ন মনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥
একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সন্ধাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে।
সন্ধা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগ ঃ ॥ একতালী ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞি ন সান্ধাএ চুরী ॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার ॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি তুধ মোর ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞি ঝাঁট কর পার ॥

নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের রাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদানী ॥ ২ ॥
ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার ॥ ৩ ॥
তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥
এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

—— —

অথ ভারখণ্ডঃ

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ডাল ॥
দুই পাশেঁ ছুচ করী মাঝোঁ পুষ্ট করী।
বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন।
ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন ॥ ধ্রু ॥
সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুই মুঠী।
দুই পাশে নিরমিল শুশোভন গুঠী ॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।
বাঁহুক সংপুন্ন হয়িল আতী শুশোভন ॥ ২ ॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝ জলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৩ ॥

সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

———

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞি মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা॥ ১॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর॥ ধ্রু॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ।
[কি]···সেরেঁ করিস তোঅঁ ছান্দ॥ ২॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হআঁ তোহ্মে··· ॥
[স] কল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
না বহসি ভার বোলসি আন কাজ॥ ৩॥
মাকড়ের···[হাথে যেহ্ন] ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা [সলী বরে]॥ ৪॥

———

বরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পাণী।
সজন সমাজেঁ হরিব সত্য বাণী॥

কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন ॥ ধ্রু ॥
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঁআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে ॥
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপ মনে ॥ ২ ॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী ॥
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান ॥ ৩ ॥
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে ॥
না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

———

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তীন ভুবনে রাধা কাহ্নে আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী ॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর।
কোণ লাজে ভার বহিবে গদাধর ॥ ধ্রু ॥
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে ॥
কংস বধিবারে মোএ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার ॥ ২ ॥

দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী।
তোঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী ॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড় আছিদরী।
তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী ॥ ৩ ॥
যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাকে শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

———

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে ॥
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিভেঁ ভার যবে ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥
সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মেঁ লাজেঁ মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ।
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তোঁসি একো কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নন্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

———

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতলা ॥

মো যবে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার ॥
বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার।
পাঞ্চ সঙ্গতি[১] কাহ্ন করিল আহ্মার ॥ ১ ॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগে হে বড়ায়ি।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
বিথর করি সাজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।
বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোয়ালিনী সহী ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার।
কেহ্নমতেঁ সজ হউ দধির পসার ॥ ২ ॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞি লৈল দধি ভার।
তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর ॥
এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার।
আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার ॥ ৩ ॥
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ।
পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নুক জুআএ ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভায।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥
লোক কেহ্নে উপহাস করিব তোহ্মারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥

---

১ সঙ্গতি, 'সঙ্গ' কাটা এবং তোলা পাঠে 'দুর্গ' করা।

বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী ।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহাণী ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন রুখ বাণী ।
আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন ।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে ।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥
ভাণ্ডে মাথেঁ চাহে মোরে ষোল পণ দাণ ।
মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কাহ্ন ॥ ১ ॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী ।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী ।
যে কিছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে ।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥
দধিভার না বহিল কাহ্ন ভালমণে ।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥
নিষধিতেঁ কান্ধে করি লৈল দধিভার ।
পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার ॥
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী ।
দাণ চাহিলে লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥

দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।
যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো নেউ॥
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ একতালী॥

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥ ১॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল॥ ২॥
ঈষৎ ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে॥ ৩॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতি।
সদয় হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী॥

তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আহ্নমতী ।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু ॥
এবার সরূপ করি মোর বুইল রাধা ।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা ॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে ।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২]
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতে না পারে ।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মণে ।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন ।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥
ঝাঁট করী রাধার মাথাত ধর ছাতী ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ হ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী দণ্ড ॥

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান ।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান ॥ ১ ॥
যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে ।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত পরকারে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার ।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ ।
সহিতেঁ না পারী আহ্মে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥

এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গী।
বিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী ॥ ৬ ॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মাহাযোগী।
কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।

—— —

অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥ ধ্রু ॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে ॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥

মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী ।
তার পুর মনোরথ মোর বোল স্থণী ॥
এবেঁ আযুগত রাধা বিলম্ব গমনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবন কথা শুণী বড়ায়ির মুখে ।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে ॥
সঙ্কাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী ।
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী ॥ ১ ॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে ।
তখণ সঙ্কার মণে বেধিল মদনে ॥ ধ্রু ॥
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে ।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে ।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে ॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার ।
সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার ॥ ২ ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে ।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥
হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে ।
কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥

তাত স্থললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হন যৌবনে ॥ ধ্রু ॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
এক ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনের সার ॥ ২ ॥
এহা বন আদভূত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী ॥
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে ॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়চন্দন ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার ধরহ আর এক বচন।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে।
কমল আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে ॥ ২ ॥

বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত॥
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।
ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ॥ ৩॥
এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুঈ কান॥
গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হবে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।
পরতেখ মোর[১] নয়নচকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥ ১॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে।
বদনকমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে॥ ধ্রু॥
যবেঁ সত্যেঁ কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে॥

---

১ পুথিতে তোর।

তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি [মাল]
জঘনে নাদ করউ রসনে ॥
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

তমাল কুসুম চিকুরগণে ॥
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১ ॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥ ২ ॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ঠযুগ তোর এ বগহুলে ॥ ৩ ॥

মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তরী কুসুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥ ৬ ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ ॥
চরণকমল থলকমলে ॥
আঙ্গুলী চম্পককলিকা জালে ॥ ৮ ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥ ১০ ॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

অথ কালিয়দমনখণ্ডঃ

যমুনা [খণ্ডা] ন্তর্গত

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণ মন তোষিল দেব চক্রপাণী।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥
তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর।
বিলাস করিলোঁ মোএঁ বনের ভিতর ॥ ২ ॥

জলকেলি করিবারে কাহ্ন কৈল মন।
খণিএক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে।
জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান।
তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥
কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল ॥ ৭ ॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।
কালীয়দহের কুল কদমের তল ॥ ৮ ॥
কদম্ব তরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥
কোপিল কালীয় লাগ লআঁ পরিবারে।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥
তখন বিষের জালে দগধ পরাণ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপ যুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী ॥ ১৩ ॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥
এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে ॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নার [া] য়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন ॥ ১ ॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আদিবসে ॥
তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ধ্রু ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে ॥
খাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ ॥ ২ ॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে ॥
উঠিআঁ বোলহ কে বা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ কাহার রোষে ॥ ৩ ॥
বলভদ্র খাণিএক গুণিলান্ত মণে।
মোহো পায়িল কাহ্নাঞিঁ বিসরী আপণে ॥
পুর্ব্বব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

———

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
সগ্‌গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে স্থর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বঁনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥

মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলোঁ।
কমঠশরীর তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী বিদারিলেঁ।
নরহরি রূপে তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ॥ ২॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন॥ ৩॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ॥
হেন স্থনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

অথ যমুনাখণ্ডঃ

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥ ১॥

আল।

পাইল রাধা কালীদহ কূল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুয়িল লাজে॥ ধ্রু॥

হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে॥ ২॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনক পুতলী॥
এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে॥ ৩॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্নমতেঁ বুয়িল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১॥

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী ॥ ২ ॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে ॥ ৩ ॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সনে কহিবে কথা ॥ ৪ ॥
তাম্বুলে নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ ৫ ॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥ ৬ ॥
এহা যমুনাত মো আধিকারী।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী ॥ ৭ ॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৮ ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী ॥ ১০ ॥
হের ষোল হাত মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥ ১১ ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥ ১২ ॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী ত্বধ না আউটোঁ ॥ ১৩ ॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা ॥ ১৪ ॥
মাথার মুকুট জলে রতনে।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে ॥ ১৫ ॥
বাহিরেঁ ভিতরেঁ তো কাহ্ন কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আহুকিতেঁ ভাল ॥ ১৬ ॥

ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাতে মজিল মন আহ্মারে ॥ ১৭ ॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে ॥ ১৮ ॥
রাধার নিঠুর স্থণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী ॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে ॥
তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কোহ্নো গোপী না বুইল তায়ে খর বাণী।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুয়ানী ॥
তেকারণে আস্থখিল হৈল চক্রপাণী।
অনেক বুইল মোরে অভিমানবাণী ॥ ২ ॥
জানিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥
যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচনে রাধা করিহ হেলা।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা ॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বোল খাণী খাণী ॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানতে[১] কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ ঔয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥
ধীরেঁ যাহা গোআলিনী স্থন মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল ॥ ধ্রু ॥
আহ্মা লয়িআঁ রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী ॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ২ ॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল স্থন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥
আধিকার কৈল আহ্মে যমুনার ঘাটে।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে ॥ ৩ ॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।
এভোঁহো স্থন্দরি রাধা মোর বোল স্থন ॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

———

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জুআএ ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোমার কাজে নাহি কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ সব খন ॥ ধ্রু ॥

১। পুথিতে কানড়ে।

তুর্জ্জন সাশুড়ী ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞি আরতী বচন।
তোহ্মে কি না জানহ মন্দ ভাল সখিগণ ॥
কেহো যবেঁ বেকত করিহে এহা কাজ।
আহ্মার খাঁখার তবেঁ তোহ্মে পাইবে লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥
একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥
পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে।
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে পাণী লআঁ চলে ॥ ৪ ॥
কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।
এবেঁ মিছা ডর কর জলে যমুনার ॥ ৫ ॥
আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।
আহ্মে আগেঁ নাম্বী তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥
কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ নাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে নাম্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥

জলত ণাম্বিল কাহ্নাঞি দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥
আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞি ণাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥
জলকেলি[১] করে কাহ্নাঞি আপণার সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥
কাহ্নাঞিঁক দেখি রাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥
সম্ভার জলকেলিত লাগিল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে।
আজি কথাঁ স্থুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥
দেখি হরষে তা সব গোপ যুবতী।
গাছের উপরে কাহ্নাঞি উল্লসিত মতী ॥
হরিআঁ গোপীর হার আঅর বসনে।
হাসো হাসে খলি খলি কাহ্নাঞি গরুঅ মনে ॥ ২ ॥
কূলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী।
হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী ॥
তবেঁ বড় গল করী বুইল জগন্নাথে।
তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে ॥ ৩ ॥

১। পুথিতে জলকেরি।

যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহি দিব দামোদর ॥
এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জলেঁ চাহিবারেঁ তবে নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সঙ্কে হার বসনে ॥
সখিসব মেলিআঁ ণাম্বিলান্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞি লআঁ গেল বলে ॥ ১ ॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে বিবসিনী ডাক পাড়ে রে গোআলী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে ॥
কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥
দূরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ ॥
তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর ॥
হার লুকাইআঁ রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

অথ[১] হারখণ্ডঃ

যমুনা [খণ্ডা] ন্তর্গত

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥
বোল গিআঁ আল বড়ায়ি মোর……
তেকারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে ॥ ৭ ॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্নু সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥ ৮ ॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্নু বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥
আপণ এহা দেখ বিভ্যমানে।
কাজ বুঝী এভোঁ বারহ কাহ্নে ॥ ১০ ॥
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥
সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

———

মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গোকুল নগরমাঝেঁ বসোঁ চিরকাল।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥
ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ ॥ ১ ॥

১ ইতি কাটিয়া তোলা পাঠে অথ করা হইয়াছে।

কুমতী-তেজহ কাহ্নাঞি বুয়িলোঁ তোহ্মারে।
তোহ্মাত[১] লাগিআঁ কত সহিবোঁ সহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে ॥
বাছা সব বুলে কাহ্নাঞি নানা থানে থানে।
তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে ২ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী।
সহ্মে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥
তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥ ৩॥
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ।
একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই ॥
আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

অথ বাণখণ্ডঃ

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞি গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞি তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥

১ অ। প্র : তোহ্মাতে।

কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কাহ্নু মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

———

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেখলা॥ ২ ॥
শিশুত সিন্দূর শোভে উয়ে যেন সূর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পহ্নী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতের বসনে।
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা॥ ৫ ॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ॥ ৬ ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহাঞিঁ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই॥ ৭ ॥
তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৮ ।

———

ধান্নুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ ম্যের ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিত্থমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর স্থর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥
স্থণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশে কন্ন
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিত্থমানে।
জঘনে বসে নৃপুরু[১] আতিশয় রুচি গুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥
হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্ন আস্থ বিত্থমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।
বোল দূতা কাহ্ন পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে।
বিনি আপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে ॥
কোণ কাম না কয়িলোঁ তোহ্মার আন্তরে।
সংসার ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁখারে ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে নৃপুরু।

মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে ।
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু
দেব আস্থর যার না সহে টান ।
হেন বাণে রাধা তোর লইবোঁ পরাণ ॥
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ ॥ ২ ॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহারে ।
তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে ॥
একেকেঁ জাণিলোঁ তোর থীর নহে মণে ।
এবেঁ মোর হাতে আবসি মরনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর ।
আর কংস মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর ।
তোহ্মাক জীবার আর নাহিঁক উপাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাও ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

স্থণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে ।
নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে ॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে ।
এবেঁ তোত লাগি হএ আহ্মার মরণে ॥ ১ ॥
স্থণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে ।
বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী ।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ ॥ ২ ॥
একে মোরে রুঠ তাহে রোষ তোর ।
এতেকেঁ জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥

কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর
যেহ্ন রক্ষা মোরে দেব দামোদরে ॥ ২
আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বা
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর ম
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কা
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল[১]।
কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল
মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম ॥ ১
পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবো পরাণ ॥
আহ্মার খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ। পাঁচ বাণে
হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥
পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩
বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

১। পুথিতে শোষিল।

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এথাক্রিঁ রহিআঁ বড়ায়ি সজাইবোঁ ঘর ।
এথাক্রিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥
এথাক্রিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার ।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল ।
কুসুমশর বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥
এথাক্রিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাক্রিঁ বৃন্দাবন ।
এথাক্রিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥
এথাক্রিঁ কাহ্নাক্রিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে ।
এথাক্রিঁ কাহ্নাক্রিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২ ॥
এ মোর নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী ।
লাজ অঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥
দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী ।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥
অনদেব বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী ।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাক্রিঁ মারে পরতিরী ॥
এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

--- ---

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে ।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিণ কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে ।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার ।
আছুক লাভ মোর মূলত আফার ॥ ধ্রু ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার ।
রাধার কারণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥

স্থনিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেনমনে ॥ ২ ॥
তোঞ্ঁ বুয়িলী বড়ায়ি রাধা মোরে দিল গালী।
তেকারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী ॥
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥
যে বচন বোলোঁ মোঞ্ঁ তাত নাহিঁ বাধা।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

অথ বংশীখণ্ডঃ

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥
অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্।
অলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ ॥

বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥
[১৬৯।১] ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥ ১ ॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥
তা দেখিআঁ না ভুলিলী[১] আইহনের দাসী[২]।
স্থজিঁ কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে 'তুলিলী'। ২ পুথিতে 'রাণী'।

সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবর্ণের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা[৩] বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আই[হ]নের রাণী ॥ ৮ ॥
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকন্তস্থ জগাদ জরতীমিদং ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥

---

৩ 'রাধা' তোলাপাঠে।

আন্তর স্থাএ মোর কাহ্ন আভিলাসে ॥
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভরাতুরা ।
যমুনা[১৭০১] তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্ ॥

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে ।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনানীরে ॥
বড়ায়ি ল ।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে ।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি ল ।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে ।
কাল কাহ্নাঞি চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে
কাহ্ন মোরে দিলে কোলে ।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্ন বিসরিল[১] ভোলে ॥ ২ ॥

---

১ পুথিতে 'বিরসিল'।

চারি দিগেঁ তনু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাঅ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণঘাঅ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাঅ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাঅ॥ ৩॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুরত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল [বড়ু] চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

———

শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

এবেঁ বুড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলে পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আনি দিবোঁ বনমালী॥ ১॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী।
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী॥ ধ্রু॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[১] চক্রপাণী॥ ২॥

১ 'দেব' তোলাপাঠে।

সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥
তাহাত আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
ভরিল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার ॥
তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

আইস ল বড়ায়ি মোর রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারো মদন পাঁচ বাণ ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ ॥ ১ ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন ॥ ধ্রু ॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল ॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান ॥ ২ ॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার ॥
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আনি দেহ নান্দের নন্দন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন শুন তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণ কেম[১৭১।২]ণ করে আহ্মার গা ॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী ।
আল বড়ায়ি ।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা ।
কোণ দিগে মৌহারী বাজে ॥ ধ্রু ॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন ।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ ॥ ৩ ॥
তোহ্মার আগত সত্যেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে ।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

[১৭২।১] গুজ্জরীবাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে আহ্মার জরম ।
তোহ্মাকে জুগত নহে এসব করম ॥
ছুচারিণী যার মা তার হেন গতী ।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ স্থরতী ॥ ১ ॥
স্থণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী ।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর স্থধী ॥ ধ্রু ॥

এ সব কামত যেবা উপসন্ন হএ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে থএ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের রাণী।
লোকেঁ জণি সুণে তোর এ সব কাহিণী॥ ২॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত॥
পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ॥ ৩॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী॥
হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

———

রামগিরীরাগঃ [১৭২।২]॥ রূপকং॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ॥
খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।
আল সুবর্ন্নে মঢ়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ রতিঞঁ পোহাইবোঁ॥
এবেঁ শুনিআঁ বাঁশীর ধুনী।
আল মরিবোঁ জালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী॥ ১॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল॥ ধ্রু॥
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ॥

মো জে কস্তূরী কপুর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥ ২ ॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর গুণী।
স্থণ তোঁ দূতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবেঁ পাখি হওঁ।
আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে [১৭৩।১] গোবিন্দ গোপনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

—·—

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী[১] ॥

রাল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞি আণি[২] দিব আহ্মে ॥ ল ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল রাধা।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞি [আণি] বোঁ।
তোর সঙ্গে স্থরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে।

১ একতালী তোলাপাঠে। ২ আণি'র পর আঁ কাটা।

আবসি সোঁঅরি তোর নেহে ।
কাহ্নাঞি আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মণে ।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে ।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে ।
কাহাঞি বাঁশীত দিল সানে ॥
স্থণী রাধা পাইল হরিষে ।
গাইল বডু চণ্ডীদা[১৭১।২]সে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্চললোচনা ।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

বড়ায়ি ।

হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা ।

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা ।
ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥
তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী ।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথাঁ পাইলে কেন বাঁশী ॥ ৩ ॥

রাধা তোঞ্ঁ মুগধী [আবালী] গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী ।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥
আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥
বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ ।
নাগর শেখর নান্দের সু [১৭৪।১]ন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথামথ ॥
জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি ॥
ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সার নীসারে ।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে ॥ ১ ॥
দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে ।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কেবা বান্ধে ॥ ২ ॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে ।
এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধয়া প্রেরিতা বৃন্দা হরেরন্বেষণং প্রতি।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম্ ॥

খনে বসী [১৭৪।২] থাকে কাহ্নাঞিঁ যমুনার[১] তীরে।
গেণ্ডুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১ ॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞিঁ।
সরূপ করিআ বোল আহ্মার ঠাই ধ্রু ॥
খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ ॥ ২ ॥
তাহার উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হইল মোকে নান্দের নন্দনে ॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে ॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ধ্রু ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই [১৭৫।১] বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥

---

১ পুথিতে যমুনীর'।

বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী ।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে ।
কাহাক্ষিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোর নান্দের নন্দনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাক্ষিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকুল ॥১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলঁ দধিভার ।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী ।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী ।
হেন বুঝী কালীয় দ[১৭৫।২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন ;
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে ।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞঁ বারে বারে ॥ ৭ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন ।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলেঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥ ১ ॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেই ত বাঁশীর না[১৭৬।১]দ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপনার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞি ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞি [বসে] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

— —

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনা[১৭৬।২]দ স্থণী কাহ্ন দেখিতে পাওঁ।
মেদনী দিবার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যযুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাঁশী[১] কে না বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ স্থণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই[২] কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

———

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাব[ে]ন।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥
আজি স্থন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে বাশী'। ২ বড়াই' তোলাপাঠে।

এখণ আর কিছু উপায় নাহী।
কালী প [১৭৭।১] রভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন ॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে ॥ ২ ॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন[১] পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতি ॥

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥
উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দন[২] গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥
দুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥

১ এখন,' এ' তোলাপাঠে। ২ পুথিতে শ্রীরঘুনন্দন'।

এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মু[া]খ জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অথ রাধাং পুরো বীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ য[১৭৮।১]তনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক[১] নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥

---

১ 'পুথিতে থাক'।

বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃন্দা মাধবং যামুনা তটে ।
নিদ্রালুং বিদধে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে ।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল [১৭৯।২] কাহ্নে
তেঁসি না গেলা ঘরে ।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥
আল ।
কাহ্নু নিন্দ গেলা হেলে ।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥
সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আণিবারেঁ পাণী ।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহনরাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে ।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥
ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভূমিত থুয়িআঁ কলসী ।
উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥

পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে।
বাসলীচর [১৭৯।১]ণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।
বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে ॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে ॥ ল ॥ ১ ॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে ॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা ॥ ২ ॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে ॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে ॥ ৩ ॥

মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
তুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবে সব[১] কহিলা [১৭৯।২]ন্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে।
কাতর কিকে হয় কমললোচনে॥
আযাত্রাঞঁ গোকুল কইলেঁ গমনে।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে॥ ১ ॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান॥
তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী।
গোপী মাঝোঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী॥
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ।
তবেঁ বাঁশী পায়িতে শুন জগন্নাথ॥ ৩ ॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।
গাইল বডু চণ্ডীদা [১৮০।১]স বাসলীগণে॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল।
আল হের রাধা

---

১ পুথিতে সবে'।

খণ্ডএ সকল আপদে।
আল রাধে জার ধুনী সরগতুআরে ॥ ল ॥ ১ ॥
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।
আল হে রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল ॥ ধ্রু ॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥
স্থণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী ॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হেন তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩ ॥
স্থণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণস্থ বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০।২]হ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥
আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।
আল ল বড়ায়ি।
ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে ॥ ধ্রু ॥

তেজিলোঁ। মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥ ১ ॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।
তবে বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ গরল[১] খায়িআঁ ॥ ৩ ॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে ॥

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সঘনে[২]।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল।
[১৮১।১] আল হের বড়ায়ি হে।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ ১ ॥
হরি হরি।
কে না পরাণে দুখ দিল।
আল হের।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে খরল'। ২ পুথিতে সঘনে'।

মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী।
খিঙ্কিল মাণিকে হিরা মণী॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে।
সে নিল জাণো আনুমানে॥ ২॥
বাঁশী হারাইল বনমালী।
স্থণী বাপ মাঞঁ দিব গালী॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী।
যে মোর বাঁশী দিব আনী॥ ৩॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে॥ ১॥
এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
স্থতিআঁ আছিলোঁ [১৮১।২] আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি॥ ২॥
বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী॥ ৩॥

আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ। ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে॥ ৪॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে।
আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জাণে॥ ৫॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহ্নে বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী॥ ৬॥
তেজিআঁ সংশয় কর পরতয়
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে।
কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে॥ ৭॥
যত আলঙ্কার বহুমূল সার
সব রাধা মোর নে।
সুবর্ণ্ণে জড়িত হিরাঞঁ রচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে॥ ৮॥
নাহিঁ বোলোঁ। তোরে ক[১৮২।১]পট উত্তরে
সত্য বুঝিলোঁ। দামোদরে।
মোঞঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোরে॥ ৯॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোঞঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে॥ ১০॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠি আয়র উঝঁট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞ্‌র শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥ ১ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল খাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ।
আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই[১৮২।২]আঁ মরিবোঁ ॥ ৩ ॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞি করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে ॥
কিসক কাহ্নাঞি মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে।
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে ॥
সপ্ত লাথের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী ॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ ॥

জীবার আশ যবেঁ আছেএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার ॥ ২ ॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপনার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর ॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে ॥ ৩ ॥
[১৮৩।১]আপণা চিহ্নিআঁ [রাধা] বাঁশী[১] দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে ॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী।
বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥
কিকে কাকুতী করসি চল কাহ্নাঞিঁ
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী।
ছুঠ মন মিছ[২] দেখে আত্ম সম পর লেখে[৩]
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।
তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে 'বাংশী'। ২ পুথিতে 'মিঠ'। ৩ পুথিতে 'দেখে'।

আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে ।
[১৮৩।২] বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল ।
তুহাঁর কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥
কেহ্নে আমান করসী ।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলেঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী ।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছাঞঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে ।
বাঁশী দেহ একবার মাণিবোঁ উপকার
এহাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ ।
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী ।
[১৮৪।১] জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥

পূর্ণ্ণ কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাথী।
যে তোর বাঁশী নিল সে থাউ ছুয়ি আথী ॥
যবেঁ মো চুরী কৈলেঁ। হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী ॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাই ॥
আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধে বৃদ্ধাং ভৃশং মুগ্ধাং বিমৃষ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে যন্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম ॥

গাই রাখি [১৮৪।২] তেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ২ ॥
এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সহ্মার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ৪ ॥

না বোল না বোল রাধা হেন ছুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥ ৫ ॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাথী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্নু খাইবি তুষ্ট আথী ॥ ৬ ॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী ॥ ৭ ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁক মোর ডরে।
হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥
মি[১৮৫।১]ছা চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা।
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥
বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দাণে ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ নাহিঁ নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১২ ॥

———

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং।
বংশীমুদ্দিশ্য কংসারির্ব্বিললাপ নিরন্তরং ॥

সুন্ধ সুবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বান্ধিল[১] তার বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥ ১ ॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে বিন্ধিল'।

ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাঁও মো বাঁশীর সরে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মারে।
কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২ ॥
হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে ॥
বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি [রা]ধা
মোর মণে হেন পড়িহাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী ॥ কাহ্নাঞিঁ হে ॥ ১ ॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী ॥ ল কাহ্নঞিঁ হে ॥ ১ ॥
শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ধ্রু॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে ॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ ॥
সাধিলেহেঁ আপনার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥

সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই ॥
যাক [১৮৬।১] দিলেঁ চল তার পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

———

কহ্নরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোয়ায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ ।
বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥১॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥
সগ্‌র্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী ।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞঁ মুচুকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥
পান্তরে হারাআঁ৷ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে ।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥
বাপ বসু[১৮৬।২]ল মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে ।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥
আহ্মে ত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে ।
তোহ্মে কাহ্ন বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে
ফল পাইবে আপনার দোষে ॥ ৬ ॥

না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে ॥
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীকৃতঃ ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী । আল ।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞি ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে । আল ।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে[১] মোছ লোহে । [১৮৭।১] আল ।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী । আল ।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি ॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ । আল ।
কেমণে করিব যোড়হাত ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
এত বড় মোর আপমাণে । তাল ।
স্থণি কি বুলিব দেবগণে ॥ [ল বড়ায়ি ॥] ধ্রু ॥
স্থণ তোহ্মে নান্দের কুমার ।
নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাহ্নাঞি ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে ।
সুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ৩ ॥
কেহ্নে তোঞ কাজ না বুঝসি ।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী [ল কাহ্নাঞি ॥] ধ্রু ॥

---

১ নেতে', নে' তোলাপাঠে ।

যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে॥ ৫॥ ধ্রু॥

— ॥ —

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং[১৮৭।২] বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে॥

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো॥ ১॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী[১]॥ ধ্রু॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দানে॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে॥ ২॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে॥ ৩॥
যেবা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

———

১ পুথিতে 'বাঁশী দেহ বাঁশী আনী'

শৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বৃন্ধাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং ।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে ।
খণেকেঁ তোর এ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলে তোহ্মে যো[১৮৮।১]ড় হাথ ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরুপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে ।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে ।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী ।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন ।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন ॥
তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে ।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে ।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥

মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে । বড়ায়ি গো ।

১ পুথিতে 'গৌরীরাগঃ' ।

যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার[১৮৮।২]গোচরে
তাক মোঞ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥
যত কিছু করিলোঁ মোঞ রাধার আতোষে।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞ সার।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।
অবিচল বচন আহ্মার ॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে ॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।
বাসলী [শিরে] বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী ব[১৮৯।১]ড়ায়ির মুখে।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তেকারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥
রাধা।
বিরহে আকুলী ভৈলা আপনার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাঁথার যবেঁ না করহ তোহ্মে।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে ॥

কাহ্নাঞি ।
যে কারণে খাখার তোহ্মার মোঞ কৈলোঁ ।
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে ।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে ।
এহা তত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী হবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে ।
তখ[১৮৯।২]ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে ॥ ৯ ॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী ।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী ।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥
হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে ।
কালী[নি][১] নইতীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

---

১ পুথিতে কালী' ।

অথ রাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি ।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি ॥
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

দূতী চিরকাল ভৈল ।
তভোঁ বনমালী নাইল ।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে ॥
বড়ায়ি [১৯০।১] গো ॥ ১ ॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন ।
চিত্তে না পড়এ আন ।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস ।
কি মোর বসতী আশ ।
নিফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে ।
স্থতিলোঁ কদমতলে ।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥
পরিধান নেত লাসী ।
হাথত মোহন বাঁশী ।
সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥
স্থতিলোঁ সখির বোলে ।
সজল নলিনীদলে ।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে ।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে ।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥

তাম্বূল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্ন আহ্নখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ।
মলয় শিয়ল বাএ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥ ১০ ॥
সাগরসঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটি[১৯০।২]আঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ ॥
হায়ায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জরমে।
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ ॥ ১৩ ॥
আণি দেহ বনমালী।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে স্মরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ[১] তাহার বদনে [১৯১।১]।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হাণিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
তেঁ মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥
মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
আণিআর বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥
এ মোর বাহুর বলএ।
সব থন খসিআঁ পড়এ ॥

১ পুথিতে নেহানিলোঁ

অনমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁ[১৯১।২]ট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

কাহ্নের তাম্বূল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বূল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথাঁ পাব নান্দে[া]যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥
বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে।
তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৯২।১]স বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

———

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো]য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবো কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিয়া দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গোলান্ত বিদূর ॥
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস[১৯২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল [কাহ্নাঞিঁ সে] বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥

তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিলাঞ্জলী[১] দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[২]
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত [১৯।৩১] বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকং ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ ॥ ২
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৬ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥

---

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী'। ২ পুথিতে পাহবোঁ'।

বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমনে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে [১৯২।২] ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত[১] ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥
আগেত চাইহ বড়ায়ি বস্থলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥

[১] নেত', ত'র একার কাটা।

তথাঁ না [১৯৪।১] পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥
তথাহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
তথাহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথা বসে [১৯৪।২] জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥

---

২ কাহ্ন' তোলাপাঠে।

রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপনে যাহা
তবে কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ[১]
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী [১৯৫।১] তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের।
না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।

১ পাহ', হ'র আকার কাটা।

স্থণ বড়ায়ি ল।
সাদ লাগে কাহ্নাঞি দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কণ্ঠত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞি দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥
যেই খনে কাহ্নাঞি দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে[১]।
কাহ্নাঞি ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩ ॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে ॥
যত কৈল সব মতিমো[১৯৫।২]যে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী ॥ আল বাড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥ ১ ॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথা না স্থন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ আ ॥ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥

১ যেহ্নমনে', হ্ন'র একার কাটা এবং মনে' তোলাপাঠে।

দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে[১] ॥ ৪ ॥
না শুণিলোঁ কাহ্নঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাই[১৯৬।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী ॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥ ১ ॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[২] নেহে ॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ ২ ॥
ষোলহ[৩] সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ ॥

---

১ মোরে,' মো' তোলাপাঠে।
২ তোহোর,' হো' তোলাপাঠে।
৩ ষোলহ,' হ' তোলাপাঠে।

নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী ॥ ৩ ॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে ॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[১] সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

অশরীরশরৈঃ কৃশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬।২] হরে-
রভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ্চ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞ্চ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥

---

১ বা' তোলাপাঠে।

সামী মোর তুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু [১৭৭।১] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি।
আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি।
মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে।
গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥

সব ঠাই চাহিআঁ আণিব [১৯৭।২] শ্রীনিবাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ একতালী ॥

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥
দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী।
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন[১] দেশে।
তথাঁ[১৯৮।১]ত পাইব সুধী বাড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥
তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥

---

১ বন' তোলাপাঠ।

আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে ॥ ধ্রু ॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২] ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮।২]ত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাশঃ ॥ একতালী ॥

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধা ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী ॥ ল ॥ ১ ॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে ॥

---

১ রাধা' তোলাপাঠে।

২ সফল', ক' কাটিয়া তোলাপাঠে ফ' করা।

৩ সে তো' তোলাপাঠে।

ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে ॥ ২ ॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[১৯৯।১]ললাপ নিরন্তরং ॥

দিনের সুরজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল।
দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়াঅিআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥

দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
হুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করমফল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কেনা জালে ফুকে ॥
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
[১৯৯।২]এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে[২] ॥
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

মল্লারারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কয় নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥

১ মোরে' তোলাপাঠে।
২ বাশে,' আ' কাটিয়া তোলাপাঠে বা' করা।

নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ॥ ল॥ ধ্রু॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত॥ ২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি[২০০।১]ল মোরে নান্দের সুন্দর॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥ ৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কহুরাগঃ॥ যতিঃ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ॥ ১॥
আল হের [বড়ায়ি]।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে॥ ধ্রু॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার॥ ২॥

এহিত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞি[২০০।২]র নেহে।
এবেঁ থীর নহে [চিত] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তদা মাধবমন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল।
আল হের বড়ায়ি।
মোঞঁ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।
আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী[১]
আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কা[২০১।১]হ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে।
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥

---

১ পুথিতে আরততী'।

সে কাহ্নাঞি দিআঁ মোক দুখ আতী।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে।
মোরে দয়া না করে বালগোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহ্নরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সংপ্রহৃষ্টোঽস্থ গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধন্তস্থ জরতি প্রণামে গন্তমুচ্যতাম্ ॥

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিলি নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
কি হরি হরি গোবিন্দ এ।
আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নানা আভরণ গলে শোভক এ
নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ
ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ
[২০১।২]থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে স্থতী।
হেন সম্বেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন স্থরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ ॥
॥ লগনী ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

স্থণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব [২০২।১] তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

———

বিভাযরাগঃ ॥দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥

আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২।২]ব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুণিলোঁ তোর বোল [ল]আঁ জাইতেঁ পাণী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলোঁ। নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতে নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই[২০৩।১]হনের[২] রাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডাইলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥

---

১ তোক' তোলাপাঠে।
২ আইহনের', আই' তোলা পাঠে।

চল চল গোয়ালিনী নিবারহ মতী।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী॥
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন॥ ৩॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন॥
এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

বিভাষকহ্নরাগঃ॥ একতালী॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী।
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী॥ ১॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[২০৩।২]ন॥ ধ্রু॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ॥ ২॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল।
হে[ন] ভাবি আইলোঁ মোঞঁ কদমের তল॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে॥ ৩॥
মোর রূপ[১] যৌবনে পড়িল্রাহা ভোলে।
দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে॥
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে॥ ৪॥

---

১ রূপ' তোলাপাঠে।

যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ[১] খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব অবো[২০৪।১]ল।
দূর থাকি বোল রাধা স্থণ মোর বোল ॥
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর[২] দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে[৩] কেলি।
মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥[৪]
দূতা দিঞা পাঠায়িলোঁ গলার গজমূতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞা রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞা খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞা বাসলী ॥ ৪ ॥

---

১ দোষ, ষ'র একার কাটা।
২ তোর', র' তোলাপাঠে।
৩ পুথিতে সহ্মে'।
৪ ইহার পর 'কিসকি পাতসি রাধা ডোম্ব চাণ্ডালী ॥ ২ ॥' লেখা ও কাটা।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪।২]র বন।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন [না হএ] উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন[১] দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহ দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[২]
কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর কাহ্ন[৩] আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কম[২০৫।১]লে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে কর'।
২ পুথিতে 'তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।'
৩ পুথিতে কাহ্ন'র পূর্ব্বে রাধা আছে।

দূর আনুসর সুন্দরি রাহী
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া[১] পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মত পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিল[২] নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বাঙ্গালবরাড়ী [রাগঃ] ॥ রূপকং ॥

চিরাদমধুরং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥
আতি দুখিনী বালী ল।
আল
নবলীদলকোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ[৩] তোরে ল।

---

১ পুথিতে ইহা'।
২ পুথিতে বুলিলোঁ'।
৩ ধরোঁ', র' কাটিয়া তোলাপাঠে রোঁ' করা।

আল
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫।২]ক ডর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্ন কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবত দেহ বচনে [ল]।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল ॥
যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্ন তোহ্মার নেহাত লাগিল।
সকল রজনী জাগিল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী [ল] ॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরশনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহগতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[১] বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

———

১ পুথিতে 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস।

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
[২০৬।১] আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা ।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥
রাধা ল
আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে ।
বাপ বসুল মাত্ম দৈবকী [হ]ইল মোরে ॥ ধ্রু ॥
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে ।
... ...
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল ।
অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল
সব গোপ নাহী জাণে ।
চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী ।
আরে
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ॥ ১ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ ।
বড় দুখ পাইলোঁ[২০৬।২] তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

---

১ জবে' তোলাপাঠে। ২ আর' তোলাপাঠে।

পরাণে না মার মোরে[১] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে॥
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ॥ ২॥
হেন মনে পরিভাব জগত ঈশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার॥
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী॥ ৩॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
সকতি না ভৈল তোর নেহার[২] কারণে॥
কোন লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

ললিতরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো
তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ
তোহ্মাকে মো মাইলো বাণে॥
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ
তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী
আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে॥ ১॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা
আহ্মাত না [৫০৭।১]পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কায়া॥ ধ্রু॥

---

১ মোরে' তোলাপাঠে।
২ নেহার', হ'র আকার ও র' তোলাপাঠে।

আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে
তোকে না কৈলে[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে
আহ্মারে চাহসি কেহ্নে[২] ॥
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা
না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক[৩] যৌবন
স্থুণ আয়িহনের রাণী ॥ ২ ॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র
তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী
স্থুণ মুগধী পামরী ॥
সব দৈত্যগণ আপনে মারিলো
মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
[সব দেবেঁ মেলি] যুগতি করিঞাঁ
তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ॥ ৩ ॥
তেজ মোর সঙ্গ[১] নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে
করায়িলে বড় খাঁথারে ॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

———

১ পুথিতে 'তোক না কৈলোঁ'।
২ পুথিতে 'কেহ্নে চাহসি আহ্মারে'।
৩। পুথিতে যাউর'।

কহ্নরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী

আহে কাহ্নাঞি ।

আছিলোঁ[২০৭।২] মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ[২] করহ আদেশ ॥ ১ ॥

আহে রাধা ।

বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে ।
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে ।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥
সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর ।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী ।
গোপীর বালেন্দু (?) হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বো[২০৮।১]লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী ।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥

---

১ পুথিতে 'তেজ সঙ্গ মোর' ।

২ সরস' কাটিয়া তোলাপোঠে কৃষ্ণ' করা ।

না বোল মোরে[১] নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৭॥

— —

শ্রীরাগঃ॥ রূপকং॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মো কৈলোঁ পার।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল॥ ১॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে॥
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ॥ ল॥ ধ্রু॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।
তভোঁ মোর বচনে[২০৮।২]না দিলেঁ উত্তর॥ ২॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী।
তোহ্মে রতীএঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী॥ ৩॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর।
শুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

কোণ অপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ॥

---

১ মোরে' তোলাপাঠে।

সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥
তোহ্মাত লাগি[২০৯।১]আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ ॥ ২ ॥
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ।
অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ
ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল
চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥

১ রাধা' তোলাপাঠে

যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর স্বুরতির আশে।
বোল দিআঁা মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
এ[২০৯।২]তেক ভাবিআঁা স্বুন্দরী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁা গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে ॥
এবেঁ তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞি তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ ধ্রু ॥
আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ স্বুরতী।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভরযুবতী।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী।
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে।
এথাঞি মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর।
একবার দয়া কর
নহে তি[২১০।১]রীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥

যত কৈলোঁ সংযম।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম।
নঠ হএ কাহ্নু মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ।
কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী ॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী।
পরিহরি আপণার আইহন পতী ॥ ১ ॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো ॥ ধ্রু ॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী ॥
অসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার ॥ ২ ॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী।
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ।
তোক[২১০।২] দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্নু ॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মৈলাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঞি গুণ কাহ্নাঞি আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ ছার[২] ॥ ১ ॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে ॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে ॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী [২১১।১]।
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার ॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ।

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে।
শুণী মোরে মনমথ মারে ॥
তিরীবধভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞি ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে মৈনাক'। ২ পুথিতে কাজ'।

দুখদিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥
জিআও আড় নয়নে চাহী।
বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।
তভোঁ কেহ্নে [২১১।২] দয়া না করসী ॥
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধান্সীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল।

মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে
দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥

আল।

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ৩ ॥

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলোঁ
তিরীবধ হৈতে মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্ঞিঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়া[২১২।১]রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ ॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমন নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজোঁ মোঁ নান্দের পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞা চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥
হে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি যেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ॥ ৩ ॥
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২]র প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতি ॥

যখন কাহ্নাঞি তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞি আনিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে ॥ ১ ॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ॥ ধ্রু ॥
এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণোঁ[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ॥ ২ ॥
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞি আন নারী পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

———

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের[২১৩।১] তাম্বুলে।
এবেঁ অহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞির থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি আন মোর থানে ॥ ১ ॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

১ মোক', ক, তোলাপাঠে।
২ পুথিতে জাণ'।

সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিভেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী ॥
মোঞ সে দগধকপালী।
নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
যোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী ॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী।
চান্দ সুরুজ তুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী ॥ ৩ ॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে।
কোকিল কৈল পালি গানে।
আ[২১৩।২]গুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

———

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১ ॥
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোলে বুধী।
মোঞ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে ॥

তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে।
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর পরাণনাতিনী।
তোর দুখ না সহে পরাণী ॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাই[২১৪।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি
বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্বেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥

করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে।
[২১৪।২] কাহ্নু বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে ॥ ৫ ॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলী[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে ॥ ৬ ॥
নারদ বুইল কদমতল
চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে ॥ ৭ ॥
নারদের বোল বেদ সমতুল
মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মুরুছা পাইল তখনে ॥
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
ধরিল আতি যতনে।

১ পুথিতে বাসলী'।

এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরষিত মণে ।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ [২১৫।১] উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে ।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ
নিচুথ কাহ্নচরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে ।
আল
মানএ যেহেন ভারে ।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে ।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে ।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥
আল
তোর বিরহ দহনে ।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমশর হুতাশে
তপত দীর্ঘ নিশাসে ।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥

ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫।২]লিনে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোঁহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে ॥
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১]

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ ল।
রাধা বিরহদহনে।
দগধিলী[২] ভৈলী তোহ্মার শ[২১৬।১]রণে[৩] ॥ ধ্রু ॥

---

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং। মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা।' শ্লোক লেখা ও কাটা।

২ পুতিতে দগধিনী'।

৩ তোহ্মার শরণে,' হ্মা' তোলাপাঠে ও দরশনে' কাটিয়া শরণে' করা

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার অন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে॥ ২॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ্‌ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলেঁ সরূপ॥ ৩॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥ ৪॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী[১] মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক॥

লগনী॥

অ[২১৬।২]ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষে [মনো]হন্যরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্॥
কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে॥ ১॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে॥ ২॥

১পুথিতে তরাসিনী'।

বিলম্ব না কর স্থণ স্থন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞি ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈস্থ বোলোঁ মধুরস বাণী [২১৭।১] ॥ ৭ ॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

মাধবস্থ নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দূর ন[ব] স্থরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হুআঁ সমান আকারে স্থরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন স্থমেরু শিখরে ॥ ২ ॥
পহ্নাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি অভিসার স্থশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কম্বু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥

মণিকিরণ উজলে আঙ্গত ভু [২১৭।২]জযুগলে
পহ্নায়িল আতি কুতুহলে[১]।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে ॥ ৪ ॥
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥
কর্পূর কস্তূরী যো[ে]গ আঅর[২] তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিঞেঁা কা[ে]হ্ন উতরল ভৈলা মনে।
গায়িল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাৎ ॥

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে ॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম[২১৮।১]নোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥

---

১ লুথিতে কুহূহলে' ২ পুথিতে আআর, ।

যূড়ী রসনে রসনে।
কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে ॥
তার দসনের সনে।
কাহ্নু চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥
দৃঢ় করি ছুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে।
পীযুষে সেঁচিল কাহ্নু রাধার মণে[১] ॥
রাধাঞে কৈল কুজনে।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।[২]
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥
আতি চির আনুবন্ধে।
রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নয়নে।
সুখী ভৈল দুই জনে।
[গায়িল] বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরামগিরিরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে
রতিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্নু তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ [২১৮।২] নিন্দ ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে মরণে'।
২ হৃষ্ট কনে কাহ্নে' লেখা ও কনে' কাটা।

হেন স্বণি তাত কাহ্নাঞিঁ আনুমতি দিল।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞিঁ কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥
হেন সন্তেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥
রাধাক এড়িঁঞা জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন।
বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন ॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলোঁ স্বণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক [২১৯।১] রাখিহ যতনে আপণআন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল করি থাক[১] রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিল[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি [গেলা] মথুরা নগরক কাছে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে তাক'। ২ পুথিতে বুলিহ'।

কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞি না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইঞা বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এঈ ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দিত এড়িঞা গেল মোরে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দুতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥

মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞা পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে [২১৭।২] কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥

হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ [ধ]রোঁ
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থা[]ন আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুডুক্কঃ ॥

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল
তোর সঙ্গে রতিকুতুহলে।

রাধা ল

তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥

রাধা ল

কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশ্শে।
না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥

প্রবোধবচন কত বুঝাঞাঁ তাহারে
আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥

বিষম পুরুষ জাতী কপট পুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ
কাহ্ন রতি ভু[২৩০।৪]ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥

এবেঁ তোঞেঁ এখানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক
যবেঁ পাঞোঁ তার দরশনে।
তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
[বন্দিঞাঁ] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরা[তুরা]।
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥
বচনেন তবানেন বৃন্দে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্বচঃ শৃণু ॥

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দ[র] কাহ্নাঞিঁ ॥
তেকারণে আহ্মে গিঞাঁ তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ১ ॥

কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।
কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে ॥ ধ্রু ॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিঞাঁ আজি কথাঁ গেলা হরী ॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি [২২০।২] ভুঁজয়ে মুরারী ॥ ২ ॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ॥
চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপা[য়ে]।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ ॥ ৩ ॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল ॥
এবেঁ কেহ্নমনে[১] রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কু ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী ॥ ১ ॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে।
শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ২ ॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনী শিখাহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে কেহ্নে মনে'।

মল্লাররাগ ॥ কু[২২১।১]ড়ুক্কঃ ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহাঁ একচীতে ॥
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ধ্রু ॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্ন রহে খণে খণে ॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ॥ ২ ॥
এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥
য়েবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠায়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৩ ॥
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
য়েতেক ষাণিল নারী যেহেন শরীরে ॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

হেন রাধিকার বচনে।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে [॥ ২২১।২] ল ॥
আল বড়ায়ি।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি।
মনে ধরী রাধার বচনে।
কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে ॥ ধ্রু ॥

যমুনা[ত না] পাঞা গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে॥
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে॥ ২॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী॥
একশরী বনের ভিতরে।
ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে॥ ৩॥
বাহুড়িঞাঁ রাধিকার[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চন্দীদাসে॥ ৪॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ॥ যতিঃ॥

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে॥ ল॥ ১॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি
উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই॥ ধ্রু॥

---

১ পুথিতে বড়ায়ির'।

নানাবিধ ত্বখ পায়িলোঁ।
যার বিরহে পুড়িলোঁ।
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল
কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সোঞ্ঁরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো স্থখ আসেস
দিনে দিনে তনু ষেব
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥
বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে
বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

———

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ ধ্রু ॥
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল স্থখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥

আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলেঁা রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর ॥
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥
হেন স প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিনায় কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥
ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥ ১ ॥
[২২৩।১]শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥

---

১ পুথিতে গটিল'।

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

———

শ্রীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচ ন॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ॥
মদন কদনে[১] মোর নয়ন ঝুরএ
পা[২২৩।২]খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চাঁরি মায।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥ ধ্রু॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥ ২॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফু[টি]ট জায়িবে বুক॥ ৩॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

———

১ পুথিতে মদনে কদনে'।

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং ।
রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি ॥

হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী ।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী[১] ॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে ।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে ॥ ১ ॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ ।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল ।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল ॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল ।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ১ ॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল ।
ঝালিআর জল[২] যেন তখনে পালাইল ॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে ।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে ॥ ৩ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে ।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে ॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥
[২২৪।১] দণ্ডকঃ ॥

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহহং রাধিকেহধুনা ॥

---

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী' । ২ পুথিতে ডাল' ।

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদ্‌ড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আল রাধে।
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আন্নুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আনিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে [২২৫।১] পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।

---

১ সুখ,' সু' তোলাপাঠে

চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে [২২৫।২] সি কালে
তার থান জাহ একবার[১] ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলেঁ গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

আহা।
নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এথো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে একবারে'।

হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর [২২৬।১] তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥ ২ ॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী ॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুডুক্কঃ ॥

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত ॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥
আসুখিলী[১] চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতে উচিত তোর নহে ॥ ধ্রু ॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ[২] কেহ্নে ॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুণি আধম জন আন্ত[২২৬।২]রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে আসুখিনী'। ২ পুথিতে 'আদবাহ'।

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্ক ॥

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥
বিরহে কা ... ...

[ইহার পর পুথি খণ্ডিত]

বড়ু নামাঙ্কিত প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতকগুলি পদের পরবর্তিত রূপ প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পদই দানখণ্ডের অন্তর্গত। যথা—

(১) পাহাড়ী আরাগঃ ॥

কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবোঁ হাটে।
কেহ্নে নাগরি রাধা ছাড়ী দিবোঁ বাটে ॥
সব কুত ঘাটে রাধা মোর মাহাদান।
হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগ গে রাখোঁ মর্ত্যে রাখো তলে পাঁও সুধী।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুধী।
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদানে।
তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥
যশোদার [২৩।১] পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলোঁ। দান ধরি আহ্মার বচন ॥ ৩ ॥
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[দানখণ্ড]

তুলনীয় :

———

রাগিণী ধানশী। জলদ ॥

কি আলো রাধো ঐ জে। হাঁকুলি একলা ॥
কেন দান না দিবে কেন জাইবে হাটে।
কেন নাগরী রাধা ছাড়ি দিব বাটে ॥

সব কুত ঘাটে রাধা মোর মহাদান।
হয় নয় দেখ রাধা পাঞ্জি পরমান॥
বার বরিখের দান দিবে জে গুয়ালি।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁহু গুধি।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুদ্ধি॥
এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে।
তাকে ভাঙ্গি জাএ রাধা কাহার পরাণে॥
যশোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশী।
তোমাকে দেখিলু রাধা অধিক রূপসী॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বচন॥
এভো যবে না ধরিবে পাশে বৃন্দাবন।
বলে ধরি তোক তবে দিব আলিঙ্গন॥
ইহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ॥

---

(২) ধানুষী [রাগঃ] ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি।
চাঁপা কুঁড়ী দেখিতেঁ রূপসে।
[২৪।১] তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে॥ ল॥
বিকসিলেঁ মোহে মুনি মণে
হেন সব নারীর যৌবনে॥ ১॥
কি না মোক ভৈল এত কালে।
মাহাদানী ভৈগেল গোকুলে॥ ধ্রু॥
অনেক কড়ীর পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা॥
রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী॥ ২॥

নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুধী নাহিঁ পাওঁ ॥
এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ তুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাক জাওঁ বিকে রঙ্গে ॥
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[দানখণ্ড]

তুলনীয়—

রাগ ধানশী। গঞ্জল ॥

কি আগো বড়াই ঐ জে। হাঁকুলি একলা ॥
চাঁপা কুড়ি দেখিতে রূপসে।
তাহে নাঞি গন্ধের পরশে ॥
বিকশিলে জগমন মোহে।
নারীর যৌবন হেন হয়ে ॥
কানু মোরে আলিঙ্গন মাগে।
নাঞি জানি সুরতির ভাবে ॥
অনেক কড়ির পসরা ॥
হাট জাত্যে না পাইল মথুরা ॥
রাজা কংসে করিব গোহারী।
তবে কানু লয়্যা জাব ধরি ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ।
দানের শুধি নাহি পাঙ ॥
এবে রাজা ধনের কাতর।
চাহে জবে তুধে দিব কর ॥
সখী সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাকে জাঙ বিকে রঙ্গে ॥

কেন কানু হেন পড়িহাসে।
গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥

---

(৩) মালব রাগঃ। রূপকং॥ লগনী॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর॥ ১॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥ ২॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারাণসী সরুপেঁসি জান।
তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্য স্থান॥ ৩॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ॥ ৪॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলাণী॥ ৫॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর ম[২৫।১]নে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক॥ ৬॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মনের কথা কহিলেঁ আপুণী॥ ৭॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল॥ ৮॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী॥ ৯॥

[দান খণ্ড]

তুলনীয়—

রাগ বরাড়ী। অপূর্ব কলা॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির।
প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর॥ এ॥
জার প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে।
গলাতে পাথর বান্ধি দহে পশি মরে॥ এ॥

তুমি গঙ্গা বারাণসী স্বরূপেসি জান।
তুমি মোর সব তীর্থ তুমি পুণ্য স্থান ॥ এ ॥
ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ।
তুমার মাউলানী আমি শুন দেবরাজ ॥ এ ॥
হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী ॥ এ ॥
ই বোল বলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পর ঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক ॥ এ ॥
ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।
আমার মনের কথা কহিলে আপুনি ॥ এ ॥
বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল।
জরুয়া দেখিয়া জেন রুচক অম্বল ॥ এ ॥
জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুয়ালি।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাশুলী ॥

---

(৪) কোড়া রাগঃ

হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ ॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

[দানখণ্ড]

তুলনীয়—

রাগিণী মঙ্গল। কুন্দশেখর ॥

হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলে তনু হইবেক লাউ ॥
নহুলি যৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ ॥

---

(৫) পাহাড়ী আরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তিন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥
জল মাঝে মীন কন্যা করিল গমন।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চপাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেহ্নে স্বরপুরে বসে ॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥
[৩৩।২] নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে।
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে ॥
এহা জাহী একমনে পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[দানখণ্ড]

এই পদের পাঠান্তর প্রচলিত পদে পাই :—

রাগিণী গৌরী। চুটখিলা ॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার ॥
জল মাঝে মীন কন্যা করিল গমন।
তাথে উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥
তোমার বচন রাধে সবই আতত।
পরদারে পাপ নাঞি মুনির সমত ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পঞ্চ পতি জার ভৈলা সব লোকে জানি॥
রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেন সুরপুরে বৈসে॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হর শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তনু নাম নরে॥
নারীর সম্ভোগে রাধে জদি পাপ বসে।
এ তিন ভুবনে কেন সে গঙ্গা পরশে॥
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
জত সতীপনা সব মিছা জান তারে॥
ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাসে॥

---

(৬) রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে॥
কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে॥ ১॥
হেন অদভূত কথা শুন ল বড়ায়ি।
পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্তি কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুই মহিলা একঠাই॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুই আসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুই জনে মৈলা॥ ২॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার কারণ।
তেহোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ॥
এহা জানী কাহ্নাঞিঁক নিষধ বড়ায়ি।
[৩৪।১] কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই॥ ৩॥

বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মনে পরিভাউ।
আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ ॥
আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥
[দানখণ্ড]

তুলনীয় :

রাগ ধানশী। বিষম ॥

কি আগো বড়াই ঐ জে। হাঁকুলি একলা ॥
গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
অদ্যাপিহ অপযশ তার পরচারে ॥
কপটে অহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥
হেন অদভুত কথা শুন লো বড়াই।
পরদারে পাপ নাঞি বলন্তি কানাঞি ॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাঞি ॥
শুভ নিশুম্ভ দুই অসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুইজন মইলা ॥
চোদ্দ চৌ যুগ আছিল লঙ্কার রাবণ।
তেঁহ সে মজিলা মায়া সীতার কারণ ॥
ইহা জানি কানাঞিক নিষধ বড়াই।
কেন হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঞি ॥
বলহ বড়াই কানু মনে পরিভাঁউ।
আপনাকে চিনিঞা আপন ঘরে জাউ ॥
আমা সনে কানাঞি তেজু পরিহাস।
বাশুলী বন্দি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥

---

(৭) রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সে নেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিলে মন ভালে জাণে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥ ১ ॥

আল রাধা

না পরিহর সুন্দর কাহাঞি
সব কলা সংপুণী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

[দানখণ্ড]

তুলনীয় :

রাগ পাহিড়া। রূপক ॥

আগো রাধে

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে
তোর মোর উচিত সে নেহে।

আগো রাধে

তোমাতে মজিলে মন ভালে জানে দেবগণ
ইথে কি বিচারহ সন্দেহে ॥

আগো রাধে

না পরিহর সুন্দর কানাঞি।
সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই ॥

---

(৮) গুজ্জরী রাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা।
লঘু [৩৬।১] নাটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।
তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন অহ্মেত মাউলাণী ॥ ১ ॥

তুলনীয়—

রাগিনী সুহই। যতি॥

রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা।
লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা॥
গোচরিঞা ফল ধরাইব জেবা জানি।
তুমিত ভাগিনা কানাঞি আমি ত মাউলানী॥

---

(৯) গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আপনে বোল তোহ্মে ত্রিদেশ পতী।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে॥ ১॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে।
আইহন শুনিলেঁ তোর লইব পরাণে॥ ধ্রু॥
ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে॥
আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে।
কভোঁ না শুনিব আহ্মে তোহ্মার বচনে॥ ২॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে।
তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন।
বাহুড়ী আপন ঘর করহ গমন॥ ৩॥
কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ।
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

তুলনীয়—

রাগিনী স্থই। যতি ॥

আপনি বলহ তুমি ত্রিদশের পতি।
তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি ॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে।
ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন।
আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন ॥
ভূমি ছুইঞা হাথে পরশি দুই কানে।
তভোহ কানাঞি তোর না ভইল জ্ঞানে ॥
আমাকে না কর কানাঞি অধিক যতন।
কভো না শুনিব আমি তুমার বচন ॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে।
এভোহ কানাঞি কেন করহ যতনে ॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপিত মন।
বাহুড়ি আপন ঘর করহ গমন ॥
কিসকে করহ কানাঞি হেন পরবন্ধ।
তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি আমার সে আশে।
বাশুলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

---

(১০) পাহাড়ী আরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে অতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই।
ভুহি কালশাপে যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে নহে।
আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥

হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ
জীউ দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে মান্থ স্থরতী
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
মাণিকঁ জিনিআঁ দশন জুতী
গীএ সাতসরী হারে।
কর কমল বাহু মৃণাল
হেম ঘট পয়োভারে ॥
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাতে কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥ ২ ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভূত বিণি ঘাএ হাণী
বিকল কৈল পরাণে ॥
ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আহ্মার নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে ॥ ৩ ॥
উরুযুগ শোভে রাম কদলী
থল কমল চরণে।
রাজহংস জিনিআঁ আতি
রাধার মন্থন গমনে ॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার স্থরতীর আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[দান খণ্ড]

তুলনীয়—

রাগিণী পাহাড়ী ॥ যমক ॥

মুখ কমলে অতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই ।
ভোঁঞি কাল সাপ যুগল তাহাতে
শোভএ নিচল হই ॥
আন জদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে রহে ।
আছু রাজপদ দূর বড়াই
জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাত জোড় করি ভকতি করু
জীউ দান দেহ বড়াই ।
বোল রাধারে মানু স্থরতি
তবে সে জীএ কানাঞি ॥
মাণিক জিনিঞা দশন জুতি
গীএ শতেশ্বরী হারে ।
কর কমল বাহু মুনাল
হেম ঘট পয়োভারে ॥
নাভি তার নদ ঘাট ত্রিবলি
ঘন জঘন পুলিনে ।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলি কিরিপাণে ।
অতি অদভুত বিনি ঘাএ হানি
বিকল কৈল পরাণে ॥
উরুযুগ শোভে রাম কদলী
স্থল কমল চরণে ।
র্যাজহংস জিনিঞা অতি
রাধার মন্দ গমনে ॥

পৃথিবীতে আমি অবতার কৈল
তার স্থরতির আশে।
বাসলী চরণে বন্দিয়া গাইল
এ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

---

(১১) ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে তুরুবারে।
কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে ॥
শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী ॥ ১ ॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি।
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।
হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদন কমলে।
আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জরে ॥ ২ ॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জানো বড়ায়ি।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞি ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুনিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥ ৩ ॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে স্থরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুস্থদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥
[দানখণ্ড]

তুলনীয়ঃ

রাগিনী ভীমপলাশী। দশকুশী ॥

শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে তুরুবারে।
কোন ছলে জাব ঘর নই স্বতন্তরে ॥

শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।
বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি করি ॥
প্রাণ লয়্যা খেড়া হইল আগে হে বড়াই।
স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি ॥
হার কঙ্কণ মোর কাঁচলিতে দেই টান।
হেনকে হোছাল মারে লহেত পরাণ ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদন কমলে।
আলিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জ্বরে ॥
কাহাকে বুলিএ রতি না জানি বড়াই।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কানাঞি ॥
মোএ শিশুমতি বড়াই করু কোন বুদ্ধি।
শুনিয়া বা কি বলিবে স্বামী গুণনিধি ॥
অমূল্য রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়াই শ্রীমধুসূদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণে ॥

---

(১২) কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞি ঘাটে মাহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হআঁ গেল মোরে যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতে মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।
অনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥ ২ ॥

পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে।
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
দুরুজন কাহ্নাঞি স্থন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥ ৩ ॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর।
জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞি সব সখিজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥
[নৌকাখণ্ড]

তুলনীয়—

রাগিণী সুই ॥ বিষম সন্ধি ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানী।
বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী ॥
কেন সব সখীগণে আগে কৈলে পার।
কাল হয়্যা গেল মোর যৌবনের ভার ॥
কি ভৈল ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেন মন কৈল জাত্যে মথুরার হাটে ॥
অবস্থা করিল মোকে সেই জগন্নাথে।
পুনরপি ঠেকিলাম তাহার জে হাথে ॥
ইহ পথে আসি মোএ হারাইনু বুদ্ধি।
অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি ॥
পুরুব জনমে মোর করমের ফলে।
জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে ॥
তেঞি সে দধি বিকে জাঙ মথুরার হাটে।
তুরুজন কানাঞি শুন ইবে পাড়ে বাটে ॥
কর জোড় করি বলি শুন দামোদর।
জাইব বড়াই সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥

এড়িয়া জাএ কানাঞি মোরে সব সখীগণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর গণ ॥

---

(১৩) মল্লার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ ধ্রু ॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ।
[কি]সেরেঁ করসি তোঞঁ ছান্দ ॥ ২ ॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হঞাঁ তোহ্মে · ··· ॥
[স]কল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩ ॥
মাকড়ের [হাথে যেহ্ন] ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধিভার।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪ ॥
[ভারখণ্ড]

তুলনীয়—

রাগিণী ধানশী। ঝম্পক ॥

আউ থাকিতে কানাঞি মরণ ইচ্ছসি।
সাপের মুখেতে কেন আঙ্গুল দেসি ॥

চূণ বিহনে জেন তাম্বুল তিতা।
অল্প বয়সে তেন বিরহের চিন্তা॥
লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুঁহার।
পাশে আসিতে কেন চাহসি আমার॥
মজুরিয়া হয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ।
অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ॥
হাথে হাথে চাহ তুমি আকাশের চান্দ।
লোকে উপহাস করে দেখে তুহুঁ ছান্দ॥
উত্তম জাতি তুমি নন্দের বালা।
পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা॥
সকল লোকের মাঝে না বাসহ লাজ।
না বহসি ভার তুহুঁ সিঞানের কাজ॥
মাকড়ের হাথে জেন ঝুনা নারিকল।
আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল॥
সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধি ভার।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী বরে॥

---

(১৪) বোলাবলী রাগঃ॥ কুড়ুক্কুঃ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন স্থন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতি
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥ ২॥

তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে [১৯১।১]।
ঈষত বদন করী মন মোর নিল হরী
বে আকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পানি
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[রাধা বিরহ]

তুলনীয়—

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে ॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে ॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদেঁ
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥

ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ও ব্যাখ্যা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ১৫১। বেশির ভাগ শ্লোকই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাস কাহিনীর সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। পালাগানে অধিকারীর বিবৃতিদানের মধ্যে যেমন ঘটনার একটা আভাস পাওয়া যায়, কবি এই শ্লোকগুলির সাহায্যে সেই কার্যই সম্পাদন করিয়াছেন। অন্যান্য মগধীয় ভাষাতেও (যেমন অসমীয়া ও প্রাচীন মৈথিলী) এই রীতি দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৪১৫টি পদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে ৪৩ বার।

রাগরাগিনী—কাব্যখানিতে মোট ৩২টি রাগ-রাগিণীর নাম রহিয়াছে।

চর্যায় ও গীত গোবিন্দে যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে তাহাদের কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়।

যেমন চর্যাগীতির অন্তর্গত বঙ্গাল, বড়াড়ী, ভৈরবী, পটমঞ্জরী, গুঞ্জরী, মল্লারী এবং গীতগোবিন্দে উল্লিখিত গুর্জ্জরী, বরাড়ী, বসন্ত বিভাষ, ভৈরবী, মালব, রামকিরী, দেশবরাড়ী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৩ খণ্ডে বিভক্ত—জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। শেষ অধ্যায় রাধাবিরহে "খণ্ড" যুক্ত না থাকায় অনেকের ধারণা যে এই অংশ বড়ু কর্তৃক রচিত হয় নাই।

[অথ জন্মখণ্ডঃ]

জন্মখণ্ডে বা প্রস্তাবনা অংশে কংশের অত্যাচার হইতে জগৎকে রক্ষার জন্য দেবতাগণের প্রার্থনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু কৃষ্ণ হইয়া বসুদেবের অষ্টম পুত্ররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। কংশ নারদের নিকট অবগত হইলেন যে বসুদেব পত্নী দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে তাহার নিধন হইবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত লক্ষ্মী রাধারূপে সাগরের ঘরে এবং পদুমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবতাগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী নপুংসক আইহন হইল রাধার স্বামী। জন্মখণ্ডের এই অংশটুকু পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে পদ সংখ্যা আট।

ভাগবত পুরাণ অনুসরণ করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ প্রদান করিয়াছেন [পৃঃ—৮৩—৮৪]

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী·············· ····· দধুঃ ॥

পৃথিবী তাঁহার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে দেবতাবৃন্দ সত্বর কংশনিধনের জন্য মনোযোগ দিলেন।

সব<সব্ব<সর্ব (অশোক অনুসাসনে "সব" পাওয়া যায়)।

দেবেঁ—এঁ<এন—কর্তৃকারকের বিভক্তি।

মেলি<মিলিঅ, মেলিঅ (প্রা)<মিলিত = মিলিত হইয়া।

পাতিল<√পাত্ +ইল (অতীত কাল) = স্থাপিত করিল।

তুলনীয় : পাতিল নাটে ; ধরণী পাতিল।

হএ<হয়<হই<হোই (প্রা, অপ)<অসতি+ভবতি = হয়।

ইহার—ইহা<এহ, এহু<এস, এসো<এষঃ + র (ষষ্ঠী বিভক্তি)।

কমণ<কমণ, কবণ (প্রা)<কঃ পুনঃ = কেমন।

সহ্মেই = সবেই (ই-নিশ্চয়ার্থক)। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে সমাই, সম্মাই প্রভৃতি পদের ব্যবহার দেখা যায়।

বুয়িল = বলিলেন। ঠাএ<ঠাঅ (অপ)<ঠামিঅ<স্থামিক+"এ" (সপ্তমী বিভক্তি) = স্থানে।

স্তুতীএঁ = স্তুতি দ্বারা ; এঁ <এন, করণের বিভক্তি।

তরে<ভিত্তরি (প্রা-পৈ)<অভ্যন্তর ; আদিস্বরে শ্বাসাঘাত না পড়ায় "অ" লুপ্ত হইয়াছে।

তোহ্মে<তুম্হে<*তুষ্মে (= যুষ্মে) ; অথবা তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ)> তুম্হাহি>তুম্হে>তুহ্মে, তোহ্মে।

তুলনীয় : উড়িয়া "তুম্ভে"

আসুরের = অসুরের ; শব্দের আদিতে অ> আ, মৈথিলী, অসমীয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাষায় লক্ষণীয় ; যথা—মৈথিলীতে—আতি, আঙ্গন ; অসমীয়া ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায়—আম্বল, আতিশয়, আসুখ, আষ্ট প্রভৃতি শব্দ। বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার যুগে সম্ভবতঃ অ>আ-রূপে উচ্চারিত হইত। আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণও অ>আ হইতে পারে।

খএ<ক্ষয় ; প্রাকৃত ক্ষ>"ক্খ" অথবা "চ্ছ" হয়। হেন<হেন্ন (অপ)< অনেন = এমন।

শুনী<শুনিঅ (প্রা) <*শুনিত (=শ্রুত্বা)=শুনিয়া।

হাসিআঁ<হসিঅ (প্রা) (=হসিত্বা)=হাসিয়া। দৈবকী—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী।

ব্রহ্মা সব দেব········· ······হএ।

কংশ এত প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন যে দেবতারা ভয়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। এইজন্য ব্রহ্মাআদি দেবতাগণ ক্ষীরোদসাগরে অবস্থানকারী শ্রীহরির নিকট গমন করিলেন এবং নানা প্রকার স্তব-স্তুতি দ্বারা তাহার তুষ্টি বিধান করিলেন। দেবগণ বলিতেছেন যে একমাত্র হরি ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেই কংশের নিধন সম্ভব হইবে।

ততিখনে=ততক্ষণে ; বিদ্যাপতির পদে "ততিখনে" পাওয়া যায়।

ধল<ধঅল<ধবল=সাদা ; তুলনীয় ঃ হিন্দী-ধৌলা। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ধলা।

দুই<দুই (প্রা)<দ্বি।

ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে—নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে দুইটি কেশ তুলিলেন। তন্মধ্যে একটি শ্বেত, অপরটি কৃষ্ণ। অনন্তর শুক্ল কেশ রোহিণীর গর্ভে ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ দেবকীর উদরে স্থাপিত হইল। শ্বেত কেশ বলদেব রূপে এবং কৃষ্ণকেশ কেশব বা বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এহি (<এই)<এহি (প্রা)<এভিঃ=এই। পাআঁ<পাইআঁ<পাবিঅ (প্রা)<প্রাপ্য=পাইয়া। গেলা<গঅ+ইল্ল<গত+ইল।

উপেখিআঁ<উপ্‌পেক্‌খিঅ<উপেক্ষ্য=উপেক্ষা করিয়া।

আগক=অগ্‌গ<অগ্র+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি)।

পাকিল—বাংলায় "ল" প্রত্যয়ান্ত পদ ক্রিয়াপদ ও বিশেষণ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। তুলনীয় ঃ "ভুখিল কাক"।

দাঢ়ী<দাঢিআ<দাঢিকা—তুলনীয় ঃ মারাঠী দাঢী=দাড়ী। বামন শরীর—খর্বাকৃতি। মাকড়<মক্‌কড়<মর্কট।

নাচএ<নচ্চঅ (প্রা)<নৃত্যতি=নাচে। উমত<উন্মত্ত ; উমত মতী—বিভ্রান্ত চিত্ত।

ধ্রু<ধুঅ, ধুয়া<ধ্রুব=গানের যে অংশ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

খণে-খণে<খণে-খণে (প্রা)<ক্ষণে-ক্ষণে। হাসে<হসএ<হসতি। বিণি <বিনা, বিণু (অপ)=ব্যতীত।

খোড়<খঞ্জ ; খোণেকে<ক্ষণেকে=মুহূর্তে। কানে<কাণ=কানা, অন্ধ।

খণেহএ খোড় খোণেকেঁ কানে—কখনও খঞ্জের আবার কখনও অন্ধের অভিনয় করেন। এখানে নারদের বিসদৃশ আচরণের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার হইয়াছে।

করে<করএ<করোতি। দেখি<দেক্খিঅ (=দৃষ্টা)=দেখিয়া। রঙ্গ= উল্লাস।

লাম্ফ<লম্ফ=উল্লম্ফন। প্রাচীন অসমীয়াতে লাম্ফ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ধরে<ধরিঅ<ধরতি। রহে<রহই<তিষ্ঠতি। চিতরে—চিৎ হইয়া।

বোলে<বোলই, বোল্লই (প্রা)<ব্রবীতি।

আনচান<আনছান<অন্নছন্ন<অন্যছন্দ=অসংলগ্ন বাক্য।

মিছাই<মিচ্ছা<মিথ্যা+ই (নিশ্চয়ার্থক)।

সান<সণ্ণা<সংজ্ঞা—(তুলনীয় হিন্দী-সৈন)=সঙ্কেত।

জীহের<জীহা (প্রা)<জিহ্বা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)।

রাঅ<রব। কাঢ়ে<কাঢ়ই (প্রা-বা)<কড্ঢেই<কৃষ ধ তি ; রাঅ কাঢ়ে—শব্দ করেন।

উঠি আঁ ....ছাগ।

নারদ উঠিয়া অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিলেন এবং অহেতুক ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বোকা পশুর মত পুনঃপুনঃ জিহ্বার অগ্রভাগ বাহির করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন।

কংসেত—"ত" সপ্তমীর চিহ্ন, কিন্তু ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত=কংসের।

উপজিল—উপ-√জন্+ইল=উৎপন্ন হইল।

কোণ<কোন—উড়িয়া ভাষায় "কণ"=কি।

নাহিঁ<নাহিং<নাসীৎ=নাই। এবেঁ<এঅব্ব(অপ)<*এতদ্বৎ=এখন। তোঁ<*ত্বয়েন (=ত্বয়া)=তোমার।

পৃঃ – ৮৫-৮৬

হৈবেক=হইবে। ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। সেসি=সেই ("সি" নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)

মোঁ <*ময়েন (=ময়া) আমি অর্থে। ঠাএ<স্থামিক+এ (সপ্তমী বিভক্তি)

শুনী <শুণিঅ <*শুনিতঃ (=শ্রুত্বা) =শুনিয়া। সচকীত<সচকিত— ত্রস্ত, ভীত। চিন্তির – ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয়ের প্রয়োগ মধ্য বাংলায়

পাওয়া যায়; এখানে অতীতকাল অর্থে প্রযুক্ত = চিন্তা করিল। হীত <হিত = কল্যাণ।

মারিবাক = মারিবার জন্য। মারিবা শব্দের সঙ্গে নিমিত্তার্থে "ক" প্রত্যয়।

থানে<থান<স্থান। দৈবকীঞ —"ঞ" প্রত্যয় কর্তৃকারকের বিভক্তি।

দুঠ্‌ঠ<দুট্‌ঠ (প্রা)<দুষ্ট। তাক সবই = তাহাদের সকলকেই।

আষ্টম<অষ্টম; পূর্ববঙ্গে "আষ্ট"। মাইল = মারিল। ছয়<ছঅ<ষট্‌; সিন্ধী ভাষায় "ছহ"।

সেহি = সেই (অর্ধ-মাগধী); দুয়ি<দুএ<দ্বি = দুই। নিয়োজিত = নিয়োগ করিলেন।

সুঅঁরী <সুমরিঅ <*স্মরিত (= স্মৃত্বা)। কাঁপে<কম্পএ<কম্পতে।

করিআঁ <করিঅ<*করিত (= কৃত্বা)। গিআঁ<গমিঅ<*গমিত (= গত্বা)।

দৈবকী উদরে ... .. রোহিণী গর্ত্ত গিআঁ।

শুক্লকেশরূপে যিনি দেবকীর গর্ভে অবস্থান করিলেন, অতিশয় বলশালী বলিয়া তিনিই মাতার গর্ভপাতচ্ছলে রোহিণীর উদরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগমায়া দেবকীর গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলেন। লোকে মনে করিল যে দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে।

শারঙ্গ<সারঙ্গ = শৃঙ্গ নির্মিত ধনুবিশেষ।

যে কৃষ্ণ রহিল ... ... দেবকীর জাঠরে

কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে যিনি দেবকীর উদরে বিরাজ করিলেন তিনিই হইলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণ।

জাণী<জাণীঅ<*জানিত (= জ্ঞাত্বা); আবেক্ষণ<অবেক্ষণ = পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান।

কাহ্নাঞি—কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কাণ্‌হ; কাণ্‌হ + আঞি প্রত্যয় (আদরার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে)।

তাহাক আষ্টম ....কংশ মহাবীর

দেবকী যে গর্ভধারণ করিলেন তাহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান বিবেচনা করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ কংশ প্রহরী নিযুক্ত করিল।

সুপুরুষ গর্ভ—দেবকীর অষ্টম গর্ভে মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হইল।

ধরল = ধরিল। আনুরূপ = অনুরূপ।

বিজয় নাম বেলাতে…………কাহ্নাঞিঁ।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রযুক্ত হইলে ঐ যোগকে বিজয়বেলা বলা হয়। উক্ত বিজয় নামক শুভলগ্নে ভগবান শ্রীহরি শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ হস্তে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় অল্প অল্প বারিবর্ষণ হইতেছিল।

ধরী <(প্রা) ধরিঅ <*ধরিত (=ধৃত্বা)=ধরিয়া।

জরম=জন্ম ; করম<কর্ম শব্দের সাদৃশ্যে "জরম" শব্দ গঠিত হইয়াছে।

ল=আল ; প্রাকৃত হলা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত।

নিন্দে <নিংদ (চর্যায়) <*নিন্দা <নিদ্দা <নিদ্রা।

ভৈল<*ভবিত (=ভূত)+ইল=হইল। কণ্যা <কন্যা।

ভোলেঁ<বিব্ভল (প্রা) <বিহ্বল+এঁ "ভ্রমে"

দেবের প্রসাদেঁ……… .. …না জাণিল

বসুদেব তখন ভগবৎ কৃপায় জানিতে পারিলেন যে গোকুলবাসীগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে এবং সেই সময় যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রার আবেশে যশোদা পুত্র হইল কি কন্যা হইল কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কোলে<কোল (প্রা) <ক্রোড়। বাটত—বর্ত্ম>বট্‌ট>বাট ; বাট+ত (সপ্তমী বিভক্তি)।

থাহা<থাহা<থাহ (প্রা)<স্তাঘ=থই, নদী বা জলাশয়ের তলদেশ।

কাহ্ন দেখি… ………যাহা দিল।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনে যমুনার গভীর জলরাশি কমিয়া গেল এবং তাহা অনায়াসেই পার হওয়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দিল।

বালী <বালিকা ; পহুরী <প্রহরী। চিআইল<চিৎ (জাগরণে)+আ+ইল=জাগরিত হইল।

পৃঃ—৮৭-৮৮

শিলাপটে=প্রস্তরখণ্ডে। আছাড়িআঁ=আছাড় দিয়া।

আকাসে<আকাস, আগাস (প্রা)<আকাশ। বাঢ়ে<বড্ঢই, বড্ঢএ< বর্দ্ধতে=বর্দ্ধিত হয়।

কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবাবে—কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত কংশ উপায় উদ্ভাবন করিল।

কংশে<কংশ ; কর্তৃকারকে "এ" বিভক্তি। পূতনাক—"ক" দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। পূতনা রাক্ষসী ছিল বকাসুরের ভগিনী। এই রাক্ষসী শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইবার ছলে বধ করিত। বলিকন্যা রত্নমালা দ্বাপর যুগের শেষে পূতনা নাম প্রাপ্ত হয়।

সংহরিল—সংহার করিল। স্তনপান ছলে=কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত পূতনা বিষমিশ্রিত স্তন তাঁহার মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তন্য পান করিবার ভাণ করিয়া পূতনা রাক্ষসীকে বধ করেন।

পাছে<পচ্ছা<পশ্চাৎ।

যমল আর্জুন—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবর ও মণি গ্রীব। ঐশ্বর্যগর্বে ইহারা অত্যন্ত গর্বিত ছিল। দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ইহারা স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা অভিশাপ মুক্ত হয় এবং স্বর্গে গমন করে। [কংশ কর্তৃক যমলার্জুনকে গোকুলে প্রেরণের কথা ভাগবত বা অন্য কোন পুরাণে নাই।]

ভাঙ্গীল—ভাঙ্গিলেন।

কেশি—কংশ কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বরূপী দৈত্য কেশিকে ব্রজধামে পাঠায়। কৃষ্ণ তাঁহার বিশালবাহু উহার মুখে প্রবেশ করাইয়া উক্ত দৈত্যকে নিধন করেন।

আনন্তর<অনন্তর।

দামোদর—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দুরন্তপনায় বিরক্ত হইয়া যশোদা গাভী বন্ধনের রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর উদুখলের সহিত বন্ধন করেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ দাদোদর [দাম (=রজ্জু)+উদর] বলিয়া খ্যাত।

তাত—তা<তাহ (প্রা, অপ)<*তাস (=তস্য)+ত (সপ্তমী বিভক্তি)= তাহাতে।

পুছ<পৃচ্ছ ; আবতার করি=অবতার গ্রহণ করিয়া ; কেলি=ক্রীড়া।

সুরেখ—সুন্দর রেখাযুক্ত ; সুপুট=সুগঠিত।

আধর<অধর ; যেহ্ন<*যাদৃশন (=যাদৃশ)=যেন।

পোঁআর<প্রবাল ; কন্নযুগ<কর্ণযুগল [কর্ণ>কন্ন>কান]

লুলে<লুলই, লোলই (প্রা)<লোলতে=দোলে।

করঙ্গরুবিন্দ=করাঙ্গুলি বৃন্দ ; মাল<মল্ল<মাল্য=মালা।

মরকত পাট=মরকত মণিদ্বারা নির্মিত ফলক।

জংঘ<জংঘা<জঙ্ঘা। পান্তী<পংতি (প্রা)<পঙ্‌ক্তি।

সজল জলদরুচি=জল বিশিষ্ট মেঘের ন্যায় শ্যামল শোভা।

জিনি<√জিন্ (বাং)=জয় করিয়া। বত্তীস<বত্তিস (চর্যায়)<বত্রিশ।

বত্তীস রাজলক্ষণ—বত্রিশ প্রকার রাজলক্ষণযুক্ত।

নিতি<নিত্য; বাছা<বচ্ছঅ<বৎসক। রাখে<রক্‌খই<রক্ষতি।

আল—আলো, হালো (চর্যায়)<হলা, হলে (প্রা)। কর অবতার=অবতীর্ণ হও। থির<থির (প্রা)<স্থির; হউ<হোউ (প্রা)<ভবতু। আল=আখর বিশেষ। কীর্তনের সময় পদের মধ্যে মধ্যে আখর দিবার রীতি আছে।

পদুমা উদরে এবং সাগরের ঘরে—এখানে দেখা যাইতেছে রাধার পিতার নাম সাগর এবং মাতার নাম পদুমা। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে—রাধা বৃষভানু নন্দিনী। পদ্মপুরাণে রহিয়াছে, রাধার মাতার নাম কীর্ত্তিদা।

তীন<তিণ্ণি<ত্রীণি=তিন। কোঁঅলী<কোমল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)= কোমলাঙ্গী। পুতলী<পুত্তলী<পুত্রলিকা।

দিনে দিনে ·· ······বাঢ়ে

রাধা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন।

আইহন<অহিমন্নু, অহিবন্নু<অভিমন্যু=আয়ান। নপুংসক=পূর্বজন্মে আয়ান লক্ষ্মীকে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া লক্ষ্মী লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। রাণী<রাণ্ণী (প্রা)<রাজ্ঞী।

দৈবেঁ কৈল····· ······জাণী

দেবতাগণ কৃষ্ণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রাধাকে আইহনের পত্নী করিলেন।

পৃঃ—৮৯

ঝাঁট<ঝটি<ঝটিতি—শীঘ্র। বুঢ়ীঅ<বুড্‌ঢিঅ<বৃদ্ধা; মাই<মাতা।

পিসী<পিউসিআ<পিতৃস্বসা।

নিয়োজিলী<নিয়োগ+ইল+ইকা =নিয়োগ করিলেন।

হাট<হট্ট (তুলনীয়—তামিল অট্ট)

চুন রেখ=চুনের রেখা। বাটুল<বট্টুল<বর্তুল=গুলি, বল॥

আখি<অক্‌তি<অক্ষি।

খীনে<খীণ (প্রা)<ক্ষীণ। ওঠে<ওট্‌ঠ<ওষ্ঠ।

উঠক—উঠ<উট্‌ঠ<উষ্ট্র+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি)। ওঠ আধর উঠক জিণী = ঠোঁট দুইটি উটকে পর্যন্ত পরাজিত করে অর্থাৎ বেশী পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

কাঠী<কাষ্ঠিকা। কাঠী সম বাহুযুগলে = দুই বাহু অস্থিচর্মহীন।

নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে = স্তনদ্বয় নাভিমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত।

অভিমন্যুজনন্যাহং…………মধুরাচারকোবিদে।

বড়াইর উক্তি ঃ—রাধে, অভিমন্যু জননী তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দিত চিত্তে আমার সঙ্গে মথুরায় চল।

রাধার প্রত্যুক্তি ঃ—তুমি বৃদ্ধা এবং তোমার ব্যবহারও সুমধুর। সৌভাগ্য-বশতঃ তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং চল, আমরা মথুরায় গমন করি।

[তাম্বূলখণ্ড]

এই অধ্যায়ে পদসংখ্যা ২৩।

রাধা বড়াই-এর সঙ্গে প্রত্যহ দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে মথুরায় যাইত। কৃষ্ণ বড়ায়ির নিকটই প্রথমে রাধার অনুপম রূপ লাবণ্যের কথা জানিতে পারেন, এরপরেই তাঁহার পূর্বরাগ জানে। তিনি বড়াইকে দিয়া রাধার নিকট প্রণয়নিবেদন স্বরূপ ফুল ও কর্পূর মিশ্রিত তাম্বূল পাঠাইয়া দেন। রাধা ঘৃণাভরে ফুল তাম্বূল বাম পায়ে পদদলিত করিয়া বড়াইকে সব্যঙ্গে অপমানিত করিলেন।

পৃঃ—৯০।

দুধেঁ<দুগ্ধ+এঁ<এন (করণে)। সজাআঁ = সাজাইয়া। নেত<নেত্র—একপ্রকার রেশমী বস্ত্র। ওহাড়ন<ওড্‌ঢণ<অববেষ্টন = আবরণ। জাএ<যায়তে। রস পরিহাসে = রসালাপ করিতে করিতে। আগু<অগ্‌গ (প্রা) <অগ্র (হিন্দী ও পাঞ্জাবীতে "আগূ")।

নেহালী<নি+ √ভাল্‌ = নেহাল ; নেহাল+ঈ>নেহালী = নিরীক্ষণ করিয়া।

মাথাত—মস্তক>মথঅ>মাথা ; মাথা+ত (সপ্তমী বিভক্তি) = মাথাত।

মাঝেঁ—মধ্য>মজ্‌ঝ>মাঝ ; মাঝ+এঁ (সপ্তমী) = মাঝেঁ।

নাতিনী—নপ্তৃক>ণত্তিঅ>নাতি ; নাতি+ইনী = নাতিনী।

বিমরিষে<বি—√মৃশ্‌+অ—বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

কারো<করউ (অপ)<করোতু = করি ; উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত।

জাওঁ<জাউ (অপ)<জাতু (প্রা)<যাতু = যাই ; উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত।

জানএ<জাণই<জানাতি।

দৈবে……ঘটনে—কাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন। ভীত হইয়া বড়াই চিন্তা করিতে লাগিল, কি উপায়ে রাধার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

পৃঃ—৯১।

একসরী<একেশ্বরী = একাকিনী। হৈলোঁ<*ভবিত+ইল+ওঁ (উত্তম-পুরুষের বিভক্তি) = হইলাম ; তুলনীয় অসমীয়া হলোঁ, ওড়িয়া হোইলু। কেনমনে = কেমনে।

রাধিকা……কেনমনে—রাধাকে ছাড়িয়া আজ আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। চরে<চরই<চরতি।

পুছোঁ<পুচ্ছ<পৃচ্ছ = জিজ্ঞাসা করি।

লগুড়—কোল শব্দ। বুড়ী<বুড্‌টী<বুড্‌ঢিআ<বৃদ্ধিকা। গোঠ<গোট্‌ঠ<গোষ্ঠ। পুতা<পুত্তঅ (প্রা)<পুত্রক (আদরার্থে প্রযুক্ত)।

কহিআঁ<কহিঅ (প্রা)<কথিত্বা, কথয়িত্বা = কহিয়া।

বুল< √বোল্ = ভ্রমণ কর। নাতিনি খানী = নাতিনীকে (আধুনিক বাংলায় প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে নির্দেশক-প্রত্যয় "খানী" ব্যবহৃত হয় না)।

তত্ত্ববাণী = যথার্থ কথা।

কেহেন<কইহণ (মা-প্রা)<*কীদৃশন।

পৃঃ—৯২।

কোঁঅলী<কোমলাঙ্গী ; পাতলী<পত্তলিআ<পত্রলিকা = কৃশাঙ্গী। বালী<বালিআ<বালিকা।

কোঁঅলী পাতলী বালী = কোমলাঙ্গী তন্বী বালিকা ; আদি-মধ্য যুগের বাংলায় বিশেষণ পদে ও স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইত।

সরূপ……সত—সত্য করিয়া বল, আমি যাহা করিতে বলিব, তাহা তুমি অবশ্যই করিবে।

তোঁ<তব। দুঅজ<দুইজ্জ<*দ্বিত্য (= দ্বিতীয়)। আন<অন্য। বাহ্মণ<বম্‌হণ<বাম্ভণ<ব্রাহ্মণ।

তোঁ……বধওঁ বাহ্মণ—বড়াই কৃষ্ণকে বলিতেছে "তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ স্বরূপ নাতি। তোমার কথা আমি অমান্য করিব না। সত্য করিয়া বলিতেছি

যে আমি তোমার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের ভাগী হইব।

যেহ্ন<*যাদৃশন ; উইল<উদিত+ইল (বিদ্যাপতির পদে "উয়ল")।

সূর=সূর্য ; দুঈলাখ যোজনে=বহুদূরে।

কেশপাশেঁ……যোজনে=এখানে বড়াই বলিতেছে যে রাধার কেশে উজ্জ্বল রঙের সিঁন্দুর শোভা পাইতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে, সজল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মধ্যে যেন নবসূর্য উদিত হইয়াছে। তাহার অমল মুখমণ্ডল স্বর্ণপদ্মের মত ভাস্বর। ইহা দেখিয়া চন্দ্র বহুদূরে প্রস্থান করিল অর্থাৎ রাধার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি যেন চন্দ্রের জ্যোতিকে ও হার মানাইল।

পদুমিনী<পদুমিনী (প্রা)<পদ্মিনী=সুলক্ষণাযুক্তা নারী।

আলক<অলক=কেশগুচ্ছ। পাঁতি<পংতি (প্রা)<পঙ্‌ক্তি।

কাঁতি<কংতি (প্রা-পৈ)<কান্তি=শোভা। আলক পাঁতি কাঁতি= অলকাবলীর মনোহর শোভা।

আলস<অলস ; উজল<উজ্জল (প্রা)<উজ্জ্বল।

শঙ্খত=শঙ্খের—এখানে সপ্তমীর "ত" বিভক্তি ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। খিনী<ক্ষীণ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে—"ঈ" প্রত্যয়)।

বিদ্যাপতিতে পাই—"সিংহ জিনি মাঝখিনী তনু অতি কোমলিনী"।

মুনি মন…………জলমাঝে

সুলক্ষণাযুক্তা আমার নাতিনী রাধা অনিন্দ্যসুন্দরী। তাহার রূপদর্শনে মুনির মনও বিভ্রান্ত হয়। তাহার কেশগুচ্ছের সৌন্দর্য দেখিয়া নবোদ্গত তমাল পল্লব বনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়াছে। কজ্জলে শোভিত ঈষন্নিমীলিত চক্ষুদর্শনে পদ্ম যেন জলে প্রবেশ করিয়া তপস্যায় রত হইয়াছে। সুন্দরী রাধার কণ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খের এমনি লজ্জা হইল যে ব্যস্তসমস্ত ভাবে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিল।

পসি<*প্রবিশিত (=প্রবিশ্য)=প্রবেশ করিয়া।

পাকা<পক্কক<পক্ক।

পৃঃ—৯৩।

আছে<অচ্ছই (প্রা)<*অচ্ছতি (ইন্দো-ইউরোপীয় *এস্কো-তি)।

বাড়ে<বড্‌ঢই<বর্ধতে। জিনী=জয় করিয়া।

নহলী—নবল>নবল্ল (প্রা)>নওল ; নওল+ঈ=নওলী>নহলী।

মত্ত রাজহংস…………যৌবন।

রাধার চলার গতি এত সুন্দর যে মত্ত রাজহংসও তাহার কাছে হার মানে। সুন্দরী রাধার উদ্ভিন্না যৌবন দিন দিন বাড়িতেছে। উপরিউক্ত পদগুলিতে বড়ু চণ্ডীদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির সন্ধান মিলে।

সুনী<*শুনিত (=শ্রুত্বা)=শুনিয়া।

ধরিবাক=ধরিতে ; "আক", আকু" প্রত্যায়ের দ্বারা গঠিত পদ ওড়িয়া ও ও মৈথিলীতে পাওয়া যায়। যেমন ধরিবাকু (ওড়িয়া) ; করিবাক (মৈথিল)।

হানে<√হন্=আঘাত করে। পীত্র<পিঅই (প্রা)<পিবতি। থীর< থির<স্থির।

কুসুমিত……মনে=এখন বসন্তকাল, বৃক্ষরাজি পুষ্পিত হইয়াছে। তাহাতে আবার ভ্রমরেরা মধুপান করিতেছে। কোকিলগণ সুমধুর স্বরে গান গাহিতেছে। তাই আমার চিত্ত ব্যাকুল।

থানক=নিমিত্তার্থক চতুর্থীর "ক" প্রত্যয় দ্বিতীয়ার অর্থে ব্যবহৃত। লাগে< <লগ্‌গই (প্রা)<লগতি।

এ থানক……লাগে=হে বড়াই, আমার সৌভাগ্যবশতঃই তুমি এখানে আসিয়াছ। অতএব, তুমি আমার এই উপকার কর।

আহ্মে দেব সংসারের সার—আমি ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা।

নাতী<ণত্তিঅ<নপ্তৃক। পৃঃ—৭৪। তোহ্মার আন্তরে=তোমার জন্য ; চর্যায় অনুসর্গ রূপে "অন্তরে" শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে—"তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী"।

আয়র<আঅর<অবর<অপর ; অসমীয়া ও ওড়িয়ায় "আবর"। যুগতী <যুক্তি।

তোহ্মার……যুগতী—বড়াই কৃষ্ণকে বলিতেছে—"তোমার নিমিত্ত আমি অবশ্যই আমার প্রভাব প্রয়োগ করিব এবং নানা উপায়ে তাহাকে বশে আনিতে চেষ্টা করিব।"

জানিএ<জ্ঞায়তে=অবগত আছি। প্রবন্ধ=উপায়।

নেহাবন্ধ<স্নেহবন্ধন। তোহ্মার…নেহাবন্ধ—তোমার ও তাহার (কৃষ্ণের) মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

আযোড় যোড়ন…সতী নারী—আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি। সে রাধা ত তুচ্ছ। সীতার মত সতী সাধ্বী নারীকেও আমি বশে আনিতে পারি।

হাথত—হস্ত>হত্থ>হাথ>হাত ; "ত" সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন।

কিছ<কিচ্ছ<কিঞ্চিৎ। ফুল<ফুল্ল (প্রা)<ফুল্ল।

পানে<পন্ন (প্রা)<পর্ণ (অষ্ট্রিক শব্দ)

সন্দেশে=উপহার।

কহির=কোথায় ; তাম্বূল—অষ্ট্রিক শব্দ।

নেত পাটোল=রেশমী বস্ত্র। নেআলী<ণোমালিআ (প্রা)<নবমল্লিকা।

মাহ্লী<মল্লিকা। আবথা<অবথা<অবস্থা। জরিলা<জরিত+ইল+আ =কাতর। আইস রাধা…বেথাঁ—বড়াই রাধাকে বলিতেছে যে কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায় বড়ই জর্জরিত। তাই এইসব উপহার তিনি তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

পৃঃ—৯৫

পেলাইল<প্রের+ইল ; প্রের>পেল্ল।

করিএ<কর্যতে=(ক্রিয়তে)—কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত। জীএ<জিঅই<জীবতি। নান্দের নন্দন…জীএ—জগৎ বন্দিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় বাঁচিয়া আছেন। গরু<গোরূঅ<গোরূব<গোরূপ। রাখোআল<রখ্অআল <রক্ষাপাল।

নান্দের নন্দন……নেহা—নন্দ-গৃহে গোপালক রাখালের সঙ্গে আবার কিসের প্রীতি?

জাউ<যায়তু=যাউক (অনুজ্ঞা) ; দহেঁ<দ্রহ ; দহ (প্রা)<হ্রদ ; শব্দটি অষ্ট্রিক দা'ক (জল অর্থে) শব্দ হইতে ও আসিতে পারে।

ধিক জাউ…স্থিতী—রাধা বড়াইকে বলিতেছেন যে পরপুরুষের প্রেম করিয়া যাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়, সে নারীর জীবনে ধিক্। এমন নারীর স্বামীর পক্ষে জলে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।

আদি আন্ত=আদ্যন্ত। এথো=একটিও। জানাআঁ=জানাইয়া।

পৃঃ—৯৬

তোর বাপেত নাহিঁ লাজ=তোমার বাপের লজ্জা নাই।

হেনক=এই প্রকার ; স্বার্থে "ক" প্রযুক্ত।

দুরুবার<দুর্বার। সতন্তর=স্বাতন্ত্র্য। সংহতি=সঙ্গে। গুআ<গুবাক (অষ্ট্রিক শব্দ)।

বড়ায়িক=বড়াইকে—"ক" দ্বিতীয় বিভক্তির চিহ্ন।

মো যবেঁ……সংহতী = রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—"তোমার এইরূপ দুরভি সন্ধির কথা জানা থাকিলে আমি তোমার সঙ্গে আসিতাম না।"

আইহন<অভিমন্যু। সাঁধ<সঞ্ঝা<সন্ধ্যা।

নঠ<নট্‌ঠ<নষ্ট। জুআএ<যুজ্যতে—যোগ্য হয়।

সহি<সহী<সখী। বিনী = বিনা। বিকীএঁ = বিক্রয় দ্বারা (এঁ<এন, করণের বিভক্তি)। বিনী‥ধনে = বেচাকেনা না হইলে কি গোয়ালার ধন বাড়ে? রাহী<রাধিকা।

পৃঃ—৯৭

ঝি<ঝিআ<ধিআ<ধিতা<দুহিতা।

হেন মতেঁ……প্রতী = কবির নিজস্ব উক্তি—এইরূপে বড়াই রাধার জন্য আইহনের মাতার অনুমতি আনিল।

লাস<লাস (প্রা)<লাস্য; লাস বেশ = মনোহর বেশ।

আধ<অদ্ধ<অর্দ্ধ। মহুল<মউল<মুকুল।

থলকমল = স্থলপদ্ম।

কমল বদনী…… যুগলে—

এখানে রাধার দেহের সৌন্দর্য বর্ণিত হইয়াছে; তাহার মুখাবয়ব পদ্মের মত সুন্দর, চক্ষুদ্বয় হরিণের মত চঞ্চল। আনত কপাল অর্ধচন্দ্রের সৌন্দর্যকে ম্লান করিয়াছে। গণ্ডদ্বয়ে মহুয়া ফুলের আভা; রাধার ওষ্ঠ ও অধর বন্ধুলী পুষ্পের ন্যায় রক্তিম। তাহার নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও মনোরম, কণ্ঠ শঙ্খের মত সুন্দর। বাহুদ্বয়কে দেখিলে দুইটি স্বর্ণযূথিকার মালা বলিয়া মনে হয়।

অথ দান খণ্ডঃ

এই খণ্ডে পদসংখ্যা সবচেয়ে বেশি; সমগ্র কাব্যের চতুর্থাংশের ও বেশি পদ এই অংশে রহিয়াছে।

দানখণ্ডে দেখি কৃষ্ণ দানী সাজিয়া রাধার নিকট মহাদান চাহিতেছেন। রাধা অস্বীকৃত হইলে কৃষ্ণ পূর্ব জন্মের লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার দেহ-সম্ভোগ কামনা করেন। কিন্তু রাধা কিছুতেই কৃষ্ণের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরে বড়াইর চক্রান্তে বন মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে।

সিশের<শীর্ষ+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)=সিঁথির।

চিহ্নসি=চিনিতেছ ; "সি" মধ্যম পুরুষের বিভক্তি। সংস্কৃতের "সি" বিভক্তি প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় রক্ষিত হইয়াছে ; নামধাতু।

সিশের......কাহ্নাঞি—তোমার সিঁথিতে সিন্দুর শোভা পাইতেছে। মস্তকে রহিয়াছে সুবিন্যস্ত কেশরাজি। আমি কৃষ্ণ, গোপীগণের মনস্কামনা পূর্ণ করি। তুমি আমাকে চিন না।

পরমাণে<প্রমাণ (বিপ্রকর্ষ)। ভাণে<ভাণ।

দান......ভানে। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"আমি দানী। আমার দানের সত্যতা সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করিও না।"

তোএঁ<তোএ (প্রা-বা)<ত্বয়া। পালাসী<পলাঅশি (প্রা)<পলায়সে =পলায়ন করিতেছ। মুঠি<মুট্‌ঠি<মুষ্টি। টলে<√টল্=বিচলিত হয়। ডাকর =বড় (উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় "ডাঙ্গর")। ডালিম<দাড়িম্ব। রুচে <রুচ্চই, রুচ্চএ<রোচ্যতে—রুচিকর হয়। সুঝি<√শুধ্=শোধ করিয়া।

মোর না কর নিরাশে=আমাকে নিরাশ করিও না।

নিলজ<ণিল্লজ্জ (প্রা)<নির্লজ্জ। পতিআশে<প্রত্যাশা। ভৈল<*ভবিত +ইল ; =হইল। জাএ<যাতি। রহাএ<রক্ষ্যতে।

পরসাদে<প্রসাদে। পরাণে......একবার=প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণের হাত হইতে আমার মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় উদ্ভাবন কর, যাহাতে আমি বাড়ী ফিরিতে পারি।

পৃঃ—৯৯

গোত<গোত্ত (প্রা)<গোত্র। কিসকে=কেন। বাখানে<ব্যাখ্যানয়তে [ণিজন্ত ক্রিয়া]। জীউ<জিঅউ (প্রা)<জীবতু।

তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে—আমার যৌবন তাহার (কৃষ্ণের) গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত করিল অর্থাৎ গোষ্ঠীর ক্ষতি করিল।

ঠেঁঠা<টেণ্টা=নির্লজ্জ ; খণ্ডউ...দান—এইসব উপদ্রব এবং দানের নামে নির্লজ্জ বেহায়াপনা এবার খণ্ডিত হউক।

লইলোঁ<*লভিত (=লব্ধ)+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)

আইলোঁ<আয়াত+ইল+ওঁ।

বাটদান......রাজ ঘরে—রাজ সরকার হইতে পথের শুল্ক ও হাটের শুল্ক আদায় করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছি।

স্নুনহ<স্নুণহ (প্রা)<শৃণুধ্ব (=শৃণু) = শুন।

অভরস<অভরসা = অবিশ্বাস। উপেথী = উপেক্ষা করি।

নেহত লাগিআঁ……উপেথী = প্রেমের জন্য আমি লাভ-লোকসান গণনার মধ্যে আনি না।

পৃঃ—১০০

খড়ী<খড়িআ (প্রা)<খটিকা। পাড়ী = পাতিয়া।

হএ নহে…… কর = সত্য মিথ্যা কিনা তাহা না হয় নিজেই হিসাব করিয়া দেখ।

বারহ<দ্বাদস<দ্বাদশ। আগোলসি<অর্গল+সি (মধ্যমপুরুষের বিভক্তি) = অবরোধ করিতেছ। বিতপনী = রূপবতী। পাট<পট্ট (কোল শব্দ) = রেশমী বস্ত্র। শোভএ<শোভতে।

আতি বিতপনী…… ললাট = কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"রাধা, তুমি অত্যন্ত রূপবতী; তোমার পরিধানে পট্টবস্ত্র, অলকাতিলকা দ্বারা তোমার কপাল শোভিত।

মোহোর<*মভ্যম্ (=মহ্যম্) + র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = আমার।

পাঁতর<প্রান্তর; নিমাথিতী = সহায়হীনা, একাকিনী।

রাখোআল……নিমাথিতী = কানাই তুমি বৎসপালক, তোমার বুদ্ধিও রাখালের মত। প্রান্তরে আমাকে সহায়হীনা দেখিয়া, আমায় অপমান করিতেছ।

টাকার<টঙ্কর = ধারাল অস্ত্র বিশেষ। ঘাএ<ঘাঅ<ঘাত।

পৃঃ—১০১

সকল বএসে……কিসে—আমার বয়স মাত্র এগার; তুমি কি যুক্তিতে আমার কাছে বার বৎসরের দান চাও?

ভাষ<সং ভাস = ধারা, রীতি।

এতেকেঁ……উপহাস = ইহাতে তোমার কাজের রীতি বুঝিতে পারিলাম; লোকে ইহা শুনিলে তোমাকে উপহাস করিবে।

পীড়এ<পীড়তে = পীড়ন করে। ভুখিল<ভুক্ত+ইল = ক্ষুধার্ত; এখানে বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত। ভষল = ভ্রমর। তভোঁ<তবু+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক) = তথাপি

তোর যোগ …মুকুলে = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—আমি একেবারেই বালিকা; তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভব নহে। বেশী পীড়াপীড়ি করিলেও ক্ষুধার্ত ভ্রমর কমলকলি হইতে মধু সংগ্রহ করিতে পারে না।

বড়ার = বড় ঘরের। বহুআরী<বহুড়িআ<বধূটিকা, ব্যবহারিকা ; অন্যত্র বৌহারী শব্দ পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—"রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী"।

পাকিল = পাকা ; এখানে অতীতকালের—"ইল" প্রত্যয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত। আরতিল = আর্ত। ভখিতেঁ = ভক্ষণ করিতে।

বড়ার……ভখিতেঁ না পারে—রাধার উক্তি :—

আমি বড় ঘরের বধূ, সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। আমার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া তোমার কি লাভ হইবে? গাছের উপরে পাকা বেল দেখিয়া কাকের লোভ হইতে পারে বটে, কিন্তু বেলের কঠিনত্বক ভেদ করিয়া কাক তাহা খাইতে পারে না।

থীর<স্থির ; যেহ্ন<*যাদৃশন। ফুটি<√ফুট্ট (প্রা) = ফাটিয়া। জাএ< যায়তে ; মেলে<√মেল্ল (প্রা) = বিভক্ত হয়। পাথর<পত্থর<প্রস্তর। পসী <*প্রবিশিত (= প্রবিশ্য) = প্রবেশ করিয়া।

তোর রূপ…… চীর—রাধার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমার রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমার বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে।

গলাত……পসীমরে—গলায় পাথর বাঁধিয়া বরং জলে ডুবিয়া মরুক। (প্রচলিত প্রবাদ)।

বারানসী—বরুণা ও অসী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া কাশীর অপর নাম বারাণসী।

সরুপেসি = স্বরূপতঃ (সি—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)।

তীথ<তিত্থ (প্রা)<তীর্থ।

তোষো……পুণ্যস্থানে = কৃষ্ণের উক্তি—রাধা, তোমাকে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে তুমিই আমার গঙ্গা, তুমিই আমার কাশী। আমার সকল তীর্থ, সকল পুণ্যস্থান তোমার মধ্যেই নিহিত ; অর্থাৎ এক কথায় তুমিই আমার সব।

পৃঃ—১০২

না বাসসি লাজ = লজ্জা বোধ কর না। চর্যায় "বাসসি" পাওয়া যায়। মাউলানী<মাউলাণী (প্রা)<মাতুলানী।

পইসে<পইসই< (প্রা)<প্রবিশতি। পাটাবুক = নির্ভীক।

হাকল বিকল = আকুল। জরুআ = জরাক্রান্ত ব্যক্তি।

আম্বল<অম্বল (পূর্ববঙ্গে "আম্বল" শব্দ প্রচলিত)। রুচক = রুচিকর।

বিরহে পুড়িআঁ···আম্বল = কবির উক্তি = জ্বরে কাতর ব্যক্তি অম্বল দেখিয়া যেরূপ লালায়িত হয়, বিরহ-কাতর কৃষ্ণের ও তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে।

ঠাই<ঠাঁই (প্রা-পৈ)<স্থামন্।

বাঢ়িলাহোঁ<√বাঢ়্+ইল+আহোঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)।

বর্দ্ধ<বড্ঢ<বাঢ়।

দিঠিত<দৃষ্টি+ত (সপ্তমী বিভক্তি) ; দৃষ্টি<দিট্‌ঠি (প্রা)<দিঠি। বাঘত <ব্যাঘ্র+ত ; সপ্তমীর-ত বিভক্তি ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। সোদর<সহোদর।

পোঞর = শিশুর। বেঢ়িলের = বেষ্টিত করিল ; স্বার্থিক "র" প্রত্যয়। আলপ কালে = অল্প বয়সে।

পোঞর···আলপ কালে = শিশুর ফুৎকারে পাহাড় উড়িয়া যাইতেছে। অল্প বয়সেই তুমি গুরুতর অভিশাপের ভাগী হইবে।

দিবোঁর = দিব (স্বার্থিক"র" প্রত্যয়)। বিথর<বিস্তর।

পৃঃ—১০৩

ঘোসসি = ঘোষণা করিতেছে। নহসি = নও।

তোহ্মার সম্বন্ধ কথা অনেক দূর = তোমার সঙ্গে আমার অতি দূর সম্পর্ক।

শালী<সালিআ (প্রা)<শ্যালিকা। তুণ্ডে = মুখে (দ্রাবিড় শব্দ)।

ভাঁগিব = ভাঙ্গিব। পালাউক = পলায়ন করুক।

কন্ধ<কংধ<স্কন্ধ। সম্বোধ = সম্বোধন কর (নাম ধাতু)।

পৃঃ—১০৪

আহুঠ<অদ্ধউট্‌ঠ (অর্ধ-মাগধী)<অড্ঢুট্‌ঠ<অর্ধ-চতুর্থ ;

মৈথিলে "অহুঠ" ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বাংলায় "আউট" পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামের নামে ও আউট রহিয়াছে যেমন, আউট পাড়া।

এহাত = ইহাতে। লক্ষক = এক লক্ষ।

নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ—তুলনীয় "সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন" (বিদ্যাপতি)। পাঞ্চ = পাঁচ ; পাঞ্চ শব্দ চর্যায় পাওয়া যায়।

নীল উতপল তোর নয়নে = তুলনীয়—

> "নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
> ধারয়তি কোকনদরূপম্॥ (জয়দেব)

তোহোর<তুভ্যম্+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) ; তোহোর শব্দের প্রয়োগ চর্যায় দৃষ্ট

হয়। সাত<সত্ত<সপ্ত। শোহে<সোহে<শোভতে। আঠ<অট্‌ঠ<অষ্ট। জিনে<জিণই<জয়তি।

বার<বারহ<দ্‌বাদস<দ্বাদশ। তের<তেরহ<ত্রয়োদশ।

পৃঃ--১০৫

চৌদ্দ<চউদ্দহ<চতুর্দশ। চউসট্‌ঠি<চৌষট্টি<চতুঃষষ্টি।

আগোলসি<আগল্‌ (<অর্গল)+সি (মধ্যম পুরুষের বিভক্তি)=অবরোধ করিতেছ।

নাট<নট্ট<নাট্য। কপট নাট্যে=মিথ্যা চাতুর্যে

টাটে=কষ্টে। মিছাখড়ি…টাটে=রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"কানাই, তুমি অনর্থক কপট চাতুর্থ অবলম্বন করিয়া দানের গণনা করিতেছ। কংশ একথা জানিতে পারিলে তুমি অত্যন্ত বিপদে পড়িবে।

পুথী<পোথী<পোস্ত্‌ (প্রা-পা)।

রাখোআল…তোকে=কানাই, তুমি রাখাল, এরূপ অযৌক্তিক কথা তোমার মুখেই শোভা পায়। আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধু, তোমার অসঙ্গত কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হই। নিজের অসাধু আচরণে তুমি ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট করিলে।

পৃঃ—১০৬

বেকত<ব্যক্ত। বিজুলি<বিজ্জুলী (প্রা)<বিদ্যুৎ।

শিশত<শীর্ষ+ত (সপ্তমী বিভক্তি)। শোভএ<শোভতে।

উয়ি<উদিত। সুরা<সুরিঅ<সূর্য।

নীল জলদ…শ্রবণযুগলা—এখানে কৃষ্ণ রাধার অনুপম রূপের বর্ণনা করিতেছেন। এই পদগুলি কবির গভীর পাণ্ডিত্যের স্মারক। রাধার কেশ কলাপ নীলবর্ণ মেঘের মত, তাহাতে চম্পকমাল্য বিদ্যুৎরেখার মত শোভা পাইতেছে। কপালে কামোদ্দীপক সিন্দূর দেখিয়া মনে হইতেছে যে প্রভাতে আকাশে সূর্য উদিত হইয়াছে। নব শশিকলার মত তাহার ললাটের তিলক উজ্জ্বল। তাহার সুন্দর কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে।

আনুপামা<অনুপম ; এখানে একই শব্দে দুইবার অ>আ হইয়াছে। কুহরা=কন্দর। প্রেয়াগ=প্রয়াগ ; দুই নদীর সঙ্গম স্থলকে প্রয়াগ বলে।

মন্থর গমনে……কণক প্রতিমা—দেহযষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভয়ে রাধা মন্থরগমনে চলিয়াছেন। এইরূপ চলার ভঙ্গী দেখিয়া করিশ্রেষ্ঠ বনবাসে গমন

করিল। স্বর্গে এহেন সুন্দরী রমণী আর নাই। বিধাতা যেন একটি স্বর্ণ-প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পৃঃ—১০৭

দেবাসুরেঁ মহোদধি—দেবতা ও অসুরগণ তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুদ্র-মন্থন করিল।

মথিল=মন্থন করিল (নাম ধাতু)।

আর<অরে (প্রা)—সম্বোধনে।

ভৈরব পতনে—জহ্নু মুনির আশ্রমে ; গাড়োয়াল প্রদেশে ভাগীরথী ও জাহ্নবীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গাথ<গাত্র। গড়াহলি=গড়াগড়ি যাও।

গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ=গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মর। আগম=তন্ত্রশাস্ত্র।

পৈসোঁ=প্রবেশ করি। ধরম বেবথা=ধর্ম ব্যবস্থা। আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা=রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথায় আসিতেছে। পাতসি=পাড়িতেছে।

টেটন=ধূর্ত ; টেণ্টন শব্দের ও প্রয়োগ পাওয়া যায়।

তিঅজ<*তিইজ্জ<*ত্রিত্য (=তৃতীয়)।

বৈস<উবইস (প্রা)<উপবিশ। পাশক<পার্শ্ব+ক (দ্বিতীয় বিভক্তি)।

পৃ—১০৮

আছিদর=ধূর্ত

বটে<বট্টই<বর্ততে=হয় ; বটে ক্রিয়ায় প্রয়োগ বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে লক্ষণীয়। টুটে<টুট্টই (প্রা)<ক্রটয়তি=কমিয়া যায়। গোআর=অবিবেচক। বিদ্যাপতির পদে পাই—

> "হম অবুধ নারি তুহুত গোয়ার
> সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআর॥"

মথানে<মন্থন। এড়িবোঁ<√এড়্+ইব+ওঁ (উত্তমপুরুষের বিভক্তি) =ত্যাগ করিব।

স্বগ্‌গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়=আমার কায়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল অর্থাৎ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

নহোঁ<নহি+ওঁ (নিশ্চয়ার্থক)=নই। দেউ<*দয়তু (=দদাতু)।

পাথি জাতি…… লুকাওঁ=এই ধরণের পদ প্রাচীন সাহিত্যে প্রচলিত ছিল।

এখানে রাধা সখেদে বড়াইকে বলিতেছেন যে পাখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তিনি কৃষ্ণের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য উড়িয়া পালাইতেন। তাহা হইলে কৃষ্ণের মুখ আর দর্শন করিতে হইত না। কখনো কখনো তাহার বিষ খাইয়া মৃত্যুবরণ করিতে ইচ্ছা হয়; আবার পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইলে তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিতে পারেন।

পৃঃ—১০৯

আবাল = বালক। সমুন্ধ = সম্বন্ধ; বাঁকুড়া অঞ্চলে সমুদ শব্দ এখন ও প্রচলিত।

এড়ু = ত্যাগ কর। পতিআশে = প্রত্যাশায়।

কানড়ী < কন্নাড়ী < কর্ণাটিক = কর্ণাটীয় রীতিতে খোঁপা। মুণ্ডায়িবোঁ = মুণ্ডিত করিব। নিরমিআঁ = নির্মাণ করিয়া (নামধাতু-অসমাপিকা)। আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী; চর্যাপদে আছে—"আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাই—"জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে।" মাঁসে < মাংসেন।

কি কৈলি···বৈরী = বিধি আমাকে নারীরূপে জন্ম দিয়াছেন, তাই এত কষ্ট পাইতেছি। মাংস যেমন হরিণের মৃত্যুর কারণ, তেমনি উদ্ভিন্ন রূপ-যৌবন আমার সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ।

সুরঙ্গ পাটোল = রঙ্গীন পট্টবস্ত্র। বিরহের কোল = আলিঙ্গন। শঙ্খচুর = চূর্ণ বিচূর্ণ।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ·········নিবিড় শৃঙ্গার"

রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—আমার সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিব; আমার বাহুর বলয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব। আমার সাতনরী হার ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিব। কারণ এইগুলি দেখিয়াই কৃষ্ণ আমার দেহ সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চান।

পদগুলি গাওয়া হইত বলিয়া অনুরূপ পংক্তি রাধাবিরহ অংশেও পাওয়া যায়।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে আছে—

"হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথিঁর সিন্দুর ॥

পৃঃ—১১০

ধামালী = কেলি কৌতুক। প্রাচীন সাহিত্যে ঢামালী ও পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদে রহিয়াছে ধমারি। দিহলি = দিও।

আখরে < অক্‌খর (প্রা) < অক্ষর। তীন < তিন্নি < ত্রীণি। জীএ < জীঅই < জীবতি। কাজনে < কাজলে < কজ্জল + এ (বিভক্তি)। লাঞ্ছন = কলঙ্ক।

পুনমির চন্দ = পূর্ণিমার চাঁদ।

কাল আখরেঁ····· দেবরাজে = এখানে কৃষ্ণ কালরূপের সৌন্দর্যের বর্ণনা করিতেছেন। কালো অক্ষরেই ত্রিভুবনের বিচার করা হয়। কালো মেঘের জলেই সংসার জীবিত থাকে। কালো গোরুর দুধ উপকারী। দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় কৃষ্ণবর্ণ হার শোভা পায়।

কাল চিকুর ···· মোহে—কালো চুল মস্তকের শোভা বর্ধন করে। কালো ভ্রুর জন্যই বদন-কমলের সৌন্দর্য। কালো ভ্রমর মধুর জন্য পদ্মবনে বিচরণ করে। কালো কালীতে রঞ্জিত নারীর চোখের অপূর্বশ্রী দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হয়।

তিরীর < স্ত্রী + র (ষষ্ঠী বিভক্তি) ; স্ত্রী > ইত্থি (পা, প্রা)।

দহে পৈস্থ ···যৌবন = রাধার উক্তি—"বড়াই, স্ত্রীলোকের জীবনে কোন সুখ নাই। তাহাদের জলে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়। দেহের রূপ-যৌবনই আমার পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

আপন গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী—অন্যত্র রহিয়াছে—"আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী"।

পৃঃ—১১১

হাঁছি < হঞ্জি। জিঠী < জ্যেষ্ঠী।

কমন আস্থভ······রাধা—বংশীখণ্ডে পাই।

"কোন আস্থভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলো॥

ওহাড়ী < অববেষ্ট + ইকা ;

রূপা < রূপ্‌পা < রৌপ্য। ঘড়ী < ঘড়িআ < ঘটিকা = ক্ষুদ্র ঘট।

সোনার চুপড়ী ····· ওহাড়ী = রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—"আমি সোনার চুপড়িতে রূপার ঘট সজ্জিত করিয়া উহাতে পট্টবস্ত্রের আবরণ দিয়াছি।"

কাঁশে < কংশ + এ(কর্মকারকে প্রযুক্ত) = কংশকে।

এভোঁ < এবে + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)।

রএ<রৌতি। সুনা<সুন্ন (প্রা-পৈ)<শূন্য।

ঘরের বাহির হৈতেঁ……ফলে—অনুরূপ পদ অন্যত্র রহিয়াছে। বংশীখণ্ডে পাই— "কান্ধে করুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥"

বিহা<বিআহ<বিবাহ। পরাক=পরকে।

বিহা না কর ···দানে—রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তুমি বিবাহ কর নাই, অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন কি? নিজেও ভোগ করনা, অপরকে দান করিতেও কুণ্ঠিত।

পৃঃ—১১২

এথোই=একও অর্থাৎ কোনো কথায়।

উমত<উন্মত<উন্মত্ত। জুআএ<যুজ্যতে।

পাতিআএ<প্রত্যাপয়তি=প্রত্যয় করে

চর্যায় পাই"—আইস সংবোহেঁ কো পতিআই"

আহ্মা সমে··· পাতিআএ=আমার সঙ্গে কৃষ্ণের রতিক্রীড়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। মাণিকের দ্বারা হীরক ভেদের কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

হোতিত=হইতে। পুছে<পুচ্ছই<পৃচ্ছতি (হিন্দী—পুছৈ)। পড়িহাসে<প্রতিভাসতে=মনে হয়।

কভোঁ<কভু+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)।

মাকড়ের ···গজমুতী=গজমুক্তার হার মর্কটের গলায় শোভা পায় না; তুলনীয় "বানরকণ্ঠে কি মোতিমমাল" (বিদ্যাপতি)।

একোহি=একটিও। আসুখিনী=অসুখী।

আয়াসিনী=শ্রান্তা॥ লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন।

নারেঁ=না+পারেঁ—নঞার্থক ধাতু; মোএঁ<ময়া।

নৌকাখণ্ড

এই খণ্ডে পদসংখ্যা ত্রিশ। কৃষ্ণের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া রাধা আর মথুরার হাটে আসেন না। এদিকে রাধার অদর্শনে ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়ায়ির শরণাপন্ন হইলেন। নানা কৌশলে বড়াই আইহনের মাতার অনুমতি লইয়া অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রাধাকে ও মথুরার পথে নিয়া আসিল। কাণ্ডারী

বেশে কৃষ্ণ তাহার ছোট নৌকাখানি নিয়া একে একে সকলকে যমুনার অপর পারে নিয়া গেলেন। সর্বশেষে রাধাকে নিয়া নৌকায় উঠিলেন। মাঝ-যমুনায় নৌকা আসিলে প্রবল ঝড় উঠিল। কৃষ্ণ নৌকার বোঝা কমাইবার জন্য রাধাকে তাহার পসরা ও অলঙ্কারাদি নদীতে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। রাধা ভয় পাইয়া তাহাই করিলেন। কৃষ্ণ কৌশলে জলে নৌকা ডুবাইয়া দিলেন। তখন ভীতা, সন্ত্রস্তা রাধা কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন। অন্যান্য গোপীগণ তাহাদের পসরা হইতে কিছু কিছু দ্রব্য দিয়া রাধার পসরা সাজাইয়া দিল। পরে মাল বিক্রয় করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

পৃঃ—১১৩—১৪৪

বিচি=বিক্রয় করি। বরিষা<বর্ষা।

জাইএ<*যায়তে (=গম্যতে)=যাই [কর্মবাচ্য]

দাণ্ডা<দণ্ড=নৌকার মধ্যদণ্ড।

পাতন<পত্তন=স্থাপন। যোখমাপে=মাপজোখ।

তৌলঝাঁপ=তুলাদণ্ডের পরিমাণ।

ঘলাপাড়ী<ঘরা (ছিদ্রঅর্থে)+পাটিকা=ছিদ্র বন্ধের জন্য কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত পাতলা পাটি।

স্থরগুঠি—শণ বা পাটের তৈয়ারী সলিতা। নাম্বাইল=নামাইলেন।

কাঠ কাটিল……মাঝ যমুনাএ=শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বিধান মত কাঠ কাটিয়া শুভলগ্নে নৌকার দণ্ড স্থাপন করিলেন।

ঠিকমত মাপজোখ করিয়া নৌকার জন্য চারি পাট তক্তা চিরিলেন এবং পরিমাণ মত গুড়া কাঠ মিশাইলেন। নৌকার ছিদ্রমুখ বন্ধ করিকার জন্য শণ বা পাট-নির্মিত পলিতা সংযোজিত করিলেন। তারপর মাঝ-যমুনায় নৌকা লইয়া গেলেন।

নাঅ<নৌকা। গঢ়ায়িল—নির্মিত করিল ; গ্রথ>গঠ>গঢ়।

থুয়িল<√স্থা+ইল। ডুবয়িআ<√ডুব্+ইয়া=ডুবাইয়া।

আই<আর্যিকা=মাতা।

পৃঃ—১১৫—১১৩

থুয়িআঁ=স্থাপন করিয়া। এথাঁ<*এত্র (=অত্র)

সত্বর হরিআঁ=তাড়াতাড়ি করিয়া। যাইউ=*যায়তু (=গম্যতাম্)

ঘাটিআল<ঘট্টআল<ঘট্টপাল=পাটনী।

সাম্বাএ<সমায়াতি=প্রবেশ করে। দানখণ্ডে পাই—

প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরি।

চর্যাপদে আছে—"কাঅ বাক্ চিঅ জসু ন সমায়।"

প্রথম যৌবন……চুরী=রাধার উক্তি—স্বামী আমার নব-যৌবন সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাতে অন্য কাহার ও প্রবেশাধিকার নাই।

তোহ্মা প্রতি……আহ্মার=আমার যৌবনে তোমার কোন অধিকার নাই।

আরিতেঁ<আড়ি (দেশী শব্দ)+তেঁ (সপ্তমী বিভক্তি)=উচ্চ পার।

অথ ভার খণ্ডঃ

এই অংশে পদসংখ্যা উনত্রিশ। এই খণ্ডে ভারবাহীরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধি-দুগ্ধের ভার বহনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মথুরার উপকণ্ঠে পসরা নামাইয়া কৃষ্ণ রাধার নিকট মজুরি চাহিলেন। রাধা "রতিদানের" আশ্বাস দিলে কৃষ্ণ সানন্দে ভার বহন করিয়া চলিলেন।

পৃঃ—১১৬

চামড়<চামট<চর্মবর্ত।

ছুচ=সূচের মত সূক্ষ্ম। বাঁহুক=বাক।

সজাএ<সজ্জতে=সাজায়।

সজ=নির্মাণ। সুচাঁছে=বিশেষ ভাবে মসৃণ করিয়া।

মুঠী<মুষ্টি। গুঠী<গুটিকা=গুটি।

ঝাওএঁ<ঝামঅ<ক্ষামক+এঁ (করণের বিভক্তি)=ঝামা দিয়া

পৃঃ—১১৭

শিকিআ<সিক্কিআ (প্রা)<শিক্যিকা=শিকা।

দুগুটি=দুইটি। বেগুআ=খড় দ্বারা নির্মিত বিড়া।

যোড়িআ<যোক্ত্র+ইয়া=যোজিত করিয়া।

আউ<আউ (প্রা)<আয়ুস্=আয়ু।

তিতা<তিত্ত<তিক্ত। তেহ্ন<*তাদৃশন

আউ……চিন্তা=রাধা বলিতেছেন—কানাই, আয়ু থাকিতে তুমি কেন

মরিতে চাহিতেছ? সাপের মুখের মধ্যে কেন আঙ্গুল দিতে চাহিতেছ? বিনা চুনে পানের স্বাদ যেমন তিক্ত, অল্পবয়সে বিরহের চিন্তাও তদ্রূপ।

মজুরিআ<ফারসী মজহুর = মজুর। তোঅঁ<*ত্বয়েন (= ত্বয়া) = তুমি। ছান্দ<ছদ্ম = ছল।

মজুরিআ……ছান্দ = মজুর হইয়া এত রঙ্গ-কৌতুক করিবার সাহস তোমার কোথা হইতে আসিল! তুমি সামান্য লোক হইয়া বড়র সঙ্গে মিশিতে চাহিতেছ। হাতে হাতে তুমি আকাশের চাঁদ পাইতে চাও। তোমার এই ছলনার হেতু কি?

পৃঃ—১১৮

কপিলা = কামধেনু। লংঘিব = লঙ্ঘন করিবে।

দুঠ<দুট্‌ঠ<দুষ্ট। সুদ্রেঁ<শূদ্র<ক্ষুদ্র (?)। রুঠ<রুট্‌ঠ<রুষ্ট।

ব্রহ্মা বেদ……সুমতী = কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে তিনি যদি রাধার দধি-দুগ্ধের পসরা বহন করেন, তাহা হইলে সমাজে অনাচার দেখা দিবে। ব্রহ্মা বেদ হরণ করিবেন, ইন্দ্র পৃথিবীকে জল হইতে বঞ্চিত করিবেন, সুধী সমাজ সত্যকথা বলিবেন না, কামধেনু দুধ দান করিবে না, বসুমতী শস্যদানে বিরত থাকিবেন, ঋষি তপস্যা করিবেন না এবং পণ্ডিতের সৎকাজে সুমতি থাকিবে না।

পুত্রেঁ……সতী = পুত্র পিতার কথা শুনিবে না, শিষ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করিবে, পাপে নিমজ্জিত হইয়া মানুষ পুণ্য কাজ করিবে না। সেবক প্রভুকে, নারী পতির বাক্য লঙ্ঘন করিবে এবং নারী নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিয়া নিজের সর্বনাশ সাধন করিবে।

পালি = পাইলি। ভারী = ভারবাহী। হেনস = এইরূপ।

উপজে<উপ্‌পজ্জই<উৎপদ্যতে।

তীন……সজন সমাজ = কৃষ্ণের উক্তি—রাধা আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকেই ভারী নির্বাচিত করিলে। ভারবহন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু ভারবহনের লজ্জাই অধিক। আমি কি করিয়া জনসমাজে মুখ দেখাইব?

পৃঃ—১১৯

দহী<দধি; সমার<সবার; ব>ম।

বাহুড়িআঁ<বি–আ+√ঘুট্ = প্রত্যাবর্তন করিয়া।

ছারখার—ক্ষার>ছার (মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত); ক্ষার>খার (শৌরসেনী প্রাকৃত)। সজাইলোঁ = সাজাইলাম। সজ = সজ্জিত হয়। তেএঁ<*ত্বয়েন (= ত্বয়া)।

পৃঃ—১২০

মো যবেঁ ····আহ্মার = রাধা বড়াইকে বলিতেছেন—কানাই আমার দধি দুগ্ধের পসরা ফেলিয়া দিয়া সব নষ্ট করিবে একথা পূর্বে জানিলে আমি কি তাহাকে এই গুরুভার বহিতে দিতাম? আমার বহুমূল্যের দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া আমার বড়ই ক্ষতি করিল।

চউহানী<চোভালিনী = সতর্কা; অন্যত্র = চৌহালিনী; তুলনীয়—হিন্দী—চৌকন্না; অসমীয়া—চোভা।

ভাষ<ভাস = শৃঙ্খলা। রুখ<রুক্ষ = কর্কশ। কান্ধে<কন্‌ধ<স্কন্ধ (পূর্ববঙ্গে কান্‌ধ)।

কি বহিব······উপহাস = কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—তোমার ভার আমি কি প্রকারে বহন করি! তোমার কথার কোন শৃঙ্খলা নাই। ত্রিভুবনের সর্বত্র আমাকে নিয়া উপহাস করিতেছে।

পৃঃ—১২১

বিনি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞি = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে দুঃখ বিনা কখনো সুখ লাভ হয় না।

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

ছত্রখণ্ডে রাধার রৌদ্র-তাপ-জনিত ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য কৃষ্ণের ছত্র ধারণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডে পদ সংখ্যা—৯

হাটের—হট্ট>হাট, হাট + -এর বিভক্তি = হাটের।

হাটের··· লিখন প্রমাণে—রাধার উক্তি:—কৃষ্ণ হাট ও বাটের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দান চাহিতেছে। পঞ্জিকাতে মিথ্যা লেখা দেখাইয়া দানের প্রমাণ করিতে চাহিতেছে।

ভালমনে = ভালমতে। টালিআঁ = টলাইয়া। তাহাকেহো = তাহাও। নেউ <*নয়তু = লউক।

পৃঃ—১২২

সিহাল<সেআল (প্রা)<শৈবাল। ণাল<নল।

অখণ্ড=অখণ্ডিত। সরোঅরময়ী=সরোবর সদৃশা।

অপুরুব<অপূর্ব। অপুরুব<অপূর্ব ; তুলনীয়-

"কুচ জুগ চারু চকেবা"—বিদ্যাপতি। আরপিল=অর্পিত ; এখানে বিশেষণে "ইল" প্রত্যয়ের প্রয়োগ। জরহরণ=বিরহ-জ্বর হইতে মুক্তি।

লাবণ্য জল · ···আধার=কৃষ্ণ এখানে রাধার রূপের বর্ণনা দিতেছেন :—"জল সদৃশ তোমার কমনীয়তা, শৈবালের মত তোমার কুন্তল। বদন-কমলে অলকভ্রমর শোভা পাইতেছে। পদ্মের মত তোমার চক্ষু, নলাকার দণ্ড স্বরূপ তোমার নাসিকা। অখণ্ডিত মহুয়া পুষ্পের মত তোমার কপোলদ্বয়। সুন্দরী রাধে, তুমি সরোবরের মত স্বচ্ছ। কৃষ্ণ দুঃসহ বিরহ জালায় কাতর। কুমুদ পুষ্পের মত তোমার হাসি, দন্তরাজি কেশরের মত শুভ্র। তোমার অধর প্রস্ফুটিত বন্ধুক ফুলের মত উন্মুক্ত।

পৃঃ—১২৩—১২৪

ভাণ্ডিবারে=প্রতারিত করিতে।

তোহ্মে কিনা জান······পরদার—রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"ত্রিভুবনের সমস্ত সংবাদই তোমার জানা আছে। কোন বেদ-পুরাণে পরদার-গমনের কথা বলা হয় নাই।

মাঙ্গী<মার্গ=কামনা কর।

দেখিআঁ····· মরে=রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—সাধুর ধনসম্পদ দেখিয়া চোর জলিয়া পুড়িয়া মরে।

অথ বৃন্দাবন খণ্ডঃ

দীর্ঘদিন রাধার দর্শন না পাওয়ায় ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়ায়ির শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ বহুমূর্তি ধারণ করিয়া গোপীগণকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং পরিশেষে রাধা কৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইল। এই খণ্ডে পদের সংখ্যা তিরিশ।

পৃঃ—১২৭

আশোআর্শে<আশ্বাস।

তোর রতি…মনোহরে = জয়দেবের "রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহরবেশম্" পদের অনুকরণে রচিত।

বাজাএ < বাদ্যতে। না কর…বাজাএ যতনে = বড়ায়ি রাধাকে বলিতেছেন—হে রাধে, তুমি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন করিতে আর বিলম্ব করিও না। তোমার সঙ্গকামনায় সে যত্নের সহিত সংকেত-বেণু বাজাইতেছে।

চিন্তিতেঁ আছে = চিন্তা করিতেছে ; যৌগিক ক্রিয়া।

খরমূজা < ফা-খরবুজ।

কালিনীর < কালিন্দীর = যমুনার।

তোর তনুগত ..রচয় শয়নে = বড়াইর উক্তিঃ—তোমার দেহ স্পর্শজনিত বাতাসকে কৃষ্ণ পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেছে।

পাখীর পদাঘাতে বৃক্ষের পাতা কম্পিত হইলে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কৃষ্ণ তোমার জন্য শয্যা রচনা করিতেছে।

তুলনীয়— "তুয়া তনু পরশি ধূলিরেণু উড়ত
তারে পুনপুনহি প্রশংসে॥ [গিরিধর দাস]

পৃঃ—১২৫

আযুগত < অযুক্ত (বিপ্রকর্ষ)।

সক্ষাক = সবকে। সঘন = পুনঃপুনঃ।

হাণ্বী = অন্যত্র, হাভী = হাই। পুনী = পুনরায়।

পৃঃ—১২৬

আছুক…ভোল = কৃষ্ণের উক্তিঃ—মানুষ ত ছার ! দেবতারা ও ভ্রমরের সুমধুর গুঞ্জন ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হন।

এহাবন নাহি জানে = এই বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে এত অদ্ভুত জায়গা আছে যাহার সংবাদ আমি ছাড়া আর কাহারও জানা নাই।

সকল শরীর…আহ্মার = মনুষ্যকুলের মধ্যে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি অন্যান্য বনের মধ্যে বৃন্দাবনের এই বনটিই ও শ্রেষ্ঠ।

নারিল = না + পারিল = পারিলাম না, নঞার্থক ধাতু।

বুঝিবারে…তোহ্মাএ—এই পদে কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের আনুগত্যের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। গোপবালকগণ সমস্ত লজ্জা, ভয় ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে জগন্নাথ ! তোমাকে বুঝিয়া উঠা সত্যিই কষ্টকর। আশা দিয়া কেন

আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ? আশাভঙ্গজনিত দুঃখ সহ্য করা কঠিন। ত্রিভুনের সকলের মন সম্বন্ধে তোমার জানা আছে।

পৃঃ—১২৭

আসত নিফল দুখ সহন না জাএ=এখানে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে কর্ম-বাচ্যের পদ গঠিত হইয়াছে। এই রীতি প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই দেখা যায়। যেমন চর্যাপদে পাই—"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।" পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এই রীতি লক্ষণীয়। যেমন—তোমর কথা সওন যায় না।

যদি কিছু···তোহ্মারে=এই পদটি জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী" পদ অবলম্বন রচিত।

আমিআঁ<অমৃত।

যদি কিছু···শোভে=কৃষ্ণ বলিতেছেন:—হে রাধে, কথা বলিবার সময় তোমার দন্তের সৌন্দর্য আমার ভয়-অন্ধকার দূরীভূত করে। পূর্ণচন্দ্র সদৃশা তোমার বদন। তাহার অধরামৃতের আকাঙ্ক্ষায় নয়ন চকোরদ্বয় নিশ্চলভাবে প্রতীক্ষা করে।

পৃঃ—১২৮

তোহ্মার নয়ন...কোকনদরূপে=তোমার মলিন নয়ন দুইটি নীলোৎপল সদৃশ।

তুলনীয়— "নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্॥" [জয়দেব]

মদন গরল·· উপরে=আমার শিরোভূষণরূপ কাম-গরল-খণ্ডনকারী তোমার চরণপল্লব আমার মস্তকের উপর রাখ।

তুলনীয়— "স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসি ভূষণং
দেহিপদপল্লব মুদারম্॥ [জয়দেব]

পালাউ=দূর হউক।

গণ্ডযুগ মহুলে=গণ্ডযুগল মহুয়াপুষ্পের মত সুন্দর; অন্যত্র—"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।"

বগহুলে=বকফুল।

পৃঃ—১২৯

নআলী<নবমল্লিকা। সেআলী<শেফালিকা।

মাহ্লী<মল্লিকা ॥

নেআলী · হাসে = কৃষ্ণ বলিতেছেন—রাধে, তোনার স্মিতহাস্যের মধ্যে নেয়ালী, শেফালী ও মল্লিকা পুষ্পের শুচিশুভ্র পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা বিকশিত।

অথ যমুনা খণ্ডান্তর্গত কালিয়াদমন খণ্ডঃ

এই অংশে কৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়নাগ দমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১০।

দিলা—<√দা+ইল+আন্ত (সম্ভ্রমসূচক) = দিলেন। মেলানী = বিদায়।

পৃঃ—১৩০

খণিএক = ক্ষণকালের জন্য। মাছ<মচ্ছ<মৎস্য।

লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন। জড়ী = জড়াইয়া।

তরাসিল<ত্রাস+ইল ("ইল" প্রত্যয় বিশেষণরূপে প্রযুক্ত) = সন্ত্রস্ত।

পৃঃ—১৩১

ততিখনে = ততক্ষণে। কান্দন<ক্রন্দন (পূর্ববঙ্গে—কান্দন)।

আদিবসে<অদিবস = অশুভক্ষণ। গুণিলান্ত = গণনা করিলেন। করায়িউ <ক্রিয়তাম্ = করাই।

বলভদ্র করায়িউ চেতন = বলভদ্র খানিকক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। পূর্ব জন্মকথা স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণের চৈতন্য ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন।

থল<স্থল। আপণা না চিহ্ন···কালী = বলভদ্রের উক্তি ঃ—কৃষ্ণ, তুমি কেন নিজেকে চিনিতে পারিতেছ না? যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংশ করিতে পারে, তাহার পক্ষে কালীয়নাগ দমন করা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

পৃঃ—১৩২

কমঠরূপে = কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়া। মাহাকোলরূপে = মহাবরাহ রূপে।

মীনরূপ ধরী···কারণ = এখানে বলরাম কর্তৃক দশাবতারের স্তোত্র পঠিত হইয়াছে ঃ—

হে কৃষ্ণ, তুমি মীনরূপ ধারণ করিয়া জল হইতে বেদ উদ্ধার করিলে। কচ্ছপরূপে তুমি ধরণী ধারণ করিয়াছিলে। মহাবরাহরূপে তুমি মেদিনী বিদীর্ণ করিয়াছিলে। নরহরির রূপ ধারণ করিয়া তুমি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলে। বামনরূপে তুমি বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলে। পরশুরামরূপে তুমি ক্ষত্রিয়কুল

ধ্বংশ করিয়াছিলে। শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি রাবণ রাজাকে বধ করিলে। বুদ্ধরূপে তুমি নিরঞ্জন ব্রহ্মের কথা চিন্তা করিয়াছিলে। কল্কীরূপ ধারণ করিয়া তুমি দুষ্টের দমন করিয়াছ। এইবার তুমি দুষ্ট কংশ রাজাকে বধ করিবায় নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, বড়ু চণ্ডীদাস অবতারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম বুদ্ধ ও কল্কীর পরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে বুদ্ধ আর কল্কী অবতারের নাম কৃষ্ণের পরে রহিয়াছে।

অথ যমুনা খণ্ডঃ

যমুনাখণ্ডে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের জলকেলি এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদিগের বস্ত্রহরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে পদের সংখ্যা ২২।

পাণিকে আইস—ডাক চরিত্রে অনুরূপ প্রয়োগ আছে—"কাখে কলসী পাণীকে যায়"।

গজগড়ি=গজগতি। ছান্দে<ছন্দে।

যাই যমুনার·· চান্দে=রাধা সখীগণকে বলিতেছে—চল, যমুনায় জল আনিতে যাই; যমুনার জলে ভরাকলসী নিয়া আসিব, এ বড় রঙ্গ হইবে। এই বলিয়া রাধা কলসী লইয়া গজগতি ছন্দে রওনা হইলেন। তাহার মুখের উপর চন্দ্রস্থিত কলঙ্করেখার মত কেশগুচ্ছ শোভা পাইতে লাগিল।

ভেটিল< √ভেট্+ইল=দেখিল।

পৃঃ—১৩৩

কেহো না পারিল···দেহ বসনে।

তুলনীয়— "বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে॥ [জ্ঞানদাস]

পুতলী<পুত্তলিআ<পুত্রলিকা

সকল গোআল·· কনক পুতলী=গোপবালাগণ কনকপুত্তলীর মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

পৃঃ—১৮৪

এথো পাঅ···নারে বচনে=তাহারা এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, মুখ দিয়া কথা ও বাহির হয় না।

তুলনীয়— "কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর।
চলইতে চরণ অচল সম ভেল ॥" [ঘনশ্যাম দাস]

কাহাক্রিঁ নাম···মান = কৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে যে চন্দ্র উদিত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণ চন্দ্রেই তাহাদের চিত্ত আবিষ্ট রহিল।

তোলসি = তুলিতেছ।

পৃঃ—১৩৪

কাখের<কক্ষ+র (ষষ্ঠী); কক্ষ>কাখ। নাম্বাঅ = নামাও। কান্ধ<কন্ধ<স্কন্ধ। দোষর—হিন্দী দোসর<*দ্বিস্বর = দ্বিতীয়। জীএ<জীঅই<জীবতি = বাঁচে।

যার কান্ধ···কথা = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—যাহার কাঁধের আর একটি মাথা রহিয়াছে, সে-ই কেবল তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারে; অর্থাৎ কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি রাধার সঙ্গে আলাপ জমাইতে চায়, তাহা হইলে তাহার অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে।

খুদ<খুদ্দ (প্রা)<ক্ষুদ্র। বড়সিএঁ = বড়শী দ্বারা। রুহী<রুহিঅ<রোহিত = মৎস্যবিশেষ। বান্ধসী = বাঁধিতে চাও।

তাম্বুল দিআঁ বান্ধসী = রাধার উক্তি :—পান দিয়া তুমি আমাকে কি বলিতে চাও? ছোট বড়শি দিয়া তুমি কি রুই মাছ ধরিতে চাও? অর্থাৎ এই তুচ্ছ প্রলোভনে তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না।

সুদ্ধ<শুদ্ধ। নাচুনী<√ণচ্চনী<নর্তনী = নর্তকী।

ঘাটোঁ<√ঘাট্‌+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = আলোড়িত করি।

আউটোঁ<আবর্ত+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = আবর্তিত করি।

নাথা<নক্তক = নেতা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা।

তোর বাঁশী···নাথা = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তোমার বাঁশী দিয়া ভাতে কাঠি দেই না কিংবা তাহাকে হাতে নিয়া দুধ ও নাড়া দেই না; অর্থাৎ তোমার স্বর্ণ নির্মিত বাঁশী আমার কোন কাজেই লাগিবে না।

আহুকিতেঁ<আহুখ্‌+ইতেঁ (অসমাপিকা) = ছিটাইতে।

বাহিরেঁ ভিতরেঁ···ভাল = রাধার উক্তি : "কানাই, বাহিরে তোমার বর্ণ কাল অন্তর ও তদ্রূপ মলিন। মুকুট-ধৌত জল তোমার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলে তোমার মলিনতা দূর হইবে।

পৃঃ—১৩৫

মাহাকাল = মাকাল ফল ; দেখিতে সুন্দর কিন্তু বিষাক্ত।

ভখিতেঁ = ভক্ষণ করিতে।

রস রাখে···আশে = রাধা রঙ্গরস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে কোন আশা দিলেন না।

কোহ্নো = কোনও। কোহ্নো গোপী····· আগুয়ানী—বড়াইর উক্তি : হে রাধে, কোন গোপী কৃষ্ণকে রূঢ় কথা বলিল না, তুমি কেন অগ্রসর হইয়া এইরূপ কঠোর কথা বলিলে ?

পৃঃ—১৩৬

কাছের < কক্ষ + র ; কক্ষ > কচ্ছ (প্রা) = কাঁখের।

আহ্মা লয়িআঁ···· তরাসী = কৃষ্ণ বলিতেছেন,—রাধে, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া জল লইয়া যাইতেছে। তুমি রুষ্টা হইয়া আমাকে কেন ব্যাকুল করিতেছ ?

রোষে বিনাশে দেহে এ সকল গুণ = কৃষ্ণ রাধাকে উপদেশ দিতেছেন যে ক্রোধ জন্মিলে তাহা দেহের সকল সদ্‌গুণ নষ্ট করিয়া ফেলে।

ভালমন্দ ···ভাষ = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—পথে ভালমন্দ কত লোক চলাফেরা করে ; সেজন্য বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করিয়া কথাবার্তা বলিতে হয়। তুমি যে ভাবে গোপন কথা প্রকাশ্যে বল, তাহাতে বুঝা যায় যে তোমার কাজের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বোধ নাই।

পৃঃ—১৩৭

কেহো যাবেঁ ···লাজ = কেহ যদি এসব কথা ফাঁস করিয়া দেয় তাহা হইলে আমার ত কলঙ্ক রটিবেই, অধিকন্তু তোমাকেও লজ্জায় পড়িতে হইবে।

গিরীশ সমএ = গ্রীষ্ম সময়। সুখাএ < সুখায়তে = সুখদায়ক হয়।

লাম্বী = নামি ; ন > ল (পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষে লামা ব্যবহৃত হয়)।

পৃঃ—১৩৪ নহিহ = হইও না। ণাম্বায়িল = নামাইল।

আনুমতি দিআঁ·····গোপীকুলে = কবির উক্তি :—কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া রাধা ও অন্যান্য গোপীগণকে জলে নামাইলেন।

হরিআঁ গোপীর ···গরুঅ মনে = কবির উক্তি :—গোপীগণের বসন ও হার হরণ করিয়া কানাই হৃষ্টচিত্তে খলখল করিয়া হাসিতেছেন। পৃঃ—১৩৯ ; তড়াত < তট + ত (সপ্তমী বিভক্তি) = তীরে।

জলতে = জল হইতে ; এখানে পঞ্চমীর অর্থে সপ্তমীর "তে" বিভক্তি প্রযুক্ত।

জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে = দেহের অর্ধেক জলে ডুবাইয়া রাধা জল হইতে উঠিলেন।

অথ যমুনা [খণ্ডা]ন্তর্গত হারখণ্ডঃ

এই অংশে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার অপহরণের বিষয় যশোদার গোচরীভূত করা হইয়াছে। মোট পদের সংখ্যা ৪।

তথিত = তাহার। আহ্মা বিগুতিল……সখিগণে = রাধার উক্তি :—যেমন কানাই আমার উপর উৎপীড়ন করিল, তেমনি সখীগণও তাহার উপদ্রব হইতে নিস্তার পায় নাই।

বসোঁ = বাস করি।

পৃঃ—১৪১

তোহ্মাতে লাগিআঁ কত সহিবোঁ সহ্মারে = তোমার জন্য সকলের কত কথা সহ্য করিব।

নিষধিএ < নিষেধতি…… = নিষেধ করি।

মাঅ বাপত—এখানে—"ত" বিভক্তি পঞ্চমীর অর্থে ব্যবহৃত।

মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ = যশোদার উক্তি :—পিতামাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরুজন আর নাই।

একই আখরে = একই অক্ষরে অর্থাৎ এক কথায়।

অথ বাণখণ্ডঃ

এই অংশে কৃষ্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত রাধার প্রতি মদন বাণ নিক্ষেপ করেন। রাধা মূর্চ্ছিতা হইলে কৃষ্ণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করেন; পরে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে। এই খণ্ডে ২৭টি পদ আছে।

পৃঃ—১৪১—১৪২

আশেষ = অশেষ। গোআলিনী ‥ জঞ্জাল = গোয়ালিনী রাধা অত্যন্ত গোলমাল করিতেছে। খণ্ডুক সব মায়া = সমস্ত ছলনা দূর হউক। পাঁচ বাণে = কামদেবের সম্মোহনাদি পঞ্চবাণ। [পৃঃ—১৪২] বোলায়িল = বলাইল। উছাটিণ = উচাটন।

স্তম্ভন মোহন……পরাণ = বড়াই রাধাকে পঞ্চবাণে আঘাত করিবার জন্ত কৃষ্ণকে উত্তেজিত করিতেছেন—"স্তম্ভন, মোহন, দহন, শোষণ, উচ্চাটন এই পঞ্চ-বাণে রাধার প্রাণ লও"। "সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণ স্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্থ পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

যাচু = যাচুক। উলটিআঁ…যতনে = উন্টা এখন সে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক।

ললিত খোঁপাত …. কণক মেখলা = কবি বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন—রাধার মনোহর খোঁপায় চম্পক-মালা শোভা পাইতেছে। দেখিয়া মনে হয় শিবের মস্তকে যেন স্বর্ণ মেখলা শোভা বর্ধন করিতেছে।

শিশত সিন্দুর …..দূর—দানখণ্ডে পাই—

"শিশত শোভএ তোর কামসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুরা ॥"

মেলিলী = মিলিত হইল।

পৃঃ—১৪৩—পরতেখ = প্রত্যক্ষ। খোঁপা….. মদনে = রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব, কেশগুচ্ছে নীলগঙ্গা বিরাজমানা। সিঁথির সিন্দূর সূর্য এবং ললাটে তিলক হইতেছে চন্দ্র। আমার নয়নে কামদেবের বাস।"

নাসা বিনতা নন্দন….. বসে রঙ্গে—"বিনতা নন্দন গরুড় নাসিকায়, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশে, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ে এবং (গন্ধর্বরাজ) পুষ্পদন্ত বিম্বোষ্ঠে অধিষ্ঠান করেন।"

সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে = সুগ্রীব দেহে পরমানন্দে বাস করেন।

নুপুরু < নুপুরু = নৃপপুরু। পদনখ নক্ষত্রগণে = পদনখে নক্ষত্ররাজির অধিষ্ঠান।

হাথে ধরী …..মোর ডরে = কানাই হাতে তীরধনুক নিয়া আমার সম্মুখে আসিলেও আমি ভীত নহি।

পৃঃ—১৪৪ রাখউ < রক্‌খউ < রক্ষতু = রক্ষা করক।

সান্ধাহ = প্রবেশ কর; শরণ সান্ধাহ = শরণ লও।

আশমান = অসম্মান। তোহ্মার….. উপাএ = তোমার বাঁচিবার আর কোনো উপায় নাই।

জীবার = বাঁচিবার।

না জুড়িহে = যেন নিক্ষেপ না করে; বিধিলিঙ্ অর্থে প্রযুক্ত।

স্থন হে……মরণে = রাধার উক্তি ঃ "বড়াই, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, তুমি কৃষ্ণকে আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ কর। তুমি সর্বাবস্থায় আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে ; এখন তোমার জন্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে।"

লাখেকের<লক্ষ+এক+এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = লক্ষ টাকার।

মুদরি<মুদ্দরিআ<মুদ্রিকা = অঙ্গুরীয়ক।

পৃঃ—১৪৫—লঙ্ঘিবোঁ = লঙ্ঘন করিব। পসরিলহে = স্পর্শ করিতেছে, দগ্ধ করিতেছে। পরতিরী = পরস্ত্রী। হিআত = হৃদয়ে।

ডাহিন<দাহিণ<দক্ষিণ।

মাইল = মারিল। পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে = পুষ্প শরাঘাতে রাধা ঢলিয়া পড়িলেন।

পৃঃ—১৪৬—এথাক্রি<অত্র+আক্রি = এখানেই। সজাইবোঁ = সাজাইব।

নিচোলে = উত্তরীয় বস্ত্র। ভেড়ি<√ভিড় = বেষ্টন করিয়া।

ময়মত করী = মদমত্ত হস্তী। নারী—না+পারি = পারিনা।

লাজ আঙ্কুশেঁ……নারী = লজ্জা-রূপ অঙ্কুশের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে পারি না। বাহিরে না……পুড়ী মরী = বাহিরে আঘাত না করিলেও ভিতর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।

আদেখ বাণের = অদৃশ্য বাণের।

পুরিল = পূর্ণ। আখর<অক্ষর।

হরিতালী চন্দ্র….. তার ফলে = কৃষ্ণের উক্তি ঃ—রাধাকে পুষ্পশরে আঘাত করিবার পর কৃষ্ণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—"আমি কি ভাদ্রমাসের শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ দেখিয়াছি, অথবা জলপূর্ণ কলসীতে হাত ডুবাইয়াছি, কিংবা ভূমিতে জলের দ্বারা অক্ষর লিখিয়াছি, যার ফলে আমি বৃথা কলঙ্কের ভাগী হইলাম।" ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, কারণ প্রচলিত ধারণা এই যে উক্ত দিবসে চন্দ্রের সঙ্গে গুরুপত্নীর সহবাস ঘটে।

অনুরূপ পদ বংশীখণ্ডেও পাওয়া যায়। সেখানে রাধা বলিতেছেন—

> "ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
> জলমাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী॥
> পুন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
> তে কারণে বাঁশী চুরি দোষসি জগন্নাথে॥"

লোকিক রীতি অনুসারে উপরিউক্ত কাজ করিলে অহেতুক কলঙ্ক রটে।

মূলত = আসলে। আফার = প্রতুল

আছুক লাভ মোর মূলত আফার—কৃষ্ণের উক্তি: "আমার লাভ দূরে থাকুক, আসল লইয়াই টানাটানি।"

পৃঃ—১৪৭—বুয়িলী = বলিলে।

বন্ধন ঘুচাহ··· দেবগণে = আমার বন্ধন ঘুচাইয়া দাও, যাহাতে দেবতারা দেখিতে না পায়।

অথ বংশীখণ্ডঃ

এই খণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের জন্য রাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। বড়াইর পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের বংশী অপহরণ করিলেন, পরে কৃষ্ণের অনুরোধে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। পদ সংখ্যা ৪১।

পৃঃ—১৪৭

অনঙ্গসঙ্গরে······যযৌ

অনঙ্গযুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া হরিণনয়ন-সদৃশা অলসাঙ্গলতা রাধা বৃদ্ধার সঙ্গে রঙ্গে গমন করিলেন।

বড়ায়ি = বৃদ্ধাআর্যিকা; আর্যিকা > অজ্জিআ > আইআ > আয়ি = বড়মা, বড়িমা।

লইআঁ < *লভিত (= লব্ধ) = লইয়া।

রাহী < রাধিকা; গেলী = গেলেন। ক্রিয়াপদে কর্তার লিঙ্গ অনুযায়ী বিভক্তি যুক্ত হওয়ার রীতি আদি-মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

থানে < স্থানে; বুইল = বলিলেন।

লড়িউ < √লড়্ + তু বিভক্তি (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য) = যাওয়া যা'ক।

সিনানে < স্নানে (বিপ্রকর্ষ)। কাহ্নাঞি—কৃষ্ণ > কণহ > কান; কান + আঞিঁ প্রত্যয় (আদরার্থে)। পাতিল < √পাত্ + ইল (অতীত) = স্থাপন করিল।

নাটে < নাট্য; খনে < ক্ষণে; বাজাএ < বাদ্যতে = বাজায়। বাদ্যগণ = বাদ্য সমূহ; অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে বহুত্ববোধক "গণ" শব্দের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও মধ্য যুগের বাংলায় পাওয়া যায়। যথা—হেমকরগণ, তরুগণ, কুসুমগণ, হারগণ, প্রণামগণ, তারাগণ ইত্যাদি।

আছের—আছে<অচ্ছই<*অচ্ছতি ; আছে+র (স্বার্থিক প্রত্যয়)।

তুলনীয়ঃ কহিআর, দিআর ইত্যাদি। ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয় অবহট্‌ঠে ও প্রাচীন বাংলায় দৃষ্ট হয়।

পতিদিন=প্রতিদিন ; ছান্দে<ছন্দ। বাএ<বাদয়তি=বাজায়। সেহি—সেই (অর্ধমাগধী)। ঠাই<ঠাঁই<ঠাবিঁঅ<স্থামিক=স্থান।

পৃঃ—১৪৮

বিন্ধ<√বিংধ (প্রা)=ছিদ্র। তাত<তাহ+ত<তস্স+ত (সপ্তমীবিভক্তি) =তাহাতে।

আনুপাম<অনুপম—শব্দের আদিতে অ>আ প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া ও পূর্ববঙ্গের ভাষাতে অনেক শব্দের আদিতে অ>আ হয়। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণই সম্ভবতঃ অ-কার আ-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা—আম্বল, আতিশয়, আষ্ট, আস্থুর প্রভৃতি।

সুবন্নের<সুবর্ণ+র=স্বর্ণনির্মিত। সাম্বী<শম্ব=ধাতুনির্মিত বালা।

কাম<কম্ম<কর্ম ; ওঁকার<ওঙ্কার=ওঙ্কারধ্বনি।

আয়িলী=আয়াত+ইল (স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয়)=আসিলেন।

বাসলীগণ=বাসলীর উপাসক।

নিপীয় বংশনিনদং····· জরতীমিদং ॥

কংশভয়ে ভীতা রাধা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কে বাঁশী বাজায় তাহা অবগত হইবার জন্য বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

কালিনী<কালিন্দী ; নই<ণই (প্রা)<নদী। গোঠ<গোষ্ঠ ; মো<মম =আমি।

আউলাইলোঁ<আকুলক+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=আকুলায়িত করিলাম। তুলনীয়ঃ "মূর্চ্ছাগেল শচী আউলা(ই)ল কেশ"। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)।

রান্ধন=রন্ধন ; হআ<ভইঅ<*ভবিত (=ভূত্বা)=হইয়া।

নিশিবোঁ<নিওঁছিঅব্য<*নিমঞ্ছিতব্য=উৎসর্গ করিব।

বিবাহের সময় বর কন্যাকে বরণ করার যে রীতি আছে তাহাকে নিছন< নির্ম্যঞ্ছন বলা হয়। বিদ্যাপতির পদে "নেঞোছন" শব্দ পাওয়া যায়।

আপনা<আত্মন্ ; হরিষে<হর্ষে ; আঝর<অঝর=অজস্র ধারায়।

"অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।" (চণ্ডীদাস)

ঝরএ<ঝরই, ঝরএ (প্রা)<ক্ষরতি=ঝরে, পতিত হয়। পাণী<পানীয়; পরাণী<প্রাণ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

সুসর<সুস্বর=সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট।

পাখি নহোঁ ⋯ লুকাওঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হইত। সেজন্য একই ধরণের পদ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

তুলনীয়ঃ পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ [দানখণ্ড]

আবার বিদ্যাপতির পদাবলীতেঃ

"পাখি জাতি যদি হঙ পিয়া পাশ উড়ি যাঙ।
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

আগ<অগ্‌গি<অগ্নি; যেহ্ন<*যাদৃশন=যেন।

কুম্ভারের—কুম্ভকার>কুম্ভার (প্রা); কুম্ভার+এর (ষষ্ঠী বিভক্তি)।

পণী=পোআন; মাটির বাসন পোড়াইবার জন্য নির্মিত বৃহৎ চুল্লী।

বন পোড়ে ⋯ কুম্ভারের পণী॥

বড়ায়ি, বনে আগুন লাগিলে সকলে দেখতে পায়, কিন্তু আমার মন কুমারের পোআনের মত ধিকি ধিকি করিয়া (বিরহের জ্বালায়) দগ্ধ হয়। লোকে জানে না, বুঝিতেও পারে না।

পৃঃ—১৪৯

সুখাএ<সুখায়তে (ণিজন্ত ক্রিয়া)=সুখদায়ক হয়।

আভিলাসে<অভিলাস=অনুরাগে। বন্দী=বন্দনা করি।

বাসলী<বাসরী<বাগীশ্বরী=সরস্বতী।

নিশম্য⋯ জরতীমিদম্‌।

কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মদন-জ্বরে পীড়িতা রাধা যমুনাতটে আগমন করতঃ বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন—

নাদ = শব্দ ; আইলোঁ—আসিলাম। ধরিআঁ<*ধরিত (= ধৃত্বা) = ধরিয়া। পারিলোঁ = পার হইলাম ; বেআকুল<ব্যাকুল (স্বরভক্তি)।

এবেঁ<এঅব্ব (অপ)<*এতদ্বৎ = এখন। কিমনে<*কেমন্ত = কেমনে।

চাঁচর<চচ্চরী (প্রা)<চর্চ্চরী = কুঞ্চিত। আহোনিশি<অহর্নিশ = দিবারাত্র।

আন<অন্য ; কাএ—কা<কাহ = (প্রা, অপ)<* কাস (= কস্য) ; "এ" দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন = কাহাকে।

বেআকুল = ব্যাকুল ; কান্দো = কাঁদি। রাএ = রব ;

কাহ্নের ভাবেঁ····· রাএ ॥

কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। লজ্জায় আমি কাঁদিতে পারি না।

কোলে<ক্রোড়+এ (সপ্তমী বিভক্তি)।

সুঁঅরিআঁ<সুমরিঅ (প্রা)<*স্মরিত (= স্মৃত্বা) = স্মরণ করিয়া। বিসরিল <বি- √স্মৃ + ইল = বিস্মৃত হইল।

পৃঃ—১৫০

দিগেঁ<দিকে—অঘোষ ধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

মুকুলিল = মুকুলিত হইল = (নামধাতু)। বাএ<বাত = বাতাস।

আম্ব<আম্র ; কুয়িলী<কোকিল।

কুহলে<কুহর—কুহুধ্বনি করে ; চণ্ডীদাসের পদে কুহরে এবং বিদ্যাপতির পদাবলীতে কুহরই পাওয়া যায়। ঘাএ<ঘাত = আঘাত।

চারি দিগেঁ····· ঘাএ

বসন্তের সমাগমে চতুর্দিকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। মলয় পবন বহিতে লাগিল। আম্রশাখায় কোকিল কুহুধ্বনি করিতে লাগিল। ঘাএর উপর বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন বিষবৎ মনে হয়, কোকিলের কুহুধ্বনিতে আমি অন্তরে বিষজালা অনুভব করি।

চান্দ সুরুজ<চন্দ্র সূর্য ; তাএ<তাপয়তি = তাপ দেয়। বিণি = বিনা ; ভাএ<ভাতি = মনে হয়। পুরত = পূর্ণ কর।

চান্দ...ভাএ = কৃষ্ণপ্রেমে শরীর এত তপ্ত হইয়াছে যে কিছুতেই শীতল হইতেছে না। সূর্যের উত্তাপ ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারি না। চন্দনের প্রলেপেও শরীরের তাপ দূর হয় না। কৃষ্ণবিহনে আমার এক মুহূর্ত যেন এক যুগ বলিয়া মনে হয়। বাঁশীর শব্দে আমার প্রাণ হরণ করিয়া কৃষ্ণ কোন দিকে গেলেন তাহা জানি না।

কথাঁ<কুত্থ<কুত্র = কোথায়।

আহ্মে<অম্‌হে<অস্মে (বৈদিক); অথবা, অম্‌হে<অম্‌হাহি<অস্মাভিঃ।

চন্দ্রাবলী = রাধা; কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা অভিন্না।

উপজিল—উৎপদ্য>উৎপজ্জ>উপজ; উপজ + ইল>উপজিল = উপজাত হইল।

মো<মম = আমি।

ঘড়িআল কুম্ভীর = বড় জাতীয় কুম্ভীর বিশেষ।

আপার<অপার = অনেক। শকতিঞ = শক্তি দ্বারা।

পৃঃ—১৫১

মাহা<মহা। বিথর<বিস্তর; আগত<অগ্র+ত (বিভক্তি চিহ্ন); ভরিল = ভরা + ইল প্রত্যয়, বিশেষণরূপে প্রযুক্ত।

কান্ধে<স্কন্ধ; তভোঁ<তবু + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক) = তবুও। আশ<আশা। রাএ<রৌতি = রব করে। আধিক<অধিক; বিরহশিখি = বিরহশিখা, বিরহানল।

হৃদএ<হৃদয়ে; জলেএ<জলই (প্রা)<জ্বলতি = জলে; বোলহ<√বোল্ (অনুজ্ঞা) = বল।

মনত = "ত" (সপ্তমী বিভক্তি) = মনে। ভাএ<ভাতি = প্রতিভাত হয়।

যেহেন<*যাদৃশন (= যাদৃশ) যেরূপ।

ঘাঅত<ঘাত + ত (সপ্তমী বিভক্তি) = ঘায়ের উপর। সান<সন্না<সংজ্ঞা = সঙ্কেত ধ্বনি।

কে বোলে……বাঁশীর সান

কে চন্দন ও চন্দ্রের কিরণকে শীতল বলে। আমার মনে এইগুলি গরল সদৃশ মনে হয়। বৃক্ষের নবপল্লব আমার চিত্তকে যেন দগ্ধ করে। আমার অন্তর কৃষ্ণ বিরহবিষে জর্জরিত। বাঁশীর সংকেতধ্বনি যেন ঘায়ের উপর আরও আঘাত করে।

আন্ধকার<অন্ধকার; জাএ<যাতি = যায়। ধরণ না জাএ = ধরা যায় না। যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে কর্ম-ভাব বাচ্যের পদ গঠিত হইয়াছে।

বড়িমা<বড়মা; বড়ায়িকে বলা হইয়াছে।

পৃঃ—১৫২

বরিষে<বরীসএ (প্রা)<বর্ষতে = বর্ষণ করে। সংপুটে<সম্পুট = জোড় হাতে।

নান্দে<না+দেয়—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ।

তুলনীয়ঃ নাসিবো<না+আসিবোঁ ; নাসিতোঁ<না+আসিতোঁ ইত্যাদি।

চাহা<চাহই(প্রা)<চক্ষতি=খুঁজিয়া দেখ ; মৌহারী<মধুক্ষরী, মধুক্ষরিকা=বংশ নির্মিত বাঁশী।

বিহাণে=বিহীন। কাহ্নাঞি বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল

দশ দিক লাগে মোর শূন।

তুলনীয়ঃ "শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী

শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী" (বিদ্যাপতি)

কৈলোঁ=করিলাম ; অগুণ=দোষ। তোহ্মার—তোহ্মা<তোম্‌হা (প্রা-বা) <তুম্‌হং (অপ)<তুম্‌হাকং (প্রা)<*তুষ্মাকম্ (=যুষ্মাকম্) ; তোহ্মা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)=তোমার।

আগত<অগ্‌গ<অগ্র+ত (সপ্তমী বিভক্তি)=অগ্রে।

জুগত<যুক্ত (বিপ্রকর্ষ) ; দুচারিণী<দ্বিচারিণী। বাঞ্ছএ<বাঞ্ছয়তি= বাঞ্ছাপূর্ণ করে। সুরতী<সুরত+ঈ=রতিক্রীড়া। বুধী<বুদ্ধি ; সুধী<সুদ্ধি (প্রা)<শুদ্ধি=সন্ধান।

পৃঃ—১৫৩

বেআপিত<ব্যাপ্ত ; খএ<ক্ষয় ; জণি=যেন না ; (নিষেধাত্মক "জনি" শব্দ নির্দেশক বর্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়)।

ঝিউ<ঝিঅ<ধিতা<দুহিতা। ঝিউ—প্রাচীন রূপ।

কেহ্নে<*কাদৃশন (=কীদৃশ)=কেন। বাসসী<√বাস্+সী (প্রত্যয়)= বোধ কর।

নাসিবোঁ<না+আসিবোঁ—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ।

মাহ্লী<মল্লিকা ; পালঙ্কি<পলংকিআ (প্র)<পর্যঙ্কিকা।

গঢ়ায়িবোঁ—গ্রথ>গঠ ; ণিজন্ত ক্রিয়াপদ=গঠিত করাইব, নির্মাণ করাইব।

মঢ়াইবোঁ—মণ্ডন>মণ্ড>মঢ় ; নিজন্ত ক্রিয়াপদ=মুণ্ডন করাইব।

পোহাইবোঁ—প্র+√ভা+ইব প্রত্যয় (ভবিষ্যৎকালে)=প্রভাত করিব ; অতিবাহিত করিব। ধুনী<ধ্বনি। জালী<জ্বালিঅ<প্রজ্জালিঅ<প্রজ্জাল্য =প্রজ্জ্বলিত করিয়া।

আগুণী<অগণী (প্রা)<অগ্নি=আগুন।

খণ্ডিবোঁ=খণ্ডন করিব ; আপুণী<আত্মন্+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

মো<মম; এড়িবোঁ<√এড়্ (বাং)+ইব+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)= ত্যাগ করিব।

দেউ<দয়তু (= দদাতু) = দেউক (অনুজ্ঞা) ; সমতী<সম্মতি।

জে<জে (প্রা-বা)<জি, (অপ)<জএ, জো (প্রা)<যঃ, যকঃ = যে।

গাথিবোঁ—গ্রন্থ>গাথ ; গাথ+ইব+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)= গ্রন্থন করিব। [পৃ—১৫৪] কপুর<কর্পূর ; বিছাইবোঁ<বি-√ছদ্+ইব+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = বিস্তার করিব।

জাএ<যাতি = যায় ; চক্রপাণী = শ্রীকৃষ্ণ (ঐশ্বর্যভাবদ্যোতক)।

দেবের বর যদি পাওঁ।
এখন তবেঁ পাখি হওঁ।
আপনে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ॥

অন্যত্র পাওয়া যায় - পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ॥

ঠায়ি<ঠাবিঁঅ<ঠামিঅ (প্রা)<স্থামিক = স্থানে।

জাইউ<যায়তু (= যায়তাম্)—(কর্মবাচ্য, অনুজ্ঞা) = যাওয়া হউক

পৃঃ—১৫৫ আবসি<অবশ্য ; নেহে<স্নেহ ;

গেহে<গৃহে ; প্রাকৃতে ঋ>অ, ই, উ, রি, এ হয়। বাঁশীত—"ত" (সপ্তমী বিভক্তি)।

বংশীনিনাদতরলা ···· জরতীং প্রতি॥

বংশীধ্বনি শুনিয়া দয়াদ্রচিত্তা চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃদ্ধাকে সুমধুর বাক্য বলিলেন।

হাথে—হস্ত>হত্থ>হাথ ; হাথ+এ = হাথে ;

মাথে—মস্তক>মত্থঅ>মাথা, মাথা+এ (বিভক্তি চিহ্ন) = মাথে।

চান্দ<চন্দ<চন্দ্র ; গাএ<গাত্র ; বোলাএ<√বোল্ল—ণিজন্ত ক্রিয়া— বাজায়।

পাএ<পাদ+এ (সপ্তমী বিভক্তি)। মগর<মকর ; খাড়ু<খড্ডুঅ (প্রা)< কটক। মগর খাড়ু = মকরের মুখ বিশিষ্ট এক প্রকার বালা।

বালা<বালঅ<বালক ; বাছাক—বৎস্য>বচ্ছ>বাছা ; বাছা+ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) = গো-বৎস।

[পৃঃ—১৫৬] তোহোর<তুভ্যম্+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = তোমার। পাতএ

<পাতয়তি = বিস্তার করে। থাকে<থক্কই<তিষ্ঠতি; বিন্দত—"ত" সপ্তমী বিভক্তি = ছিদ্রে।

পাতএ আশেষ বুধী = নানাপ্রকার কৌশল জাল বিস্তার করে।

সংযোজিআঁ = সংযোজন করিয়া; সপত<সপ্ত; সর<স্বর; নাগর—বিদগ্ধ।

গাএ<গায়তি = গান করে।

এতাংশ্রুত্বা রূপসরোহংসী ·· জরতীং প্রতি।

বংশী সম্বন্ধে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপ সরোবরের হংসী সদৃশা রাধা বৃদ্ধাকে সুমধুর বাক্য বলিলেন।

দিগেঁ<দিকে; নীসারে = নিঃসরণ করে; আনুসারে<অনুসারে = অনুসরণে।

মাথানি<মন্থান + ই = মন্থন দণ্ড।

দুখ বাঁশীর শবদেঁ ·· মাথানি না বুলে।

ওগো বড়াই, হৃদয়বিদারক বংশীধ্বনিতে ঘরের মধ্যে ঘোল মন্থন করিবার জন্য মন্থনদণ্ড কার্যকরী হইতেছে না।

পসিআঁ<*প্রবিশিত (= প্রবিশ্য) = প্রবেশ করিয়া। তেআগিবোঁ = ত্যাগ করিব; সুণী<শুনিঅ<*শুনিত (<শ্রুত্বা) = শুনিয়া;

পৃঃ—১৫৭ রাধয়া প্রেরিত ···রাধিকামাধিকাতরাম্॥

অধিক কাতরা রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের সন্ধানের জন্য প্রেরিতা বৃদ্ধা (বড়াই) রাধাকে এই কথা বলিল।

গেণ্ডুয়া<গেণ্ডুঅ (প্রা)<কন্দুক = এক প্রকার খেলা। খেলাএ<খেল্লই (প্রা)<ক্রীড়তি = খেলা করে।

আহ্মার<আহ্মা<অম্হাকং (প্রা)<অস্মাকম্; আহ্মা + র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = আমার।

লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন = সন্ধান। আহ্মে<অম্হে<অস্মে (বৈদিক) অথবা আহ্মে<অম্হহি (অপ)<অম্হাহি<অস্মাভিঃ = আমি।

বুঢ়া<বুড্‌ঢ<বৃদ্ধ; তোহ্মে<তুম্হে (প্রা)<*তুষ্মে (= বৈদিক যুষ্মে) অথবা, তোহ্মে<তুম্হহি (প্রা)<*তুষ্মাভিঃ (—যুষ্মাভিঃ) — তুমি।

খেমা<খমা (প্রা)<ক্ষমা। রএ<রৌতি = রব করে। নাঁদে<না + দেয় = নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া। আহ্মা = আমাকে, বিভক্তিহীন কর্মপদ। উপেখিআঁ<উপেক্‌খিঅ (প্রা)<উপেক্ষ্য = উপেক্ষা করিয়া।

জাএ<যাতি = যায়। আগর<অগরু (প্রা)<অগুরু।

পৃঃ—১৫৮ তুলনীয়ঃ "পরিমল অগর চন্দনে" (বিদ্যাপতি)।

বৌহারী<ব্যবহারিকা, বধুটিকা = বধূ। ঝী<ঝিআ<ধীতা<দুহিতা। মোএ<মই (প্রা-বা)<মএঁ (অপ)<*ময়েন (= ময়া) = আমি। জাওঁ<জাউঁ (অপ)<*যায়তু = যাই।

বড়ার বৌহারী……লুকাওঁ

আমি বড় ঘরের মেয়ে এবং বড় ঘরের বধূ। কৃষ্ণবিহনে আমার রূপ যৌবন বৃথা।

এই রূপ যৌবনে আমার কি প্রয়োজন! পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হউক, আমি প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিব।

মেদনী বিদার দেউ পাসিআঁ লুকাওঁ—এই পংক্তি পূর্বে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হইত বলিয়া একই পদের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

তুলনীয়ঃ "ধরণী পসিএ, যদি পাউ পরকাশ [বিদ্যাপতি]

আনুকূল<অনুকূল; কান্ধে<স্কন্ধ = (পূর্ববঙ্গের উপভাষায় "কান্ধ") = কাঁধে; আরোপিল<আ—√রুহ্+ইল (নামধাতু) = রোপিত করিল। নির্মিল = নির্মাণ করিল (নামধাতু)।

নানা ফুল…নন্দন = নানা প্রকার ফুলের গাছ রোপিত করিয়া বৃন্দাবনকে নূতন সাজে নির্মিত করিল।

তোহ্মাত = তোহ্মা+ত (সপ্তমী বিভক্তি ;) এখানে ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত। তোহ্মাত লাগিআঁ = তোমার জন্য।

তভোঁ = তবু+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক) = তবুও। দেসি< √দা+সি (মধ্যম পুরুষের প্রত্যয়) = দেও; তোঞঁ<*ত্বয়েন (= ত্বয়া) = তুমি। রাহী< রাধিকা।

পৃঃ—১৫৯ রান্ধিলোঁ = রন্ধন করিলাম; আম্বল<অম্বল; পূর্ববঙ্গে আম্বল শব্দ পাওয়া যায়।

বেশোআর<বেশবার = ঝাল বাটনা।

সাকে<শাক; কানা সোআঁ = কর্ণসম—কানায় কানায় ভরা; কানাসই।

রান্ধনের = রন্ধনের; জুতী<জুত্তী<যুক্তি = পদ্ধতি, নিয়ম।

পাঞ্জর<পঞ্জর; শুআ<শুক = শুকপাখী।

পরলা<পটোল; কাঁচা<কাচা (পৈশাচী প্রাকৃত)

গুআ<গুবাক=সুপারী ; সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক শব্দ।

ছোলঙ্গ=টক জাতীয় নেবু ; সম্ভবতঃ দেশী শব্দ।

চিপিআঁ<√ক্ষিপ্+ইআঁ (=ক্ষিপ্ত্বা)=নিঙড়াইয়া।

খেপিলোঁ<√ক্ষিপ্+ইল্+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)=নিক্ষেপ করিলাম।

চড়াইলোঁ=চাপাইলাম।

তহি<*তধি=তথায়।

আউলাআঁ<আকুলক+ইয়া (অসমাপিকা)=আকুলায়িত করিয়া।

নাম্বাইলঁ<√লম্ব্ [নামধাতু]=নামাইলে।

চাহ৷<√চক্ষ্=খুঁজিয়া দেখ ; তথাঁ<তত্র।

পৃঃ—১৬০ নিধায় কলসং……কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা।

কৃষ্ণান্বেষণে তৎপরা রাধা কলসী কক্ষে ধারণ করিয়া বৃন্দাসহ যমুনাতটে গমন করিলেন।

কাখেত<কক্ষ+ত (সপ্তমী বিভক্তি)।

কুয়িলী<কোইলা<কোকিল ; কাঢ়ে<কড্ঢই<*কৃষধতি=রব করে।

চাহিত মঙ্গল=মঙ্গল চাহিল।

এখানে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল সামান্য অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের উপভাষায় ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবৃত্ত কাল ব্যবহৃত হয়।

সোআথে<স্বস্তি ; পায়িবাক=পাইবার জন্য ; উপাএ=উপায় ; চাহিল=খুঁজিলাম।

মোহোর<*মভ্যম্ (=মহ্যম্)+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) "আমার"

পৃঃ—১৬১ বিহাণ<*বিভাণ (<বিভাত)=সকালে।

আইলাহোঁ<আয়াত+ইল+আহোঁ (উত্তম পুরুষের প্রত্যয়)=আসিলাম।

সাঁঝ<সঞ্ঝা<সন্ধ্যা। উপসন<উপসন্ন ; গোঠে<গোষ্ঠ।

আয়র—অপর>অবর>অঅর>আঅর>আয়র=আর ; করএ<করই (প্রা)<করোতি=করে।

পরিখে=পরীক্ষা করে (নামধাতু)।

আহ্মাতে<অস্মাকম্+তে বিভক্তি=এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত=আমা হইতে।

জাগে<জগ্‌গই (প্রা)<জাগর্তি (—জাগ্রতি)।

সব খন……চিত=তোমার কাজের জন্যই আমার চিত্ত সদা জাগ্রত।

নিন্দ<নিংদ (চর্যা)*নিন্দা<নিদ্দা<নিদ্রা [স্বতো নাসিক্যীভবন]।

আচম্বিত<আ—√চম্ব্‌ (গতি অর্থে)=অকস্মাৎ।

বাঁশীধ্বনি=বংশী ধ্বনি।

উত্তরলী<উৎ-তরল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)=চঞ্চলা।

তুলনীয়—"সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল"—চণ্ডীদাস।

হয়িলী<*ভবিত+ইল—স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয়=লইলেন।

দুঅজ<(প্রা) দুইজ্জ<*দ্বিত্য (—দ্বিতীয়)—দ্বিতীয়।

নাছে<রচ্ছা<রথ্যা+এ (বিভক্তি চিহ্ন)=সদর দরজা। "পাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়া হুড়ি" (চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ)

তিঅজ<(প্রা) তিইজ্জ<*ত্রিত্য (=তৃতীয়)—তৃতীয়

গুণএ<গণয়তি; বাংলায় গণা>গোনা=গণনা করে।

পৃঃ—১৬২

এভোঁ<এবে+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)=এখনও। চৌঠ<(প্রা) চউট্‌ঠ<চতুর্থ।

অথ রাধাং ……গমনং প্রতি।

অনন্তর মদনজ্বরকাতরা রাধিকাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া চতুরা বৃন্দা তাহাকে যমুনাতটে যাওয়ার কথা বলিল।

চোরায়িতেঁ=চুরি করিতে; করিউ<করোতু (=ক্রিয়তাম্‌)—অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য; নিন্দাউলী<নিদ্রাউলী=ঘুম পাড়ানী মন্ত্র।

নিন্দাইব<নিদ্রা+ইব=নিদ্রা পাড়াইব (নামধাতু)।

সম্বোধিব=সম্বোধন করিব (নামধাতু); সম্বোধিব কমণ উত্তরে—কি বলিয়া সম্বোধন করিব।

জাইহ<যাস্যথ (অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ)—যাইও।

থইহ<√স্থা (অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ)=স্থাপন করিও।

গত্বা রাধাযুতা……… হরণাশয়া॥

বৃন্দা রাধার সঙ্গে যমুনাতীরে গমন করিয়া বাঁশী চুরি করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের সাহায্যে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইল॥

বাত<বাত=বাতাস; বহে<বহয়তি=প্রবাহিত হয়; শরে=স্বর; নিদ্রাহো

<নিদ্রা+হো (নিশ্চয়ার্থক) = নিদ্রাও ; তেঁসি = "সি" প্রত্যয় (নিশ্চয়ার্থক) = সেই কারণে। সুতিল<সুপ্ত+ইল = শয়ন করিল।

সিঅরে<(প্রা) শিহর<শিখর = মস্তকে। দৈবনিবন্ধন = বিধাতার নির্ব্বন্ধ ; ভোলে = ঘোরে ; আবেশে।

যমুনাক = "ক", দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। কাখের<কক্‌খ<কক্ষ+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) ; কুম্ভত = ত, সপ্তমী বিভক্তি = কলসীতে।

থুয়িআঁ<√স্থা+ইযা (অসমাপিকা) = স্থাপন করিয়া ; চন্দ্রাবলী = রাধা ; কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা অভিন্না।

পৃঃ—১৬৪

পুণি পুণি = পুনঃপুনঃ ; যথাঁ<যত্র = যেখানে ; জাএ<যাতি = যায় ; আনে = অন্য ;

মনত গুণিআঁ = মনে মনে চিন্তা করিয়া।

সত্বর হরিআঁ = তাড়াতাড়ি করিয়া ; কাঢ়ি+ইল+আন্ত প্রত্যয় (গৌরবে) = কাঢ়িলান্ত। কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ = ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলেন।

রাএ<রব ; বিলপিলা = বিলাপ করিলেন (নামধাতু) ; আলোচিআঁ কাজে = কাজের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিয়া।

নিম্মিল = নির্ম্মাণ করিলাম (নামধাতু)। মোহো<মোহ ; নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে = বাঁশীর শব্দে সংসারের যাবতীয় মোহ দূরীভূত হয়।

হাকান্দ<হাকংদ (প্রা-পৈ)<হা-ক্রন্দন ; হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ = ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছি।

নীল = নিল ; ঝারা = ঝালর ; পাটথোপ<পট্টস্তূপ = রেশমের নির্মিত সূত্রগুচ্ছ।

খঞ্চিল = খচিত ; "ইল" প্রত্যয় বিশেষণ অর্থে প্রযুক্ত। কান্দন্তি<ক্রন্দন্তি (গৌরবে বহুবচন) = কাঁদিতে লাগিলেন।

পৃঃ—১৬৫

মুছিলান্ত = মুছিলেন ; কিকে = কিসে ; আষাত্রাঞ = অযাত্রায়, অশুভক্ষণে ;

আতোষ<অতোষ = অসন্তুষ্ট। মাঙ্গিল<মার্গ+ইল = চাহিল। জার = যাহার ; যাহা<যেণ্‌হং<যেষাম্‌ ; যাহা+র (ষষ্ঠী বিভক্তি)।

পৃঃ—১৬৬

খণ্ডএ<খণ্ডতি = খণ্ডন করে।

ধুনী = ধ্বনি ; সরগদুআরে = স্বর্গদ্বারে।

মেণ<মেনাক = কিন্তু, তবু ; দাণে<দান ; সমানে = সম্মান ;

দেহ<দেহি (অনুজ্ঞা) = দাও ;

বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে = গোলমাল না করিয়া আমার বাঁশী দাও।

কৃষ্ণস্য বচন ‥ ‥ ‥ জারতীমিদং।

কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তন্বী রাধিকা অধীরা হইলেন এবং কম্পিত কলেবরে বৃদ্ধাকে ইহা বলিলেন।

পসার<প্রসার = বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য সম্ভার ; বিকে = বিক্রয়ার্থ ; মোক<মম + ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) = আমাকে।

রহাএ<রক্‌খই<রক্ষ্যতে = আটকাইয়া রাখে ; ছাওয়াল<শাব + আল = বালক ; চীর = বস্ত্র ; তেজিলোঁ = ত্যাগ করিলাম। ধিকাধিক = ধিক্কার বাক্য।

পৃঃ—১৬৭

দহে (১) <রহদ<হ্রদ (২) <দা'ক, মুণ্ডা শব্দ (জল অর্থে) ; পইসওঁ = প্রবেশ করি।

মোঞে<*ময়েন (= ময়া) = আমি।

এড়াওঁ<√এড়্ + উত্তম পুরুষের বিভক্তি "ওঁ" = এড়াই।

খরল<খর + গরল (মিশ্রণ) = বিষ।

আহ্মার আন্তরে ‥‥ পরিহারে। ওগো বড়ায়ি, আমার জন্য একবার কৃষ্ণকে বলিও যে রাধা তাঁহার (কৃষ্ণের) সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চায়।

মাঙ্গে<মগ্‌গই (প্রা)<মার্গয়তি = মাগে, প্রার্থনা করে।

রাধিকাবাচমাচম্য ‥‥ বংশোৎপাদনহেতবে ॥

বৃদ্ধার মুখে রাধার কথা শুনিয়া অধীর কৃষ্ণ বাঁশী পাওয়ার নিমিত্ত বলিলেন।

মাঞে = মাতা ; নিষধিল = নিষেধ করিল (নামধাতু) ; পুতা<পুত্র ;

কাহ্নে<কণ্হ<কৃষ্ণ + এ বিভক্তি ; এখানে কর্মকারকের অর্থে প্রযুক্ত।

গোঠ<গোষ্ঠ ; সেহো—হো, নিশ্চয়ার্থক অব্যয় = তাহাও।

পৃঃ—১৬৮

খিঞ্চিল<খচিত, বিশেষণ অর্থে "ইল" প্রত্যয়।

খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী—মাণিক্য, হীরা ও মণি দ্বারা খচিত। আপরাধা <অপরাধ।

কৃষ্ণস্য বচনং‥ ‥‥ গদাধরং।

অনন্তর বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে রাধিকা পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন।

মাঅ<মাতা ; দোষ—দোষ দাও ;

এথাক্রিঁ<অত্র+আক্রিঁ প্রত্যয় (নিশ্চয়ার্থক)—এখানেই।

আরোপিআঁ—আরোপিত করিয়া, স্থাপন করিয়া।

আছিলোঁ—অচ্ছতি>অচ্ছই>আছ, আছই ; আছ+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)—আছিলোঁ=ছিলাম।

নিলেহেঁ=হেঁ (নিশ্চয়ার্থক)=নিলেই। বড়ার—বড়র, বড় ঘরের।

ঝিআরী<ঝিআ+রী ; ঝিআ<ধিআ<ধীতা<দুহিতা ; রী<ড়ী<টী=কন্যা।

বৌহারী<ব্যবহারিকা, বধূটিকা—বধূ ;

বড়ার ····· বৌহারী

তুলনীয় ঃ

"রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী"। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

[রাজার ঝিআরী]

পৃঃ—১৬৯ বেভার<ব্যবহার।

ভিতে<ভিত্তি+এ (সপ্তমী বিভক্তি)—দিকে ; মিছা<মিচ্ছা<মিথ্যা।

নিহ্নে—নিলে—তুলনীয় নিন্‌হে (প্রাচ্য হিন্দী)

পরতয়<প্রত্যয় ; আমান<অমান্য ; নটকী—নটক+ঈ—ধৃষ্টা।

ছিনারী<(প্রা) ছিন্নাল<ছিন্ন+আল—প্রত্যয়=স্বৈরিণী, ভ্রষ্টা।

পামরী<পামর+ঈ—দুষ্টা, নীচ ; চর্যায়—ছিনালী ; মৃচ্ছকটিকে ছিণালিআ।

নটকী ····· তোরে—তুলনীয়—"পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড় আছিদরী"

পৃঃ—১৭০ [দানখণ্ড]

আশুভ—অশুভ ; পাঅ<পাদ।

বাঢ়াইলোঁ—বর্দ্ধ>বড্ঢ>বাঢ় ; বাঢ়+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি)—বাঢ়াইলোঁ।

হাঁছী<হঞ্জি—হাঁচি।

জিঠী<জ্যেষ্ঠী—টিকটিকি ; আয়র<আঅর<অবর<অপর—আর।

উঝট<উচ্চোট—উছোট ; শূন<শূন্য। লই<*লভিত (—লব্ধা)—লইয়া।

বাঞ র=বামের। শিআল<শৃগাল (মা-প্রা)।

ডাহিনে<দক্ষিণে (স্বতোমূর্ধন্যীভবনের দৃষ্টান্ত)

বাঁশীত লাগিআঁ—বাঁশীত<বংশী+ত (সপ্তমী বিভক্তি) ; এখানে লাগিআঁ শব্দের যোগে ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত।

আখায়িল=ধৌত। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে "আখালা" শব্দের (প্রক্ষালন করা অর্থে) প্রচলন আছে।

ঘাঅত—ঘাঅ (প্রা)<ঘাত ; "ত", সপ্তমী বিভক্তি=ঘায়ে। সগুণী< শকুন+ঈ=ব্যাধ।

খাপর<খপ্‌পর (প্রা)<খর্পর=নরকপাল ; ভিখ<ভিক্‌খা<ভিক্ষা।

কুরুআ<করক ; তুলনীয় : হিন্দী—করুআ=তৈল বিক্রয় করিবার জন্য আধার বা পাত্র বিশেষ।

তেলী<তেল্লিঅ, তেল্লীই<তৈলিক। সুখান<সুক্‌খান (প্রা)=শুকনা, শুষ্ক।

তুলনীয় : শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও (মৈমনসিংহ গীতিকা)।

দেশান্তর লইবোঁ=ভিন্ন দেশে যাইব।

তুলনীয় : "যোগিনী হইয়া যাইব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি" (চণ্ডীদাস)

বোলওঁ=বলি ; লোটাআঁ=লুটাইয়া, গড়াগড়ি দিয়া। কিসক=কিসের জন্য।

যোড়সি=জুড়িতেছ, আরম্ভ করিতেছ=সংস্কৃতের মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রক্ষিত আছে ; যথা—দেসি, করসি, দোষসি, মানসি ইত্যাদি।

কান্দনে<ক্রন্দন ; তিরীকলা<স্ত্রীকলা=স্ত্রীসুলভ চাতুর্য।

ভাণ্ডিবারে—ভাণ্ড<ভণ্ড=প্রতারণা করিতে। চিহ্নিআঁ<চিহ্ন+ইয়া= খোঁজ করিয়া।

বাঁশীত লাগিআঁ=বাঁশীর জন্য ; (পৃঃ—১৭১)—জীবারআশ=জীবিত থাকিবার অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার আশা।

দিআর=দাও ; স্বার্থিক "র" বিভক্তি কৃষ্ণকীর্তনে লক্ষণীয়। যথা—শোভের (=শোভে) ; বাজের (=বাজে)।

ভাণ্ডিব —√ভণ্ড+ইব (নামধাতু)=প্রতারণা করিব। অবিচারে=বিচার না করিয়া ; আবথা=অবস্থা।

এহা<এহ, এহু (অপ)<এস, এসো (প্রা)<এষঃ=ইহা। পৈসে=প্রবেশ করায় ; গিহ্রীক=গৃহীকে। সম্বর করে=সাবধান করে ; দুঠ<দুষ্ট।

বুলী চৌর পৈসে ···বাণী = দুষ্ট বুদ্ধি বড়ায়ি এমনি সুচতুর যে চোরকে ঘরে ঢুকিতে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থকেও সাবধান করে।

বুঢ়ী—বৃদ্ধ > বুড্‌ঢ > বুঢ়া ; বুঢ়া + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) = বুঢ়ী।

আছিদরী—আ + ছিদর < ছিত্বর + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) = শঠ ;

তুলনীয় : হিন্দী "ছিছোর" = লজ্জাহীনা।

বুঢ়ী বড়····· না পারী = বৃদ্ধা বড়ায়ি অত্যন্ত চতুর। মায়াজালে তোমাকে প্রতারণা করে। তাহার মন বুঝা কঠিন। যাহার মন দুষ্ট, সে নির্বিচারে মিথ্যা কথা বলে এবং অপরকেও এইরূপ ভাবে। হে মুরারী, তুমি বড়ায়ির নিকট বাঁশী চাও।

সিআন < সয়াণ < সজ্ঞান = চতুর। পরক বিনাসী = পরের বিনাশকারিণী।

পৃঃ—১৭২

দেসি < √দা + সি (মধ্যম পুরুষের "সি" বিভক্তি) ; দোযে = দোষ দেয় ; দুইঁরে = দুইজনের।

চোরাআঁ = চুরি করিয়া ; কেহ্নে < *কাদৃশন (= কীদৃশ) = কেন।

আমান < অমান্য ; মিছাঞি—ঞি (= ই) নিশ্চয়ার্থক অব্যয় = মিছামিছি।

কথা নিআঁ······মানসী = বাঁশী কোথায় নিয়া রাখিয়া দিয়াছ, অনর্থক বুড়ীকে দোষ দিতেছ।

বাঁশী দেহ··· · ·· আনে ॥

যদি এইবার আমাকে বাঁশী দাও, তাহা হইলে উপকার স্বীকার করিব। ইহাতে তুমি অন্যথা করিও না।

ভাদর < ভাদ্র ; চতুর্থীর রাতী = চতুর্থীর রাত্রি। মাঝে < মজ্‌ঝ < মধ্য + এ (সপ্তমী বিভক্তি) = মধ্যে।

ভাদর মাসের··· ······নিশাপতি ॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র "নষ্টচন্দ্র" বলিয়া কথিত। ঐদিন চন্দ্র দর্শন করিলে অমঙ্গল হয়। রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার আজ এই অবস্থা হইয়াছে।

পৃঃ—১৭৩—পুন্ন < পুন্ন < পুণ্য ; থুয়িল = স্থাপন করিল অর্থাৎ রাখিল। বাঁশী চুরণী = বাঁশী অপহরণ কারিনী ;

আখর < অক্‌খর < অক্ষর ; বিচনী < ব্যজনী ; খণ্ড বিচনীর = ভাঙ্গাকুলার। দোষাএ < দূষয়তি = দোষ দেয়।

গুরুর আসনে …দোষাএ=রাধা নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন যে তিনি সম্ভবতঃ গুরুর আসনে বসিয়াছিলেন কিংবা জল নিয়া অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ভূমিতে লিখিয়াছিলেন, অথবা ভাঙ্গাকুলার বাতাস নিজের শরীরে লাগাইয়াছিলেন (এইগুলি সমস্তই নিষিদ্ধ কাজ)। সেজন্য কানাই তাহাকে বাঁশী চোরণীর অপবাদ দিতেছে।

সাথী<সাক্ষী ; খাউ<খাদতু=খাউক (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য)।

চান্দ সুরুজ …আথী। এই পদগুলির পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়।

খাইএ<খাইঅই<খাদ্যতে (কর্মবাচ্য)=খায়। নাহিঁ নীএ=নেই নাই।

রাধে বৃন্দাং…… …তদ্বিদিতং মম"

রাধে, অতিশয় পবিত্রা বৃন্দাকে ছলনাময়ী মনে করিয়া তুমি যে প্রবঞ্চনা করিতেছ তাহা আমার জানা আছে।

এথাত্রিঁ<অত্র+আক্রিঁ(নিশ্চয়ার্থক)=এখানেই। আছিল=ছিল (পূর্ববঙ্গেও আছিল শব্দ ব্যবহৃত হয়।) সঙ্কার বিদিতে=সকলের জ্ঞাতসারে।

বিচারিআঁ<বিচারিঅ<বিচার্য=বিচার করিয়া পৃঃ—১৭৪—চোরারিলেঁ= চুরি করিলে (নামধাতু)।

আহ্রো=আর+হো (নিশ্চয়ার্থক)=আরও।

গোহারী<গোআরী<গোচর+ঈ—তুলনীয়—ওড়িয়ায় গুহারী ; হিন্দী—গোহারী, অসমীয়া—গোহারী=গোচর, অভিযোগ।

আথান্তর<অবস্থান্তর (আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ অ>আ হইয়াছে)= দুর্দশা।

নিপীয় রাধাবচনং… নিরন্তরং॥

রাধিকার অসম্মতিসূচক কঠিন বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর জন্য নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সুদ্ধ<শুদ্ধ=কেবলমাত্র। নাল<নল=বলয় ;

সুদ্ধ সুবণ্ণে ……….বাহিরে

আমার বাঁশী কেবলমাত্র স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত। ইহার বহির্ভাগ বলয় দ্বারা জড়ানো।

শিঅরে<শিখর+এ (সপ্তমী বিভক্তি), এখানে পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত=শিয়র হইতে।

অ প্রাণ—"অ" খেদসূচক=হা ধিক্ জীবন। গাঁও=গান করি ; সরে=স্বরে।

নীল = নিল ; পৃ—১৭৫ পড়িহাসে<প্রতিভাসতে = মনে হয়।

সুধিহো<শুদ্ধি + হো (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়) = সন্ধানও।

চুরিণী = পরদ্রব্য অপহরণকারিণী ; পূর্ববঙ্গে চুরিণী>চুন্নি।

হয়িলাহোঁ = হইলাম ; তিরীক<স্ত্রী + ক (দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রত্যয়)

আতিরতি বেআকুল……দেবরাজে

দেবরাজ, অত্যন্ত রতি আসক্তিবশতঃ অন্য কোন স্ত্রীলোককে বাঁশী দিয়া নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছে।

পৃঃ—১৭৬—সরূপে = নিশ্চয় করিয়া ; বুয়িলোঁ = বলিলাম। চোরায়িলি = চুরি করিলে। পুন<পুণ্য ; পাহ = পাও। পাইএ<পাবিঅই (প্রা-বা)< প্রাপ্যতে (= *প্রাপ্যতি) = পাই (উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষের বিভক্তি প্রয়োগ)।

ঘাটিএ< √ঘাট্<ঘট্ট = ঘাটিয়া, আলোড়ন করিয়া।

বাঁশীযবে… পোড়াইএ = যদি বাঁশী পাই, তাহা হইলে ইহাকে চারি টুকরা করিয়া ঘুঁটের আগুনে পুড়াইয়া ফেলি।

গরুঅমনে = গৌরবপূর্ণ মনে ; মুচকে হাসী = ঈষৎ হাসি।

উচিতেঁ গরুঅ ……দাসী

হে আয়ান দাসী, তোমার কর্তব্য হইল আনন্দিতচিত্তে এবং হাসিমুখে আমার বাঁশী প্রত্যর্পণ করা।

পান্তরে = প্রান্তরে। রাধা চন্দ্রাবলী—রাধা এবং চন্দ্রাবলী এখানে অভিন্না। রোষিব = রুষ্ট হইবে। কাঁশে<কংশ।

পৃ—১৭৭ নিরাশসবনেনাহং ·· সংপ্রতি।

যজ্ঞে আমি রাধার নিকট বিফল মনোরথ হইয়া নিরাশ হইয়াছি। হে বৃদ্ধে, তুমি কেমন করিয়া বাঁশী পাওয়া যায়, তাহার উপায় বল।

নেতে<নেত্র = রেশমনির্মিত বস্ত্র। লোহে<লোতস্—তুলনীয় হিন্দী লোহ = চোখের জল। পোড়এ< √পুট্ = পোড়ে, দগ্ধ হয়। নেহে<স্নেহ ; বাখানী <বাক্‌খানি<ব্যাখানয়তি = ব্যাখ্যা করে (নামধাতু) ; তণ্ডী (তুলনীয়—তামিল তুণ্ডি, চঞ্চু অর্থে) = তর্কবিতর্ক।

পৃঃ—১৭৮—প্রযুক্তকাকুবচনং · …… রাধিকাদিমাদধে॥

সকলের সম্মুখে কৃষ্ণকে এইরূপ কাতর উক্তি করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা শ্রীমতী রাধাকে এই কথা বলিলেন—

ঝরে<ঝরই, খরই<ক্ষরতি = নির্গত হয় ; পিন্ধে = পরিধান করে।

ডুবল<ডুব্বল = দুর্বল ; আবগাহী = অব+ √গাহ্+ঈ = অবগাহন করিয়া মনোযোগ দিয়া। হউ<ভবতু।

পৃ—১৭৯ বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য······· পঞ্চবাণ শরাতুরা

বৃন্দার বাক্য শ্রবণ করিয়া অনঙ্গশরে পীড়িতা রাধা অনুরাগবশতঃ কৃষ্ণকে চাতুর্যের সহিত বলিলেন।

খণেকেঁ<ক্ষণেকে ; বেআকুলী<ব্যাকুল+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) = ব্যাকুলা ; কভোঁ <কভু+হোঁ (নিশ্চয়ার্থক) = কভুও।

রাধিকাবাচমাচম্য ··· জরতীমিদং

রাধার কথা শুনিয়া প্রমোদমন্থর কৃষ্ণ বাঁশী পাওয়ার নিমিত্ত ত্বরাবেশবশতঃ বৃন্দাকে বলিলেন।

পৃ—১৮০ জীআউক<জীবয়তু+স্বার্থিক "ক" প্রত্যয় = বাঁচাইয়া রাখুক।

আতোষ<অতোষ = অসন্তুষ্ট। মোহোর<*মভ্যম্ (= মহ্যম্)+র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = আমার। বেভার<ব্যবহার ; অবিচল = স্থির। দেউক<দয়তু (= দদাতু)+ক স্বার্থিক প্রত্যয় (অনুজ্ঞা) = প্রত্যর্পণ করুক। আবসে<অবশ্য।

কৃষ্ণস্য বচনং ···· সতী

বৃন্দার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পীড়িতা রাধা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন। খাঁখার সম্ভবতঃ দেশী শব্দ = কলঙ্ক, নিন্দা ; তুলনীয় : হিন্দী—খখার।

দিএ<দেই (প্রা) = দেই ; পৃ—১৮১ সোআথ<স্বস্তি ; মরসিল—মর্ষ >মরস+ইল>মরসিল = ক্ষমা করিলাম।

অথ রাধাবিরহঃ

এই অংশে কৃষ্ণের অদর্শনে বিরহ-বিধুরা রাধা বড়ায়ির শরণাপন্ন হইয়াছেন। পরে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে। শ্রান্তির আবেশে রাধা নিদ্রিতা হইলে সেই সুযোগে কংশ বধের জন্য কৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন। পদ সংখ্যা—৬৯।

পৃ—১৮২ ইত্থং কৃষ্ণগত ···· পঞ্চশরাতুরা।

এইভাবে কৃষ্ণগত-প্রাণা রাধা কোনও প্রকারে সংসারের কাজকর্ম করিয়া কিছুদিন নিজগৃহে অতিবাহিত করিলেন। দীর্ঘদিন শ্রীহরির বিরহজনিত পঞ্চশরে কাতরা হরিণীহারিনয়না রাধা বড়াইকে এই কথা বলিলেন।

নাইল<না + আসিল, নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ আসিল না।

পড়এ<পড়ই<পততি, (স্বতোমূর্ধন্যীভবনের উদাহরণ) – পড়ে, উদিত হয়।

আইল<আয়াত+ইল – আসিল ; চৈত<চৈইত্ত (প্রা)<চৈত্র।

সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে – সেই কানাই অদৃশ্য হইল।

স্থতিলোঁ<স্থপ্ত+ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) – শুইলাম।

ছুয়িলোঁ< √ক্ষুভ্ +ইল+ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) – ছুঁইলাম, স্পর্শ করিলাম।

পৃ—১৮৩ তাম্বূল – পান। (অষ্ট্রিক শব্দ, সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে।)

আসুখিল = অসুখী করিল, দুঃখ দিল (নামধাতু)।

মলয়<মলৈ (তামিল শব্দ) – দক্ষিণ দিকের পর্বত বিশেষ। বসন্ত সমাগমে দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস আসে বলিয়া দক্ষিণ বায়ুকে মলয় পবন বলে।

শিয়ল<সিঅল (প্রা)<শীতল ; বাএ<বহতি – বাহিত হয়। মগর< মকর (গঙ্গার বাহন)। ভোজ<ভোজ্‌জ<ভোজ্য, ভোগ্য। ভাগ<ভগ্‌গ <ভাগ্য ; লাগ<লগ্‌গ<লগ্ন – নৈকট্য।

আপণা মগর·········পায়িবোঁ লাগ॥

নিজের মাংস কাটিয়া মকরকে ভোজ দিব। এইজন্মে আমি ভাগ্য করি নাই, সেইজন্য কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইয়াছি। আর তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিব না।

দেখিলোঁ = দেখিলাম ; কহিআরো—ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "র" প্রত্যয় – কহি, কহিতেছি। কোলে<ক্রোড়+এ (সপ্তমী বিভক্তি) ; নিফল<নিষ্ফল – বৃথা। দুঅজ <দুইজ্জ (প্রা)<*দ্বিত্য (= দ্বিতীয়)।

নেহানিলেঁ—নিভালন>নিহাল ; নিহাল+ইলোঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = নেহারিলাম, দেখিলাম। ভয়িলোঁ<*ভবিত+ইলোঁ = হইলাম।

ঈসৎ বদন করী········ মদনে

ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া (অর্থাৎ মুচকী হাসিয়া) আমার মন হরণ করিল ; আমি মদনবাণে ব্যাকুল হইলাম।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী ········বড়ু চণ্ডীদাস

এই পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় :

"প্রথম প্রহর নিশি স্থস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।

বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।" ইত্যাদি [দ্রষ্টব্য পৃ—২৬১-২৬২]

পৃঃ—১৮৪ ভাঁগিলু = ভাঙ্গিল।

নেআলী < নবমল্লিকা ; আণিআর—ক্রিয়াপদে স্বার্থিক-"র" প্রত্যয় = আন।

কেহ্ন < *কাদৃশন (= কীদৃশ)। কেহ্ন করে গাএ = গা কেমন করে।

আনাওঁ = অনেয়ন করাও ; পৃ—১৮৫—অনমীষ < অনিমিষ = পলকহীন ; নয়ন করিয়া = পথ চাহিয়া ; এবেঁ মোর সংপুন বএসে = এখন আমার সম্পূর্ণ (ভরা) বয়স অর্থাৎ যৌবন।

আমরিষে < অমর্ষ = অসন্তুষ্ট ; ঝাঁট = ঝট্টি (প্রা) < ঝটিতি = শীঘ্র।

ভাঁগিলি < ভগ্ন + ইল + ই (স্ত্রীলিঙ্গ) = ভাঙ্গিলে। এবেঁ < এঅব্ব (অপ) < *এতদ্বৎ = এখন ; ঘুসঘুসাআ < √ঘুষ্ = অল্প অল্প, ধিকিধিকি। পোড়ে < √পুট্ = দগ্ধ হয় বা করে। পোটলী < পোট্টলী = গাঁটরী।

বিথর < বিস্তর ;

বিথর·········মোহোরে

কৃষ্ণের জন্য আমি তোমাকে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম ; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বাম হাতে চড় মারিয়াছিলে।

উতাপঠ < উৎ— √পট্ = ব্যথিত। পৃ—১৮৬—আসার = অসার, সারহীন। ছিণ্ডিআঁ—ছিন্ন > ছিণ্ড ; ছিণ্ড + ইয়া = ছিঁড়িয়া (অসমাপিকা)।

পেলাইবোঁ—প্রের > পেল্ল (প্রা) ; পেল্ল + ইব + ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = পেলাইবোঁ = ফেলিব।

মুছিআঁ পেলায়িবো ·······শংখচুর

তুলনীয় হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথিঁর সিন্দুর
[নারায়ণদেব রচিত—পদ্মপুরাণ]

অথবা, সীথার সিন্দুর পোছি কত দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে॥ [বিদ্যাপতি]

মুণ্ডিআঁ পেলাইবো··· ···দেশান্তর

অনুরূপ পংক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়।

দিআর = দাও, ক্রিয়াপদ স্বার্থিক-"র" প্রত্যয়। খোঁপা < খোম্পা (অপ) = কবরী।

মাথে শম্ভু ...... বিদূর

মহাদেবের মত কবরী ও বিলাস বেশ দেখিয়া কৃষ্ণ কেন দূরদেশে গমন করিলেন।

গেলান্ত বিদূর = দূরে গেলেন।

পালাএ<পলায়তে = পলায়ন করে। পৃ—১৮৭ তিলাঞ্জলি দিআঁ = জলাঞ্জলি দিয়া। সুধিঞঁ<শুদ্ধি = সন্ধান।

কমণ সুধিঞঁ........ কোথায় গোআলিনী

সুবদনী, তুমিই বলিয়া দাও, কোন পথে গেলে তাঁহার (কৃষ্ণের) সন্ধান পাইব। হে গোপনারী, তাহা জানিতে পারিলে নানাপ্রকার কৌশলে মুরারীকে আনিয়া দিব।

সোও = শয়ন কর। কি সুতিব .... মদনে

তুলনীয় : "চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
চানন শীতল মোহি ন শোহায়॥" [বিদ্যাপতি]

পরিভায়<পরিভাবয় = ভাবিয়া দেখ। সিতল<সীতল<শীতল ;

পৃ—১৮৮ খাউ<খাদতু (<খাদতাম্) (অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য) = খাউক।

জাউ<যায়তু (= যায়তাম্) (অনুজ্ঞা, ভাববাচ্য) = যাউক। খরতর ধার = খরস্রোতে। পরিহর = পরিত্যাগ কর। মেল = রওনা হও, যাত্রা কর। এহি< এহি (প্রা)<এভিঃ = ইহা। ঘোড়াচুলে<চূড়াকারে সাজানো চুল, কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো চুল।

তুলনীয় : "পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়াচুলে" [দানখণ্ড]

চাহিহ< √চক্ষ্ (অনুজ্ঞা) = খোঁজ, অন্বেষণ কর। পিন্ধি< √পিন্ধ্ = পরিধান করিয়া ; পাছু<পচ্ছা<পশ্চাৎ।

তুলনীয় : হিন্দী পাছু<পচ্ছহুঁ (অপ) ; আগু পাছু = অগ্রপশ্চাৎ।

নিন্দভোলে = নিদ্রার ভাণ করিয়া ; বাছা<বৎস্য। সুরঙ্গে = রঙ্গের সহিত।

তরুগণে = অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে বহুত্ব বোধক "গণ" শব্দের প্রয়োগ।

লগুড় = মোটা লাঠি—সম্ভবতঃ (কোল শব্দ) ; তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে —পুরাণের প্রভাব ; নারদমুনির প্রসঙ্গ জন্মখণ্ডেও রহিয়াছে। অশঙ্কেত<সঙ্কেত, "অ" এখানে অর্থহীন।

ভাগীরথী কুলে = বৃন্দাবনে মানস গঙ্গাতীরে। বাত<বার্তা = খবর ; সাগরের ঘরে = সাগর গোয়ালার ঘরে ; পূর্বে জন্মখণ্ডে পাওয়া গিয়াছে।

পুছিহ< √পৃচ্ছ (অনুজ্ঞা) – জিজ্ঞাসা কর। বুলিহ বিনএ – বিনয় করিয়া বলিও।

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ = যত্ন করিয়া চণ্ডীপূজা করিলে কৃষ্ণের দর্শন মিলিবে। চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার প্রচলন ছিল।

সজাইআঁ – সাজাইয়া ; সজাইআঁ চুকে – সাজানো হইয়াছে। বিকাএ< বিক্রীয়তে – বিক্রীত হয়। ঝুরে< ঝুরই< ক্ষরতি – পতিত হয়। পৃঃ—১৯১ সাদ< সদ্ধা< শ্রদ্ধা – সাধ, ইচ্ছা।

মথুরার নাম····· দেখিবার—পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত পদাবলীতে পাওয়া যায়।

"মথুরার নামে শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াঈ গো কানু দেখিবারে॥"

বউল< বউল (প্রা)< বকুল< মুকুল ; কণ্ণত< কর্ণ + ত (সপ্তমী বিভক্তি) = কর্ণে। ধার – প্রান্ত। হিরার ধার = হীরার ঝালর ; পিন্ধিআঁ< √পিন্ধ্ – পরিধান করিয়া। ভোলে = মুগ্ধ।

যোগী যোগ········ আনে॥

যোগী যেমন করিয়া যোগের কথা চিন্তা করে, আমিও কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানি না।

মতিমোষে< মতিমর্ষ = মতিভ্রম। উয়ে< উম্হ< উষ্ম (নামধাতু) – দগ্ধ হয়। এবেঁ মোর······পণী – এই ধরণের পংক্তি পূর্বে কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে।

যে ণা দিগেঁ·········পণী

যেদিকে চক্রপাণি কৃষ্ণ গেলেন, সেই দিকের সংবাদ বসন্ত কি রাখে না ? এখন আমার মন কুমারের পণির মত ধিকিধিকি করিয়া পুড়িতেছে।

আম্ব< আম্র ; সাহার< সহআর< সহকার ; সাহার + এ (কর্তৃকারকের চিহ্ন) = শাখে। গুজরে = গুঞ্জন করে ; কুলিশের ঘাএ = বজ্রের আঘাত।

ডালে বসী······ঘাএ = এই পংক্তিদ্বয়ও পূর্বে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে।

পৃঃ—১৯২ দেব অসুর·········মনমথবাণে।

দেবতা অসুর ও নর মদনের বাণে বশীভূত হয়। যেখানে নারায়ণ বাস করেন, সেখানে কি মদনের প্রবেশ নাই ?

তেজুক< √ত্যজ্ + ক (স্বার্থিক) = ত্যাগ করুক।

পৃঃ—১৯৩ অশরীরশরৈ·········জরতীমবদৎ।

অনঙ্গশরে কৃশিতাঙ্গ-লতা তীব্র মনঃকষ্ট প্রাপ্তা নিরানন্দা আয়ান পত্নী দীর্ঘকাল শ্রীহরির চরিত্র কথা চিন্তা করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

আহ্মা উপেখিআঁ = আমাকে উপেক্ষা করিয়া; এখানে আহ্মা শব্দের সঙ্গে কর্মকারকের বিভক্তি যুক্ত হয় নাই।

বঞ্চে < √বন্চ্ = বঞ্চনা করে, কালযাপন করে।

যে কাহ্ন লাগিআঁ.........বঞ্চে বৃন্দাবনে

কৃষ্ণবিরহে রাধার আক্ষেপজনিত এই পদটি অতুলনীয়।

ঝাঁপ < ঝম্প; সুখাইল < শুষ্ক + ইল = শুষ্ক হইল [নাম ধাতু]। আভাগিনী < অভাগিনী = দুর্ভাগা।

দহবুলী.........আভাগিনী

তুলনীয়ঃ

"দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়" (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড); পোআল—পুত্র > পুত্ত > পুঅ > পো; পো + আল-প্রত্যয় (আদরার্থে) = ছেলে। বাঢ়াইলোঁ—বৃদ্ধ > বড্ঢ > বাঢ়—বাঢ় + ইল + ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = বাঢ়াইলাম। বিকাসিলোঁ < বিকাশ + ইল + ওঁ (উত্তম পুরুষের বিভক্তি) = বিকাশ করিলাম।

পৃঃ—১৯৪

সামী—স্বামী; দুরুবার < দুর্বার = দুর্দমনীয়। বাছে < √বাছ্ = বিশ্লেষণ করে। প্রতি বোল ননন্দ বাছে = (আমার) প্রত্যেক কথায় ননন্দ দোষ ধরে।

সব গোপীগণ ......আছে

তুলনীয়ঃ

"লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে
কানু সনে রাধা আছে। [পদাবলী]

গোপীগণ আমার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে হে কৃষ্ণের প্রতি রাধা আসক্তা।

নেহাত লাগী = স্নেহের জন্য; আসুখ না কর = অসুখী হইওনা। দেহগতি = দৈহিক অবস্থা। মোতে লাগে দুঃখ = আমার দুঃখ হয়। ভরস < ভরসা < ভদ্রআশা; তুলনীয় হিন্দী—ভরোস।

পুছিউ < *পৃচ্ছতু (= পৃচ্ছ); অনুজ্ঞা = জিজ্ঞাসা কর। আবসি = অবশ্য; গরু < গোরুঅ < গোরূপ;

পৃঃ—১৯৫

—বেঢ়া<বেষ্ট=বেষ্টনী। বান্ধী জটা=জটা (বেণী) বাঁধিয়া। উয়ে< উয়ই<উদেতি=উদিত হয়।

যেন উযে ···গোটা=যেন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়।

বঅনে<বদনে ; কন্নে<কণ্‌ণ<কর্ণ। গীএ<গ্রীবা—গলা ; জীএ<জিঅই <জীবতি=বাঁচিয়া থাকে। ঘাঘর<খগ্‌ঘর (প্রা)<ঘর্ঘর=কিঙ্কিনী। ঘাঘর মগর পাএ=ঘুঙুরযুক্ত মকরমুখবিশিষ্ট পদাভরণ।

সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে=তুলনীয়—"সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে"

তথাঁত<তত্র+ত (সপ্তমী বিভক্তি)=তথায়। পৃঃ—১৯৬—রাখএ<রক্‌খই <রক্ষ্যতে=রাখে। কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইয়া=নবপল্লবের মধ্যে শয্যা রচনা করিয়া। আগর<অগুরু। আঙ্গে<অঙ্গে। চালএ<চালয়তি=আন্দোলিত হয়।

পৃঃ—১৯৭

তরুদল চালএ পবনে=বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হয়।

আশোআসে<আশ্বাস+এ বিভক্তি (স্বরভক্তি)।

কদম্বস্য তলে······ · নিরন্তরং ॥

সেই কদম বৃক্ষের মূলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মদন-শর পীড়িতা রাধা অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেন।

রাতিহো=রাত্রেও ; চখুত<চক্ষু+ত (সপ্তমী বিভক্তি)=চক্ষে ; নাইসে (নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া)=আসে না।

দিনের সুরুজ·········চান্দে।

দিনের সূর্য আমাকে দগ্ধ করে, আবার রাত্রিকালেও চন্দ্রের কিরণ সহ্য করিতে পারি না।

এই পদ কয়টিতে রাধার বেনামীতে যেন কবিরই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস।

দহে পৈসৢ কাল দূতী=কালস্বরূপিনী দূতীর জলে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়।

উথাআঁ পাথাআঁ<উথাপিঅ, পথাপিঅ<উৎস্থাপিত, প্রস্থাপিত=উদ্বোধিত প্রবোধিত করিয়া অর্থাৎ ভুলাইয়া।

আহ্মা আনিল=আমাকে আনিল ; নিফলে=নিষ্ফলে ; পৃঃ—১৯৮—রসত লাগিআঁ=রসের জন্য অর্থাৎ সুখের জন্য। দুগুণ<দ্বিগুণ।

দিন পাঁচ ·· ···সারে।

কয়েকদিনের সুখের জন্য আমার এখন দ্বিগুণ জ্বলা-পোড়াই সার হইয়াছে।

একেঁ দহদহ········ ফুকে

একে ত কৃষ্ণবিরহে আমার অন্তর ঘুঁটের আগুনের মত ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুন আবার ফুৎকার দিয়া কে জ্বালাইয়া দিয়াছে।

দহদহ = দহনশীল; ফুকে < ফুক্কার (প্রা) < ফুৎকার = ফুৎকার দ্বারা।

জালে = জ্বালায়; শাল < শল্য। আণ পাণী < অন্ন পানীয় = অন্নজল; ভাএ < ভাতি।

তুলনীয়ঃ সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়।
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥ [চণ্ডীদাস]

কি মোর যৌবন ·· আশে

আমার রূপযৌবনে প্রয়োজন কি! ধনেই বা আমার কি প্রয়োজন! ঘর বাড়ী নিয়া আমি কি করিব! অন্নজল কিছুতেই আমার রুচি নাই। আমি কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব!

আন্ধারী < অংধার (প্রা) < অন্ধার (প্রা-বা) < অন্ধকার + ঈ = অন্ধকার; (পূর্ববঙ্গের ভাষায় আন্ধার)।

তুলনীয়ঃ "দামিনী আএ তুলা এল হে, একরাতি আঁধারী"। [বিদ্যাপতি]

অথবা, "মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার"। [জ্ঞানদাস]

একসরী < একেশ্বরী = একাকী; ঝুরোঁ < √ক্ষর্ = অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। দেউ < দয়তু (= দদাতু) = দাও।

পৃঃ—১৯৯

নারিব < না + পারিব—নঞার্থক যৌগিক ক্রিয়া = পারিব না। সহকার ডালে = আম্রডালে; পতিআশে < প্রত্যাশা।

ভ্রমর ভ্রমরী······সুন্দর

ভ্রমর-ভ্রমরী মনের সুখে গুঞ্জন করিতেছে॥ কোকিল আম্রডালে বসিয়া কুহুধ্বনি করিতেছে। কোকিলের গান আমার নিকট মোটেই সুখদায়ক নহে; যমদূতের তাড়নার মত আমার চিত্তকে পীড়া দেয়। যশোদা নন্দন আমার এই দুঃখ কবে দূর করিবেন! বড় আশায় আমি বনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তবু কৃষ্ণদর্শন মিলিল না।

বুঝে < বুজ্ঝই < বুধ্যতে। কাহ্নাক্রিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ = কানাই ইহা বুঝে না, দেবতারই এই বিধান। জাএ < যাতি; ঝাঁট < ঝট্টি (প্রা) <

ঝটিতি = শীঘ্র। সেজা < সেজ্জা (প্র) < শয্যা ; বিছাইআঁ = বিছাইয়া ; গহীন < গহন + গভীর (মিশ্রণ) = গভীর।

যদি কাহ্নাঞি ...... নিস্তার

তুলনীয় : কুচজুগ কলসে জমুনা ভেলি পার। [বিদ্যাপতি]

পৃঃ—২০০

তদা মাধবমন্বিষ্য... জরভরাতুরা ॥

বনে বনে মাধবের অন্বেষণে ক্লান্তা মদনজ্বরে পীড়িতা রাধা বৃন্দাকে ইহা বলিলেন।

পরিভাবিল < পরি— √ভাব্ + ইল = ভাবিলাম। কতী = কোথায় ; সংপুন < সম্পূর্ণ।

পৃঃ—২০১

সংপ্রহৃষ্টোহঅদ্য...... গন্তমুচ্যতাম্

অদ্য হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দ আমার সঙ্গে রমণ করিয়াছেন। অতএব বৃন্দে, তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম জানাইবার উপায় নির্দেশ কর।

আলিছিল = আসিয়াছিল—বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ক্রিয়াপদের এইরূপ প্রয়োগ আছে। যথা—হল্‌ছিল, গেল্‌ছে, হল্‌ছে ইত্যাদি।

বিহাণে < বিহীন = ব্যতীত। সুতী = সুপ্তা। সন্তেদে = অবস্থায়।

যে নারীর জীবন .... তোষে

সুরত কেলিদ্বারা কৃষ্ণ যে নারীর সন্তোষ বিধান করেন, সেই নারীর জীবন ধন্য।

বাইআঁ = বাজাইয়া ; জাইউ < যায়তু (= যায়তাম্)—অনুজ্ঞা, কর্মবাচ্য = যাওয়া যাক্।

পৃঃ—২০২

দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী = গোষ্ঠে কৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিলেন।

ততিখনে = ততক্ষণে ; অথবেথেঁ < অস্তব্যস্ত ; আছিলাহোঁ = আছিল + আহোঁ (উত্তম পুরুষের প্রত্যয়) = ছিলাম। মাইলোঁ = মারিল ; বুয়িলোঁ = বলিল।

পৃঃ—২০৩

আঁজাইতেঁ = অর্জন করিতে ; আনিতে ; পাসরিলেঁ < প্র – √স্মর্ + ইল = বিস্মৃত হইল ; নারিলোঁ < না + পারিলোঁ (নঞার্থক ক্রিয়া) = পারিলাম না।

ফুরে < ফুরই < স্ফ রতি = উদিত হয়। লাজাই < লজ্জা = লজ্জা পাই (নামধাতু) ;

পৃ—২০৪—ছার<ক্ষার=তুচ্ছ ; হিরণ্য বিদারী=দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নিধনকারী।

নরসিংহরূপে…………তরী

নৃসিংহ অবতাররূপে তুমি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিয়াছ। কংসাসুরকে বধ করিবার জন্য তুমি গোকুলে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এখানে পুরাণের প্রভাব রহিয়াছে।

চাহিয়াঁ=কামনা করিয়া ; ভৈল পাঞ্জর শেষ=পাঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তুলনীয় : "পাঁজর হইল শেষ" [চণ্ডীদাস]।

পড়িলাহা ভোলে=মুগ্ধ হইয়া।

উনমতকালে= যে বয়সে ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ শৈশবে।

পৃঃ—২০৫

খণ্ডহ=খণ্ডন কর ; আবোল=যাহা বোল নহে, অর্থাৎ মন্দ বাক্য।

সঙ্কে=সমে সহিত। ধামালী=কেলি কৌতুক ; প্রাচীন সাহিত্যে ধামালী, ঢামালী শব্দগুলির প্রয়োগ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীতে ধমারী<ধর-মার+ইকা। আবালী সতী=বাল্যকাল হইতে সতী।

তবে নাম পাড়ায়িলোঁ আহ্মে আবালী সতী=শিশুকাল হইতে তুমি সতী বলিয়া প্রচার করিলে।

পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহলী যৌবন—এই পংক্তির পুনরুক্তি স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

পৃঃ—২০৬-২০৭

আইস বন মাঝেঁ ……… নলীন—পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর বন আসে। মতী=মতি, অনুরক্তি।

কাহ্ন মোর কুটুম্ব…………দূতী

কানাই আমার দূর সম্পর্কের কুটুম্ব। আমার চিত্ত নিকট সম্পর্কিত জ্ঞাতির প্রতি আসক্ত নহে। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। দূতীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

পতিআশেঁ—প্রত্যাশায় ; খোপা<গুম্ফক=কবরী। পরসন=প্রসন্ন ; সমান =সম্মান ; পৃয়=প্রিয়।

যাচক জনেরে কাহ্ন করহ তোষণ=যে যাজ্ঞা করিয়া স্তুতি প্রার্থনা করে, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

অহোনিশি<অহর্নিশ=দিবারাত্র ; ধেআই=ধ্যান করি। রহাই<রক্খই <রক্ষ্যতে=রাখি।

মন পবন গগনে রহাই=মনরূপ পবনকে প্রভাস্বর গগনে অর্থাৎ লয়স্থানে রক্ষা করিতেছি। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে বাহ্য জগত সম্বন্ধীয় মায়া দূরীভুত হয়।

আহোনিশি .... রহাই

এখানে চর্যাগীতিতে বর্ণিত যোগসাধনার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

তুলনীয় : "কাহ্নু কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ-নঅরী বিহরই একাকারে" (চর্যা-১১)

ব্রহ্মগেআন— ব্রহ্মজ্ঞান।

মূল কমলে......ব্রহ্মগেয়ান

পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মিলনজনিত সুখ অনুভূত হইয়াছে। এখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি।

ইড়া পিঙ্গলা.........যোগবাট

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থলে আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে মন ও পবনকে স্থাপন করিয়াছি। নবদ্বারের অতিরিক্ত দশম দ্বার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উর্ধ্বে আমার চিত্ত লীন হইয়াছে অর্থাৎ আমার চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়াছে। দশমী দুয়ার হইল নবদ্বারের অতিরিক্ত বৈরোচন দ্বার। পরমার্থতত্ত্ব বা নির্বাণ-লাভের পথকে বৈরোচন দ্বার বলা যায়। এখানে ষট্‌চক্র ভেদের কথা বলা হইয়াছে। দেহের অভ্যন্তরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী এবং ষট্‌চক্রের সংস্থান রহিয়াছে। এই চক্রগুলিতে শক্তিরূপিনী দেবীগণ বিরাজ করেন। পৃষ্ঠস্থ মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। এই দুইটি নাড়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত সুষুম্না নাড়ী মস্তক পর্যন্ত গিয়াছে। ষট্‌চক্র হইল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে অবস্থিত আধার পদ্ম। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভূ বাস করেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কুলকুণ্ডলিনীশক্তি অবস্থান করেন।

চৈতন্যস্বরূপিনী কুণ্ডলিনী সমস্ত শক্তির মূলাধার। তাঁহাকে জাগাইয়া মস্তকস্থ সহস্রার কমলে নিয়া যাইতে পারিলে পরমামৃতের আস্বাদ লাভ করা যায়। গুরুর উপদেশানুযায়ী প্রাণায়ামাদির সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। অনন্তর ষটচক্র ভেদ করিয়া এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল

কমলে অবস্থিত পরম শিবের সহিত মিলনসাধন করাইতে পারিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। পরমামৃত পানে পরিতৃপ্ত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে আবার যথাস্থানে (অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে) ফিরাইয়া আনাই সাধকের কাম্য ॥

গেআন বাণে = জ্ঞান বাণে = জ্ঞানরূপ বাণ দ্বারা। ছেদিলোঁ = ছেদন করিলাম ; ভোলো = ভুলি, মুগ্ধ হই।

গেআনবাণে.......... সংসার

যোগ সাধনায় আমার পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। সংসারের যাবতীয় বস্তুই এখন আমার নিকট অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমার দেহে ও মনে আর কোন বিকার নাই।

চিরাদমধুরং..... করুণান্বিতং = অনেকক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া জগদ্বরেণ্যা রাধারাণী সকরুণ বাক্য বলিলেন।

পৃঃ—২০৮

বালী < বালিকা ; লবলীদলকোঅলী = নোয়াড়ি তৃণের পত্রসম কোমলা। তিরিবিধ = স্ত্রীবধ ; আর জরমের পুনে ল = অন্য জন্মের পুণ্যের ফলে।

পৃঃ—২০৯

পরধান—প্রধান (বিপ্রকর্ষ) ; রঘুবংশ পরধান ইত্যাদি = এখানেও পুরাণের প্রভাব দেখা যায়। যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম। ত্রেতাযুগে তিনি রাবণকে সবংশে নিধন করেন। নিবারিল = নিবারণ করিলাম। আহ্মে চিত্ত নিবারিল তোরে = আমার চিত্ত আর তোমার প্রতি আসক্ত নহে।

বাপ বসুল = পিতা বসুদেব ; মাঅ = মাতা ; আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে = পরস্ত্রীতে আমি অনুরক্ত নহি।

নেবারী = নিবারণ করিয়া।

আহ্মে হরি..... নেবারী

তুলনীয় "পরিত্রাণায় চ সাধূনায় বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

এভহোঁ = এবে + হোঁ = এখনও ; নিলজী = নির্লজ্জা ; আশে = আশা + এ বিভক্তি (এখানে কর্মকারকে "এ" বিভক্তি হইয়াছে)। জবে = যবে, যখন।

তোহ্মে জবে..... সেবিঞাঁ

তুমি যখন যোগী হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ, আমিও যোগিনী হইয়া তোমার সেবা করিব।

পৃঃ—২১০

সপনে গেআনে মনে = স্বপ্নে, জ্ঞানে ও মনে মনে অর্থাৎ চিত্তের সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে চিন্তা করিয়াছিলাম।

পরিভাব = বিচার কর ;

আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী = আমি অনাথি নারী, তোমার প্রতি আমার আনুগত্য ও ভক্তি রহিয়াছে।

পরিহরহ = পরিত্যাগ কর ; এথোখণে = ক্ষণমাত্রও।

সত্য ত্রেতা............কায়া

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে আমি কোন পাপ কর্ম করি নাই। আমার দেহ পবিত্র ও চিত্ত নির্মল।

পৃঃ—২১১

শূন্যপুরাণে আছে—"নিরঞ্জন কায়া"। ছারে<ক্ষার ; থারেঁ<ক্ষার। কশ্যপ = অদিতির পুত্র।

কুয়র<কুমর (প্রা)<কুমার ; কোঁয়রী<কুমারী।

সাগর কোঁয়রী = রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা ; প্রচলিত পদাবলীতে বৃষভানু নন্দিনী।

সব দৈত্যগণ ......আন্তরে = তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি সমস্ত দৈত্যগণ নিধন করিলাম।

খাঁখারে = কলঙ্ক, অপবাদ।

এবেঁ গুণী ... শেষ = এখন তোমার গুণ স্মরণ করিয়া আমার শরীর শেষ হইল।

পৃঃ—২১২

ছার তিরী... খনে = স্ত্রী জাতির মধ্যে নানাপ্রকার দোষ দেখা যায়। সেইজন্য তাহারা প্রতিকূল আচরণ করে। তাহাদের জীবনে ধিক্। তাহাদের প্রতি বেশীক্ষণ ক্রোধ করা উচিত নহে।

আরী<অরি ; বালেন্দু = প্রতিপদের চাঁদ অর্থাৎ দুর্লভ বস্তু।

পৃঃ—২১৩

মাউলানী<মাতুলানী। দুতর<দুত্তর (প্রা)<দুস্তর ; তুলনীয়<"দুতর রজনী দূর অভিসার" [বিদ্যাপতি]।

লাজে পিঠ দিআঁ = লজ্জা বিসর্জন দিয়া। চিহ্নিলেঁ = চিনিলেঁ ; তেআগিল

=ত্যাগ করিলাম। মাহাদানী=শ্রেষ্ঠ শুল্ক আদায়কারী (দানী শব্দের অর্থ, যে শুল্ক আদায় করে)।

রতীঞ=রতির জন্য ; নিয়ড়<নিকট ; চর্যায়—নিয়ড়ি।

জুণি সুধি পাএ=যদি সন্ধান পায় ; জুআএ<যুজ্যতে=যোগ্য হয়।

পৃঃ—২১৪

সকল সংপুন্ন·········· চক্রপাণী

আমার এখন পূর্ণযৌবন ; আমাকে পরিত্যাগ করা দেবরাজ কৃষ্ণের সঙ্গত নহে।

হে চক্রপাণি কৃষ্ণ, রাম বিনা দোষে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে উভয়েই অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

তোহ্মাত···········তোহ্মাএ=আমার জন্য যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্ত্রীবধজনিত পাপ তোমার হইবে।

আবথা<অবস্থা ; তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন—চল একবার আমরা উভয়েই বৃন্দাবনে যাই।

বেলিতে=বেলায় ; উপাএ=উপায় ; জুড়িএ<√জুড়্ (বন্ধন)=জোড়া দেওয়া যায়। "জুড়ি" সম্ভবতঃ দ্রাবিড় শব্দ।

সোনা ভাঙ্গিলে······বাপে

তুলনীয় : "সুজনক প্রেম হেম সমতুল
দহইতে কণক দ্বিগুণ হোয় মূল" [বিদ্যাপতি]

সোনা ভাঙ্গিলে আগুনের তাপে গলাইয়া আবার জোড়া দেওয়া যায়। কিন্তু একবার পুরুষের স্নেহ ভাঙ্গিলে তাহা জোড়া দেওয়া অসাধ্য ব্যাপার।

পৃঃ—২১৫-২১৬

নহোঁগ নহোঁগ=ওগো নহি, নহি (জোর দেওয়ার জন্য পুনরুক্তি) ; পোহো <পোঅ<পুত্র+হো [নিশ্চয়ার্থক]=পুত্রও ; সিধি<সিদ্ধি।

ব্রহ্মণে চিন্তনে ·· —কাএ=আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার চিত্ত নির্বিকল্প। দেহও পবিত্র। দিনরাত আমি যোগমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যান করি।

পৃঃ—২১৭

মৈনাক<মৈলাক=মৃত ব্যক্তিকে ; মাহাসিধি<মহাসিদ্ধি। আপণেঞি= আপনিও (Double nasalization)।

মতিমোষে = বুদ্ধিভ্রংশে ; উপজিবে = উপজাত হইবে।

কাহ্নে তোর নেহে····· জানোঁ = কৃষ্ণ, তোমার স্নেহকে আমি বড় বলিয়া মনে করি। তুমি যে রুষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝি নাই।

শরণ পশিলোঁ = শরণ নিলাম।

তেরছ<তির্যচ ; তেরছ নয়নে = তির্যক নেত্রে অর্থাৎ ইঙ্গিতে। ঘোষসি = ঘোষণা কর (মধ্যম পুরুষে সংস্কৃতের "সি" প্রত্যয়)।

পৃঃ—২১৮

জিআঅ<জীবন (অনুজ্ঞা) = বাঁচাও। ছিনারী<ছিন্ন+আরী(প্রত্যয়) = নষ্টা, ভ্রষ্টা। পামরী<পামর+ঈ (প্রত্যয়) = পাপিষ্ঠা।

পৃঃ—২১৯

টালিআঁ = ঠেলিয়া। বোল না ধরিলে··· টালিআঁ = কথা শুনিলে না ; অধিকন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত পান বামপায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছ।

যেহেন প্রকারেঁ······তাহারে

যে ভাবে তুমি বড়ায়িকে প্রহার করিয়াছ, তাহাতে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটা অসম্ভব ছিলনা। আমি শ্রীহরি নারায়ণ বলিয়া তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য····· বচঃ

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা বৃদ্ধার নিকট গেলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায় বলিলেন।

জিএ<জীঅই<জীবতি = জীবিত রহে, বাঁচিয়া থাকে। পাসত<পার্শ্ব+ত (সপ্তমী বিভক্তি) = পার্শ্বে। খোজা<খোজ্জ (প্রা) = খুঁজি। চিন্তায়িঞাঁ< √চিৎ (জাগরণে)+ইঞাঁ = জাগরিত হইয়া।

এমোর যৌবন··· দূতারে

আমার যৌবন বোঝা স্বরূপ ; সংসারের যাবতীয় জিনিষ আমার নিকট অসার হইল! অগ্নিই হইবে আমার আশ্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ আগুনে প্রবেশ করিয়া আমি প্রাণ বিসর্জন দিব।

বিসরামে<বিশ্রাম।

যে ডালে আমি আশ্রয় করি, তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে ; এমন কোন ডাল নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সুখে বিশ্রাম করিতে পারি।

তুলনীয় :—"যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গিয়া যায়" [মৈমনসিংহ গীতিকা]

পৃঃ—২২০

আনচানে<আনছান<অন্নছন্ন<অন্যছন্দ=প্রলাপ

একমান=সমতুল্য ; পুরুষ ভ্রমর দুইহো একমান=পুরুষ ও ভ্রমর দুইই এক প্রকার। নানাস্থানে ঘুরিয়া মধু আহরণ করে।

মতি ভোলে=মনের ভ্রান্তি বশতঃ ; দগধ কপালী=পোড়া কপালী।

পৃঃ—২২১

মতি মোষেঁ=বুদ্ধিভ্রংশে ; পালি<পংক্তি ; কোকিল কৈল পালি গানে= কোকিল ধুআ ধরিল। আগুনি=অগ্নি। আছিদরী<আ-ছিত্বর+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) =ধূর্তা ; ভাগে<ভাগ্য।

পৃঃ—২২২ ছন্দেবন্দে=কলে কৌশলে।

বন্ধুজন করাআঁ····· কমনে=আপন জনকে রুষ্ট করিয়া কেমন করিয়া কলে কৌশলে সন্তুষ্টি বিধান করিবে।

জরতী বচনং··· বাঞ্ছয়া=বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া মদনজ্বরে কাতরা রাধা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় সখীগণকে বলিলেন—

আমার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞি=কানাইএর প্রসঙ্গে আমার অন্তর চন্দনের মত স্নিগ্ধ হয়।

কি মোর জীবন ·· ধন বাসে

অন্যত্র "কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধনবাসে।"

কাহ্ন বিনি মোঁ··· দেশে

অন্যত্র "মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।"

পৃঃ—২২৩-২২৪

মুরুছা পাইল=মূর্চ্ছিতা হইল ;

নিদুখ=দুঃখহীন অর্থাৎ আনন্দিত চিত্ত।

স্তনের উপর হারে ইত্যাদি।

তুলনীয় : "স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥" [গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

মানএ<মান্যতে = অনুভব করে। থিনী<ক্ষীণ + ঈ ; বিষম = বিষবৎ।

সরস চন্দন পঙ্কে......শশাঙ্কে

তোমার বিরহে সন্তপ্তা রাধা গায়ের উপর সরস চন্দন প্রলেপকেও বিষবৎ মনে করিয়া সভয়ে দেখে। রাত্রিকালে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণও যেন তাহার অন্তরকে দগ্ধ করে।

দগধিলী = দগ্ধা, সন্তপ্তা।

তোর বিরহ দহনে .....ইত্যাদি।

তুলনীয় : "জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া" [গীতগোবিন্দ-ষষ্ঠ সর্গ]

তোমার বিরহে কাতরা রাধা তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় এখন পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে।

কুসুমশর হুতাশে ...ইত্যাদি।

তুলনীয় : "শ্বসিত-পবন মনুপমপরিণাহম্।"
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ন নলিনমিব বিদলিতনালম্॥" [গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

কামদেবের নিক্ষিপ্ত শরে তাহার প্রাণ হাহাকার করে এবং তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

হুতাশে<হুতাশ ; ছাড়এ<ছর্দতি = ছাড়ে ; সঘন ছাড়এ...ইত্যাদি।

তুলনীয় : "মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥" [চণ্ডীদাস]

পৃঃ—২২৫

ক্ষেপে সজল নয়নে..... খনে খনে = ক্ষণে ক্ষণে দশ দিকে সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

নালহীন কৈল....... নলিনে = রাধাকে দেখিয়া মনে হয় যে নীলপদ্ম মৃণালহীন হইয়াছে।

দেখি পল্লব.........সমানে = কোমল পল্লব রচিত শয্যাকে জলন্ত অঙ্গার সদৃশ মনে হয়।

তরাসিত<ত্রাসিত = ত্রস্ত, ভীত।

বাম করতে ···· নয়নে।

তুলনীয় : "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।" [চণ্ডীদাস]

খনে হাসে····· তরাসে

পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এখানে লক্ষণীয়।

কাঁপএ<কম্পই<কম্পতে–কাঁপে ; তরাসে<ত্রাসে। নিন্দএ<নিন্দই<নিন্দতি–নিন্দা করে।

নিন্দএ চান্দ ···· ইত্যাদি।

তুলনীয় : নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

নিন্দএ ···· পবনে

বিরহজ্বরে সন্তপ্তা রাধার নিকট চন্দ্রের কিরণ ও চন্দন অসহ্য মনে হইতেছে। বসন্ত ঋতুতে প্রবহমান মলয় পবনকে বিষবৎ মনে করে।

করে মনসিজশর ···আলিঙ্গনে

শ্রীমতী রাধা কামদেবের তীক্ষ্ণ শরজালের উপর নিজেকে শায়িত করিয়া তোমাকে পাওয়ার নিমিত্ত ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন ; অর্থাৎ তোমার সঙ্গলাভের আশায় বিরহজ্বালা সহ্য করিতেছেন।

দগধিলী = দগ্ধা, সন্তপ্তা।

দগধিলী····· শরণে–সন্তপ্তা রাধা তোমার শরণাপন্না হইলেন।

পৃঃ—২২৬ সংনাহা<সন্নাহ–বর্ম॥

হৃদয়ে····· করে–হৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করে।

আহোনিশি ·· করে

তুলনীয় : "অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি-বর্ম্মকরোতি সজলনলিনী দলজালম্॥"
[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

মদন তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অনুক্ষণ শর নিক্ষেপ করিতেছে। যেহেতু তুমি সর্বদা তাঁহার অন্তরে বাস কর, সেজন্য তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাধা তাঁহার হৃদয়ে পদ্মপত্রের বর্ম রচনা করিতেছে।

গালিল–নিঃসৃত করিল।

নয়নশলিল ·····সুধাধার

তাঁহার মুখমণ্ডলে সর্বদা নয়নধারা ঝরিতেছে; মনে হয় যেন রাহু চন্দ্রের অমৃতধারা নিঃসৃত করিল।

প্রণামগণ — পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

নয়নশলিল····· স্বরূপ

তুলনীয়ঃ "বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমল মুদারম্।
বিধুমেব বিকটবিধুন্তুদ দন্তদলনগলিতামৃত ধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্"

[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

উৎকণ্ঠা দূরীকরণের নিমিত্ত মদনমোহনরূপে তোমার নাম লিখিয়া রাধা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিলাম।

সংমুখ — সন্মুখ।

তোহ্মাক সংমুখ · ·· করে মনে

তোমাকে ধ্যানে সন্মুখে দেখিয়া সখী কখনও হাসে, কখনও রুষ্টা হয়, কখনও কাঁদে, কখনও বা ভয়ে কাঁপে।

তুলনীয়ঃ

"ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥"

[গীতগোবিন্দ-চতুর্থ সর্গ]

জাল সখিগণে — সখীগণ বন্ধন স্বরূপ হইয়াছে।

ঘর বন ভৈল····· জাল সখিগণে

তোমার বিরহজ্বরে সন্তপ্তা রাধার পক্ষে গৃহ এখন অরণ্য সদৃশ। সখীরাও বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে।

বাঢ়ে < বড্ঢই < বর্দ্ধতে = বাড়ে। তরাসিনী < ত্রাসিনী = ভীতা, সন্ত্রস্তা।

বনের হরিণী · ·· নয়নে

বনে হরিণী যেমন ত্রাস্তভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে, রাধাও উৎকণ্ঠিতা নয়নে চতুর্দিকে দেখেন।

অধুনাপি·····মদন কদনম॥

এখনও তুমি কেন অন্য কোন নারীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করিতেছ। হে গত-তৃষ্ণ কৃষ্ণ, তোমার বিরহে কামদেব স্বতনু রাধার দুঃখ উৎপাদন করিতেছে।

লুণী < লোণী < নোনী ম (প্রা) < নবনীত।

পৃঃ—২২৭

রাধার পরাণে · না পারী = আমি রাধার দুঃখ সহ্য করিতে পারি না।

বোল পালহ = কথা পালন কর। বৈস্থ = বসুক, উপবেশন করুক।

খণেক ভৈল সদৃশে = রাধার নিকট এক মুহূর্ত এক যুগ বলিয়া মনে হইল।

মাধবস্য নিদেশন ...... জনমনোহরং = মাধবের আদেশে উৎফুল্লা বৃদ্ধা হৃষ্টচিত্তা রাধাকে মনোহর বেশ পরাইয়া দিল।

শম্ভুসদৃশ খোম্পা .... এই পংক্তি কয়টি পূর্বে পাওয়া গিয়াছে।

খোম্পা < গুম্ফক = খোঁপা। বেঢ়িআ < বেষ্টিত = বেষ্টন করিয়া; চম্পা < চম্পঅ < চম্পক; সিসত < শীর্ষ + ত (সপ্তমী বিভক্তি); নবসুরে < নবসূর্য।

গিএ < গ্রীবা; সুরেশরী < সুরেশ্বরী = গঙ্গা।

অন্যত্র—"গিএ শোভে গজমতী" [দানখণ্ড]

পহ্রাইল = পরাইল; ভূষণগণ = অলঙ্কারসমূহ। হেমকরগণ = স্বর্ণকারগণ, সেকরারা।

মিলি হেমকরগণে .... স্বর্ণকারগণ যত্ন সহকারে শঙ্খকে রত্নে জড়াইল।

পৃঃ—২২৮

কুতুহলে < কৌতূহলে; জয়ধুনী < জয়ধ্বনি; কিঙ্কিনী = ঘুঙুর। গান্থি < গ্রন্থি = গাঁথিয়া; মাঝে < মজ্ঝ < মধ্য। পাসলী নিকর = পায়ের আঙুঁলের আংটি-সমূহ। আতি রূপসী স্বভাবে = অতি রূপসীর বেশ ধারণ করিয়া। লাসবেস < লাস্যবেশ = বিলাস বেশ।

রাধিকাং ·· ক্রমাৎ॥

কামজ্বর-কাতরা এবং মণ্ডনজনিত দ্বিগুণ মনোমোহিনী রাধাকে দেখিয়া কামাতুর হরি ক্রমশঃ এইরূপ বর্ণ আরম্ভ করিলেন।

পৃঃ—২২৯

রাধাহো = রাধাও; দসনে < দশনে = দন্ত। পীল = পান করিল। উচিত হিল্লোল পড়িল = আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। নিধুবনে = বিলাসকুঞ্জে; রসপ্রবন্ধে = রতিবিলাস। মেলাণী = বিদায়।

তুলনীয় : "লাজ ডর নাহি তো পরাণী, দে মেরাণী রে।" [বিদ্যাপতি]
বিদায় এর পরিবর্তে মেলাণী শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পৃঃ—২৩০-২৩১ বিনএ—বিনয় সহকারে, বিনীতভাবে।

কথোখণে = কতক্ষণ ; চিআইলী = জাগরিতা হইল। উরে< উর ; নিন্দত = নিদ্রাতে। জিয়ন্তে ময়িলোঁ = জীবন থাকিতেই মরিলাম। এড়িঞা < √ এড়্ + ইয়া = ত্যাগ করিয়া। তিরীক<স্ত্রী + ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) ; রঞ্জে = রঞ্জন করে, ভুলায়।

পৃঃ—২৩২

নানা বোলে ···· রঞ্জে = নানা কথায় ভুলাইয়া স্ত্রীজাতির সঙ্গে কেলিবিলাস করে। পড়িহাসে<প্রতিভাসতে = মনে হয়।

একাকিনী পরিভ্রম্য ·· শূনু॥

রাধে, একাকিনী বন ভ্রমণজণিত গুরুতর পরিশ্রমে আমি এখন পরিশ্রান্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধুসূদনের দেখা মিলিল না। বৃদ্ধে, তোমার কথায় আমার নিকট পৃথিবী শূন্য মনে হইতেছে আমি ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। আমার কথা শুন।

পৃঃ—২৩৩

কেমনে ··· ভূঞ্জে = আমি কেমন করিয়া একাকী কুঞ্জে যাপন করিব ; কানাই অন্য কাহাকে নিয়া অন্যত্র রতি সুখ যাপন করিতেছে।

সুতীথে = সুতীর্থে ; রএ<রব (নাম ধাতু) ; থির<স্থির। রাএ<রব ; পুনমতী<পুণ্যবতী।

পৃঃ—২৩৪

ভীতে<ভিত্তি + এ (সপ্তমী বিভক্তি) ; একচীতে = একচিত্তে। কাকু করি = কাকুতি মিনতি কয়িয়া ; ছাওয়াল<শাব + আল (প্রত্যয়) = ছেলে।

হর অৰ্দ্ধ · ·· শরীরে

মহাদেবের জটায় গঙ্গাশোভা পান ; অর্থাৎ হরগৌরী একদেহেই বিরাজ করেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, নারী যেন নিজ দেহেরই অঙ্গ। সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মিলন ও একাঙ্গেই হইবে।

পৃঃ—২৩৫-২৩৬

বড়ায়ি আইলী চিরক্ষণে = দীর্ঘকাল পরে বড়ায়ি আসিল। আদিবস< অদিবস = দুর্দিন। আসেস<অসেস (প্রা)<অশেষ = শেষ।

জিবোঁ = জীবন ধারণ করিব ; উতরলী = উত্তরল + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) = অতিশয় চঞ্চলা। আনাহী = অন্য কেহ ; তা < তা, তাব < তাবৎ ; আনুখর < অনুখর = অনুচিত বাক্য।

পৃঃ—২৩৭

ফুটিল কদমফুল ইত্যাদি .... এখানে রাধার বারমাস্যা বর্ণনায় তাঁহার তীব্র অন্তর্বেদনা পরিস্ফুট হইয়াছে।

নোঁয়াইল < √নুআ, নোয়া + ইল = অবনমিত হইল।

নাইল < না + আসিল (নঞার্থকযুক্ত ক্রিয়াপদ)

ওহাড়িআঁ < অববেষ্ট + ইয়া = ঢাকিয়া, আচ্ছাদন করিয়া।

তুলনীয় ঃ হিন্দী—ওহার ; পূর্ববঙ্গের উপভাষায়—ওসার, ওয়ার।

বিহড়াইল < বিঘট + আ + ইল (অতীতে) = বিচ্ছিন্ন করিল।

মুছিআঁ পেলাইবোঁ .... শঙ্খচুর = এই পংক্তিগুলি পূর্বে আরও কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে।

পোড়এ পরাণী = প্রাণ পোড়ে।

বিষাইল = বিষাক্ত (বিশেষন অর্থে "ইল" প্রত্যয়) ; কাণ্ডের = বাণের ; গঢ়িল = গঠিত।

পৃঃ—২৩৮

জেঠ < জেট্‌ঠ < জ্যৈষ্ঠ। সামল = শ্যামল।

চতুরে .... কাচন ॥

চতুরে রাধে, মেঘমেহুর চারিমাস অতিবাহিত কর, কারণ এবিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই।

গরজএ < গর্জতে = গর্জন করে ; মদন কদনে = মদনের পীড়নে। আষাঢ় মাসে .. ইত্যাদি।

তুলনীয় ঃ "মাস আখাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ।" [বিদ্যাপতি]

বঞ্চিবোঁ = যাপন করিব ; বারিষা < বর্ষা ; সুতিআঁ < শয়িত্বা = শুইয়া।

নিবড়ে < নিবর্ততে = নিবৃত্ত হয়। "নিবড়ে" শব্দটি কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

ভাদর মাসে..... বুক।

তুলনীয় : "ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।"
সভ দিস কুহ কয় দাহুল মোর॥
মত্ত দাহুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

বারিষী<বর্ষা + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) ; কাশী = কাশফুল।

পৃঃ—২৩৯

মাখেদং·· ···করিষ্যতি = রাধে, দুঃখ করিও না, চিত্ত স্থির কর। শীঘ্রই কৃষ্ণ আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।

মানী = মানিয়া, অঙ্গীকার করিয়া। হাথে চান্দ মালী = হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া।

পীঠ<পৃষ্ঠ ; আশোআশ<আশ্বাস।

আশোআশ দিআঁ = তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়া একদিকে সরিয়া পড়িয়াছ।

আছুক = অনুজ্ঞা, ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়।

আছুক ·· নাহি = স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ঝালিআর<ঝালিআ<ঝল্লিকা + র (ষষ্ঠী বিভক্তি) = সূর্যের প্রখর উত্তাপে (দৃষ্টি বিভ্রম বশতঃ) জল যেমন অদৃশ্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও তেমনি মরীচিকাবৎ হইল।

জানে······রাধিকেহধুনা

রাধে, হরির সন্ধান আমি জানি বা নাই জানি তাহাতে কি যায় আসে? আমি এখন গমন করিতে একান্তই অপারগ।

পৃঃ—২৪০ রতন মুদড়ী<রত্নমুদ্রিকা = রত্ননির্মিত আংটি। মোঁ<*ময়েন (= ময়া) = আমি।

নিকুপেঁ = কুপিত না হইয়া অর্থাৎ নিঃশব্দে।

বোল পালী ··· দেবরাজে = বোল পালন করিয়া দেবরাজ গেলেন। আলিসের পরসাদেঁ = আলস্যের প্রসাদে, অর্থাৎ আলস্যবশতঃ।

উপজএ<উপজায়তে = উৎপন্ন হয়। আনুখর<অনুখর<অনুক্ষর = দুর্বাক্য। ঠাঁঠী = লজ্জাহীনা (দেশী শব্দ)।

হাঁঠীবাক বল = হাঁটিবার শক্তি ; ঝঙ্কারিবী = ঝঙ্কার করিবে, গালাগালি দিবে ; নাম ধাতু।

পৃঃ—২৪১

হের শির ···· আর=তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে তোমাকে আর দুঃখ দিব না।

মথুরানগরীং ···পরমাক্ষরম্॥

মথুরা নগরে গমন করিয়া বৃন্দা মধুসূদনকে বলিলেন, "বিরহে কাতরা রাধা তোমার শরণাগতা"। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বৃন্দাকে কঠোর বাক্য বলিলেন।

নঠী < নট্‌ঠ < নষ্ট + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) = নষ্ট চরিত্রা। দুঠ < দুষ্ট।

পৃঃ—২৪২-২৪৩

বিথর < বিস্তর ; উপেখহ = উপেক্ষা কর।

যাচিতেঁ ··· আমৃত = যাজ্ঞা করিয়া যে অমৃত বিতরণ করিতে চায় তাহা তুমি উপেক্ষা কর।

মোর বোলেঁ·····ইত্যাদি = তুমি এখন আমার কথায় রাধার পাশে আসিবে না বটে, কিন্তু পশ্চাৎ বিরহ-জ্বালায় তোমার নিশ্চয়ই মনস্তাপ পাইতে হইবে।

শাকর < শক্‌করা < শর্করা = চিনি ; আদরাহ = আদর করিতেছে।

ভাত·····কেহে = তখন তাহার জন্য পাগল হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিলে, এখন শর্করার প্রতি তোমার আসক্তি থাকিবে কেন?

ভাঁগিল ····· মুরারী = পূর্বে অনুরূপ পংক্তি পাওয়া গিয়াছে।

যুড়ীবাক = যোড়া দিতে। পুণি = পুনঃ ; ওড়িয়ায় "পুনি"।

পুণি···ঘট = যে আবার অধম জন তাহার অন্তর কপটতায় পূর্ণ। তাহার স্নেহও কৃত্রিম ; মাটির ঘটের মত ভাঙ্গিয়া যায়।

মাটি < মট্‌টিআ < মৃত্তিকা ; ফুরে < ফুরই < স্ফুরতি = ইচ্ছা হয়। বাহুড়ী < বি-আ √ঘুট্ = প্রত্যাবর্তন করা।

বাহুড়ী যাহ = ফিরিয়া যাও ; বিনাস < বিনাস (প্রা) < বিনাশ = ধ্বংশ ; লেম্বু < নিম্বুক = অম্লরসাত্মক ফল বিশেষ।

শব্দ কোষ

পৃষ্ঠা

অথবেঁথে < অস্তব্যস্ত ২০২
অনমীষ = অনিমিষ—পলকহীন ১৮৫
অপুরুব < অপূর্ব [বিপ্রকর্ষ] ১২২
অভরস = অভরসা অর্থাৎ অবিশ্বাস ৯৯
আঁজাইতে = অর্জন করিতে ২০৩
আঅর < অঅর < অবর < অপর ৪৯
আই < আর্যিকা = মাতা ১১৪
আইহন < অহিমন্ন্, অহিবন্ন্ < অভিমন্যু = আয়ান ৮৮
আইল < আয়াত + ইল (অতীত কালে —"ইল" প্রত্যয়) = আসিল
আইলোঁ < আয়াত + ইল + ওঁ ৯৯
আউটোঁ < আবর্ত + ওঁ (উত্তমপুরুষের বিভক্তি) = আবর্তিত করি ১৩৪
আউ < আউ (প্রা) < আয়ুস্ = আয়ু ১১৭
আউলাইলোঁ < আকুলক + ইল + ওঁ (উত্তমপুরুষের বিভক্তি) ১৪৮
আকাসে < আকাস (প্রা) < আকাশ ৮৭
আখরে < অক্‌খর < অক্ষর ২১০
আখী < অক্‌খি < অক্ষি ৮৯
আখায়িল = ধৌত ১৭০
আগ < অগ্‌গি < অগ্নি ১৪৮
আগক < অগ্র + ক (দ্বিতীয়া বিভক্তি) ৮৪
আগর < অগরু < অগুরু ১৫৭
আগু < অগ্‌গ < অগ্র ৯০

পৃষ্ঠা

আগুণী < অগণী (প্রা) < অগ্নি ১৫৩, ২১২
আগোলসি < আগল < অর্গল + সি (প্রত্যয়) = অবরোধ করিতেছ ১০৫
আচম্বিত < আ— √চম্ব্ (গতি অর্থে) + ইত = অকস্মাৎ ১৬১
আছিদরী < আ—ছিত্বর + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) = শঠ ১৭১, ২১১
আছে < অচ্ছই (প্রা) < *অচ্ছতি (ইন্দো-ইউরোপীয় * এস্‌কোতি) ৯৩
আজলী < উজ্জ্লী < ঋজ্বাল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)
আঠ < অট্‌ঠ < অষ্ট ১০৪
আণ পাণী < অন্ন পানীয় = অন্ন-জল ১৯৮
আথান্তর < অবস্থান্তর = দুর্দশা ১৭৪
আধ < অদ্ধ < অর্দ্ধ ৯৭
আদিবস < অদিবস ১৩১
আধর < অধর ৮৭
আন < অণ্‌ণ, অন্ন < অন্য ৯০
আনচান < আনছান < অন্নছন্ন < অন্যছন্দ = অসংলগ্ন বাক্য ৮৪, ২২০
আনন্তর = অনন্তর ৮৭
আনাহী = অন্য কেহ ২৩৬
আনিআর = আনিয়া দাও (অনুজ্ঞা)
আনুখর < অনক্ষর ২৩৬

পৃষ্ঠা

আনুপমা<অনুপম ১০৬

আনুরূপ<অনুরূপ ৮৬

আনুসারে = অনুসারে ১৫৬

আন্ধারী—অন্ধকার>অন্ধআর (প্রা)> অন্ধার (প্রা-বা)>আন্ধার ; আন্ধার + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) = আন্ধারী ১৯৮

আপণা<আত্মন্ ১৪৮

আবতার = অবতার ৮৭

আবগাহী = অব + √গাহ্ + ঈ = অবগাহন করিয়া ১৭৮

আবথা<অবথা<অবস্থা ৯৪

আবশি<অবশ্য ১৯৪

আবেক্ষণ<অবেক্ষণ = অনুসন্ধান ৮৬

আভিলাস<অভিলাস = অনুরাগ ১৪৯

আমরিষে<অমর্ষ = অসন্তুষ্ট ১৮৫

আমিআঁ<অমৃত ১২৭

আম্বল<অম্বল (শ্বাসাঘাত হেতু অ>আ) ১০২

আয়র<আঅর<অঅর<অবর <অপর ১৬১

আয়িলী<আয়াত + ইল + ঈ = আসিল ২৩৫

আযুগত<অযুক্ত ১২৫

আরতিল<আর্ত + ইল (বিশেষণ অর্থে প্রযুক্ত) ১০১

আরতী<আর্তি ১২৪

আরোপিল<আ—√রুহ্ + ইল (নামধাতু) ১৫৮

পৃষ্ঠা

আহ্মো = আর + হো (নিশ্চয়ার্থক) = আরও ১৭৪

আলক<অলক ৯২

আলস<অলস ৯২

আশোআশেঁ<আশ্বাস + এঁ ১২৪

আশমান = অসমান ১৪৪

আসেস = অশেষ ২৩৫

আসুখিলী<অসুখ + ইল + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) ২৪২

আসুরের<অসুরের ৮৭

আষ্টম<অষ্টম [পূর্ববঙ্গে আষ্ট] ৮৫

আহুকিতেঁ<আহুখ্ + ইতে (অসমাপিকা) = ছিটাইতে ১৩৪

আহুঠ<অদ্ধ উট্ঠ (অর্ধ-মাগধী) <অড্ঢুট্ঠ<অর্ধ-চতুর্থ ১০৪

আহোনিশি<অহর্নিশ ১৪৯, ১০৭

উছাটিণ<উচাটন ১৪২

উজল<উজ্জ্বল ৯২

উটক<উট্ঠ<উষ্ট্র + ক (দ্বিতীয়া) ৮৯

উতাপট<উৎ- √পট্ — ব্যথিত ১৮৫

উত্তরলী<উৎ—তরল + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) = চঞ্চলা

উথাআঁ পাথাআ<উথাপিঅ পথাপিঅ <উৎস্থাপিত + প্রস্থাপিত ১৯৭

উপজিল—উৎপদ্য>উৎপজ্জ> উপজ ; উপজ + ইল>উপজিল = উৎপন্ন হইল ৮৪, ১৫০

উপজএ<উৎপদ্যতে, উপজায়তে ২৪০

উপজে<উপপজ্জই<উৎপদ্যতে ১১৮

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পহুরী<প্রহরী ৮৬

পাআঁ<পাইআঁ<পাবিত <*প্রাপিত (=প্রাপ্য) ৮৪

পাইএ<পাবিঅই (প্রা-বা) <প্রাপ্যতে=পাই ১৭৬

পাইলেঁ<*প্রাপিত+ইল+এঁ ১০৬

পাছু<পচ্ছা<পশ্চাৎ ১৮৮

পাঞ্জর<পঞ্জর ১০২, ১৫৮

পাটথোপ=পট্টস্তূপ ১৬৪

পড়াইলে<√পড়্+ইল+এ (নিজন্তধাতু)=প্রচার করিলে

পাড়ী=পাতিয়া ১০০

পাঁতর<প্রান্তর ১১০

পাতএ<পাতয়তি=বিস্তার করে ১৫৬

পাতে<পাতয়তি ১৫৬

পাতন<পত্তন ১১৪

পাতিআএ<পতিআই (প্রা-বা) <*পতিআবেই (প্রা) <প্রত্যাপয়তি ১১২

পান্তী<পংক্তি (প্রা)<পঙ্‌ক্তি ৮৭

পামরী<পামর+ঈ=দুষ্টা ১৬৯, ২১৮

পালঙ্কি<পলংকিঅ (প্রা) পর্যঙ্কিকা

পালাএ<পলায়তে ১৮৬

পাসরিলেঁ<প্র—√স্মর্+ইল ২০৩

পিন্ধি<√পিন্ধ্=পরিধান করিয়া ১৮৮

পিন্ধিআঁ<পিন্ধ্=পরিধান করিয়া ১৯১

পিসি<পিউসিআ<পিতৃষ্বসা ৫৯

পীড়এ<পীড়তে=পীড়ন করে ১০১

পৃষ্ঠা

পুছোঁ<পৃচ্ছ+ওঁ (বিভক্তি)= জিজ্ঞাসা কর ৯১

পুছিহ<পৃচ্ছ ১ ২

পুছে<পুচ্ছই<পৃচ্ছতি ২২৩

পুতলী<পুত্তলী (প্রা)<পুত্তলিআ <পুত্রলিকা ৮৮, ১৩৪

পুতা<পুত্তঅ<পুত্রক (আদরার্থে) ৯১

পুন্ন<পুন্য ১৭৩

পুথী<পুথিঅ,<পুস্তক<পোস্ত (প্রা-পা) ১০৫

পুনী=পুনঃ (ওড়িয়ায় পুনি) ১২৫

পূতনাক=পুতনাকে ("ক" দ্বিতীয়া বিভক্তি) ৮৭

পেলাইবোঁ<প্রের+ইব+ওঁ ; প্রের>পেল্ল>পেল=ফেলিয়া দিব ১৮৬

পেলাইল<প্রের+ইল ৯৫

পৈসু<প্রবিশতু ১৯৭

পোআল—পুত্র>পুত্ত>পুঅ> পো ; পো+আল (আদরার্থে) ১৯৩

পোড়এ<√পুট্=দগ্ধ হয় ১৭৭

পোঁআর<পোআল<প্রবাল ৮৭

পোএর<পুত্র+র ১০২

পোটলী<পোট্টলী (প্রা) ১৮৫

পোড়ে<√পুড়্<পুট্ ১৮৫

পোহাওঁ—প্রভাতায়তে>পোহায় পোহায়+ওঁ=পোহাওঁ ১৮৪

পোহাইবোঁ=প্রভাত করিব ১৫২

প্রণাম গণ=পুনঃপুনঃ প্রণাম ২২৬

পৃষ্ঠা

বিমরিষে < বি— √মৃশ্ + অ = বিতর্ক করিতে লাগিলেন ৯০
বিসরিল < বি— √স্মৃ + ইল ১৪৯
বিহড়াইল < বিঘটায়িত + ইল ২৩৭
বিহা < বিআহ < বিবাহ ১১১
বিহান < *বিভাণ (= বিভাত) = প্রভাত ১৬১
বুঝে < বুজ্ঝই < বুধ্যতে ১৯৯
বুড়ী < বুড্‌ঢি < বুড্‌ঢিআ < বৃদ্ধিকা ৯১
বুঢ়া < বুড্‌ঢ < বৃদ্ধ ১৫৬
বেড়িলের < বেষ্ট + ইল + র (স্বার্থিক) ১০২
বেভার < ব্যবহার ১৬৯, ১৮০
বেশোআর < বেশবার = ঝালমশলা ১৫৯
বৈশ < উবইস < উপবিশ ১০৭
বোলে < বোলই, বোল্লই (প্রা) < ব্রবীতি ৮৪
বৌহারী < ব্যবহারিকা, বধূটিকা = ১৫৮
ভরস < ভরসা < ভদ্রআশা ১৯৪
ভাএ < ভাতি = মনে হয় ১৫০
ভাগ < ভগ্‌গ < ভাগ্য ১৮৩
ভাণে < ভাণ ৯৮
ভাণ্ডায়িলেঁ < √ভণ্ড + ইল + এঁ = (ণিজন্ত ক্রিয়া) = প্রতারিত করিলে ২০৩
ভাণ্ডিব < ভণ্ড + ইব (নামধাতু) ১৭১
ভাষ < ভাস ১০১, ১২০
ভুখিল < √ভুক্ষ্ + ইল = ক্ষুধার্ত ১০১

পৃষ্ঠা

ভেটিল < √ভেট্ (বাং) + ইল = দেখিল ১৩২
ভৈল < *ভবিত (= ভূত) + ইল = হইল ৮৬
ভোজ < ভোজ্‌জ < ভোজ্য, ভোগ্য ১৮৩
ভোলে < বিব ভল (প্রা) < বিহ্বল + এঁ = ভ্রমে ৮৬
মতিমোষে < মতিমর্ষ = মতিভ্রম ১৯১
মণ্ডাইবোঁ < মুণ্ডন + ইব + ওঁ = মুণ্ডন করিব ১০৯
মঢ়াইবোঁ — মণ্ডন > মণ্ড > মঢ় ; মঢ় + ইব + ওঁ = মঢ়াইবোঁ (ণিজন্ত ক্রিয়াপদ) = মুণ্ডন করিব ১৫৩
মথিল < মন্থন + ইল (নামধাতু) ১০৭
মরসিল < মরস < মর্ষ + ইল ১৮১
মহুল < মউল < মুকুল ৯৭
মাইলোঁ < *মারিত + ইল + ওঁ ১৪৭
মাউলানী < মাউলাণী < মাতুলানী ১০২
মাখী < মক্‌খিঅ < ম্রক্ষিত ১৯৬
মাঙ্গী < মার্গ ১২৪
মাঙ্গে < মগ্‌গই < মার্গয়তি ১৬৭
মাটি < মট্‌টিআ < মৃত্তিকা ২৪৩
মাথে < মত্থঅ < মস্তক
মাথানি < মন্থন + ই ১৫৬
মানএ < মান্যতে ২২৪
মালে < মল্ল < মাল্য = মালা
মাসেঁ < মাংস + এন (করণ) ১০৯
মাহ্লী < মল্লিকা ৯৪, ১২৯, ১৫২
মিলিহে < মেলিহই (প্রা) <

আলোচিত গ্রন্থপঞ্জী

The origin and development of the Bengali Language
—Prof. Suniti Kumar Chatterji.
Introduction to Prakit—Woolner.
A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan—
Prof. Sukumar Sen.
The Sanskrit Language—T Burrow.
Elements of the Science of Language—I. J. S. Taraporewala.
An Introduction to Comparative Philology—P. D. Gune.
The Students Sanskrit-English Dictionary—V. S. Apte.
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীত গোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু
মৈমনসিংহ গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন
পূর্ববঙ্গ গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন
ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাপতির পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার
ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
পালিপ্রকাশ—বিধুশেখর শাস্ত্রী
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
চলন্তিকা—রাজশেখর বসু

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

অপভ্রংশ—অপ

প্রাকৃত—প্রা

প্রাচীন পারসিক—প্রা-পা

প্রাকৃত পৈঙ্গল—প্রা-পৈ

প্রাচীন বাংলা—প্রা-বা

মাগধী প্রাকৃত—মা-প্রা

বাংলা—বাং

সংস্কৃত—সং

>—বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন

<—পূর্ববর্তীরূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন

√—ধাতু বাচক চিহ্ন